পঙ্গপাল

[সামাজিক নাটক]

শ্রীভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

গণনাট্য কর্তৃক যশের সহিত অভিনীত।

[মূল্য—

প্রকাশক :
শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রচ্ছদপট :
শ্রীপ্রভাত কুমার কর্মকার

প্রথম সংস্করণ :
শুভ জন্মাষ্টমী

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিল কুমার চন্দ্র
জগদ্ধাত্রী প্রেস
৮/১, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন
কলিকাতা-৭

—ঃ উৎসর্গ ঃ—

এই নাটকের নিতাই মাষ্টারের চরিত্র অভিনয়ে যিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান গন্ধর্ব পুরস্কার লাভ করেছেন—।

যাত্রা জগতের সেই অপ্রতিদ্বন্দী চরিত্রাভিনেতা—

শ্রীদীলিপ চট্টোপাধ্যায়কে

"নাট্যকার"

॥ নান্দী ॥

ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর, আমার নিতাই মাষ্টার খুঁজে বেড়ায় মানুষ। সংসারে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা দিনরাত যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পঙ্গপাল নাটকের নিতাই মাষ্টার অসংখ্য মানব মনের নিভৃতে লুকিয়ে থাকা একবিন্দু সত্যানুভূতি। আমার বিশ্বাস, মানুষ জন্ম-অপরাধী নয়। সমাজ জীবনে বিভিন্ন কারণে মানুষ নানান অপরাধের বিবরে বন্দী হয়ে পড়ে। তবু দেখা যায় একজন প্রচণ্ড অসামাজিক ব্যক্তি কোন কোন মুহূর্তে সুস্থ সমাজের স্বপ্ন দেখে। তাই আমার বক্তব্য হলো, সমাজের সবস্তরের মানুষই যখন সুখী শান্তিপূর্ণ জীবন চায় তবে কেন নিতাই মাষ্টারের স্বপ্ন সার্থক হবে না। আমাদের মধ্যে থেকে কি আরও অনেক নিতাই মাষ্টার জন্মাতে পারে না? পারে··· পারবে···আমি স্বপ্ন দেখি।—পঙ্গপাল ছেপেছেন বন্ধুবর শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল, তাই তাঁর কাছে আমার অপরিশোধ্য ঋণ। এ কাহিনী দৃশ্যায়নে যে দুটি মমতাময়ী নারী আমার পাশে থেকে আমার সাধনায় প্রেরণা দিয়েছেন, সেই দুই নারী আমার সহধর্মিনী শ্রীমতি ছায়া, ও স্নেহাস্পদা নাট্য-তাপসী মন্ত্রশিষ্যা কুমারী তৃপ্তি ব্যানার্জীর কথা না লিখলে হয়তো নান্দী লেখাই ভুল হতো।

ইতি—**শ্রীভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়।**

পুনঃ—প্রকাশ থাকে যে, অভিনয়কালে কোন মতেই নাটকের নাম পরিবর্তন করিতে পারিবেন না। এই নাটকটি সৌখিন সম্প্রদায়কে অভিনয় করিতে প্রকাশকের নিকট কোনরূপ অনুমতি লইতে হইবে না। কিন্তু যদি কোন পেশাদারী সম্প্রদায় অভিনয় করেন, তাহা হইলে প্রকাশকের নিকট অনুমতি লইতে হইবে।

চরিত্র-পরিচয়

—ঃ পুরুষ ঃ—

অনঙ্গ হালদার	...	অঞ্চল প্রধান।
নিতাই চট্টোপাধ্যায়	...	গ্রাম্যত্যাগী-শিক্ষক।
কুনাল মুখার্জী	...	ব্যবসায়ী।
তমাল	...	ঐ ভাই।
কৌশিক মিত্র	..	ঐ বন্ধু।
বাদল বাগ	.	কিষাণ।
গণেশ বাগদী	...	ঝুমুরের বাবা।
শঙ্কর	...	ঢুলি।
নেড়া বাগ	...	কবিয়াল।
সিদ্ধেশ্বর	...	শহরের চাকর।
অমল ব্যানার্জী	...	প্রাথমিক শিক্ষক।
কমল ব্যানার্জী	...	ঐ ভাই।

—ঃ স্ত্রী ঃ—

মমতা	...	অমলের মা।
দীপালী	...	অনঙ্গ হালদারের কন্যা।
রূপালী	...	অনঙ্গ হালদারের ভাইঝি
ঝুমুর	...	গণেশ বাগদীর মেয়ে।

পঙ্গপাল

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

—ঃ অনঙ্গবাবুর বাড়ী ঃ—

মুখমণ্ডল দাড়ি গোঁফে ভরা। চোখে চশমা
পরিষ্কার ছেঁড়া কাপড় পরে নিতাইবাবু
আসে। তার খালি পা, সে বলে।

নিতাই। পঙ্গপাল পঙ্গপাল · ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল উড়ে এসে বশিষ্ঠ বেদ ব্যাসের অমৃত ফসলগুলো কুরে কুরে খেয়ে দিচ্ছে · বাধা দেবার কেউ নেই রুখিয়ে বলবার কেউ নেই। মানুষগুলো সব গেল কোথায়? ভুজঙ্গ হালদারও কি মরে গেছে ··নাকি বেঁচে আছে! ভুজঙ্গ·· ও ভুজঙ্গ—

সাধারণ শাড়ী পরে রূপালী আসে। তার হাতে খুন্তি।

রূপালী। কে আপনি?

নিতাই। আমি নিতাই চাটুজ্যে।

রূপালী। আপনাকে তো···

নিতাই। চিনতে পারছো না, কেমন? পারবে না, তোমার বাবা কোথায়? তাকে ডাকো। সে আমাকে ঠিক চিনতে পারবে। কি হলো মা, মুখ নামালে কেন? বুড়োর কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? এই দেখ, মেয়ে মনে করেছে কোথাকার একটা পাগলা এসে কি সব যা-তা বলছে।

রূপালী। আজ্ঞে না, আমি তা মনে করিনি।

নিতাই। তাহলে তোমার বাবাকে ডাকো।

রূপালী। বাবা নেই।

নিতাই। নেই মানে?

রূপালী। তিনি মারা গেছেন।

নিতাই। ভুজঙ্গ মারা গেছে।

রূপালী। আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবা মারা গেছেন দশ বছর হলো, আমার বয়েস তখন আট বছর।

নিতাই। বুঝেছি মা, কিছু মনে করো না, তোমার বাবা যে মারা গেছে সে খবর আমি জানতাম না। আমি বোধ হয় তোমাকে ব্যথা দিলাম মা। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

রূপালী। না-না, সেকি কথা। চলে যাচ্ছেন কেন? কাকাকে ডেকে দেব?

নিতাই। অনঙ্গের কথা বলছো?

রূপালী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নিতাই। শিবের বদলে শব! ডাকো দেখি কি বলে, দশ বছর পরে দেখি সে কিছু বদলেছে কিনা।

রূপালী। কিছু মনে করবেন না মাষ্টার মশাই! আমি প্রথমে আপনাকে চিনতে পারিনি। সেই ছোটবেলায় আপনাকে দেখেছিলাম ·· [নিতাই বাবুকে প্রণাম করিল]

নিতাই। এস মা···এস···চির আয়ুষ্মতী হও, সুখে থাকো। তা··· বলছিলাম কি মা · লেখাপড়া করছো তো।

রূপালী। আজ্ঞে না মাষ্টার মশাই! সে সুযোগ হলো কই। বাবা মারা যাবার পর কাকা আমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

নিতাই। কলকাতাতেই তো লেখাপড়া করার সুযোগ বেশী মা !

রূপালী। কিন্তু সে সুযোগ আমার ভাগ্যে ঘটলো না মাষ্টার মশাই।

নিতাই। কেন ?

রূপালী। বাবার মৃত্যুর ফলে আমার জীবনের সমস্ত সুযোগ বোবা অভিযোগ হয়ে বুকে জমে থাকলো।

নিতাই। বুঝেছি মা···বুঝেছি, কিন্তু দশটা বছর ধরে তুমি করলে কি ?

রূপালী। কাজ।

নিতাই। কাজ !

রূপালী। হ্যাঁ মাষ্টার মশাই, কাজের মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলাম। কাকার সংসারের সব কাজই আমি করেছি · আমিই ছিলাম কাকার সংসারে ঝি, চাকর, রাঁধুনী····

নিতাই। আশ্চর্য ! তা কলকাতা থেকে অনঙ্গ তো দেশে ফিরেছে, —এখনও কি সব কাজ তোমাকে করতে হয় ?

রূপালী। হ্যাঁ মাষ্টার মশাই।

নিতাই। তোমার পরনের শাড়ীখানা—

রূপালী। আমার নয় মাষ্টার মশাই, আমার জন্য কাকা কখনও শাড়ী কেনেন নি, দিদির শাড়ী পুরানো হয়ে গেলে—সেইগুলো আমি পরি।

বহুমূল্য শাড়ী পরিয়া দীপালীর প্রবেশ।

দীপালী। পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি—কি হ্যাংলা দেশ বাবা, মেয়েমানুষ সাইকেল চেপেছে···ব্যস, সবার চোখ একেবারে কপালে।

দেখতো রূপা শাড়ীখানা কেমন ম্যাচ করেছে ? যা বাবা, ও লোকটা আবার কে ? এই···কে তুমি ?

নিতাই। এই মেয়েটি বুঝি তোমার দিদি ?

দীপালী। হ্যাঁ, আপন নয় খুড়তুতো, আমার বাবা ওর কাকা; কিন্তু তুমি লোকটা কে বললে না তো ? এই রূপা ! লোকটা কি পাগল·· কথার জবাব দিচ্ছে না·· অথচ হাঁ করে গিলছে ?

নিতাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

দীপালী। কি অসভ্য।

নিতাই। তুমি বুঝি অনেক লেখাপড়া শিখেছো ?

দীপালী। তুমি নয়—আপনি বল।

রূপালী। দিদি ! উনি মাষ্টার মশাই।

দীপালী। মাষ্টার মশাই তো কি হয়েছে, অজ পাড়াগাঁয়ের খড়ে ছাওয়া পাঠশালার মাষ্টাররা ছোটলোক চাষা-ভূষোর কাছে দেবতা হতে পারে···আমি তাদের মানুষ বলে মনে করি না।

রূপালী। কি বলছো দিদি ?

দীপালী। ঠিকই বলছি।

রূপালী। না। তুমি ওঁকে চিনতে পারনি।

দীপালী। বাজে বকিসনি রূপা। কোথাকার কে একটা পাগলার সঙ্গে গল্প করে সময় নষ্ট কচ্ছিস, অথচ সংসারের সব কাজ এখনও বাকী। বলি কুনাল আজ এখানে খাবে সে খেয়াল আছে ?

নিতাই। কুনাল·· হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে·· কুনাল, অমল, সতীশ সামাদ একসঙ্গে পড়তো।

দীপালী। কি হলো ! এখনও দাঁড়িয়ে আছিস যে ? বলি রাজকন্যে হয়ে গেলি নাকি ? রান্না-বান্না কখন হবে ?

রূপালী। হয়ে গেছে।

নিতাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ, মা আমার লক্ষ্মী।

দীপালী। হুঁ, লক্ষ্মী না হাতি। সাতটায় সাইকেল নিয়ে বাজারে গিয়েছিলাম এক ঘণ্টার মধ্যেই সব কেনা-কাটা শেষ, এখন বাজে [ঘড়ি দেখে] ন'টা পঞ্চান্ন, এই সটঁ টাইমের মধ্যেই মাছ, মাংস, ডিম, ভেজিটেবিল সব রান্না করেছে! শোন রূপা, কুনালের মুখে যদি কোন জিনিস খারাপ লাগে, তাহলে তোকে আমি দেখে নেবো তা বলে রাখছি।

নিতাই। দীপালী!

দীপালী। ইস, কি অসভ্য··· নাম ধরে ডাকছে।

অনঙ্গবাবুর প্রবেশ।

অনঙ্গ। দীপালী।

দীপালী। কি বাপী?

অনঙ্গ। আরে মাষ্টার যে!

নিতাই এস অনঙ্গ এস তুমিও আমার দলে।

অনঙ্গ। তার মানে—

নিতাই। অসভ্য।

অনঙ্গ। মাষ্টার!

নিতাই। কথাটা আমার নয় অনঙ্গ, বলেছে তোমার মেয়ে।

অনঙ্গ। কি বলেছে?

নিতাই। মেয়ের বয়সী মেয়েকে যারা নাম ধরে ডাকে, তারা নাকি অসভ্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

দীপালী। না বাপি, আমি ঠিক তাই বলিনি—মানে····

অনঙ্গ। বুঝেছি মা সব বুঝেছি। বুঝলে মাষ্টার, দীপা মা তো তোমাকে চেনে না, দশ বছর তুমি দেশছাড়া···তার উপর ও কলকাতায় মানুষ···কাজেই—তা যাক সে কথা, রহিমের মুখে শুনলাম তুমি নাকি কাল রাত্রে···

নিতাই। গাঁয়ে ফিরেছি।

অনঙ্গ। তা এতদিন ছিলে কোথায়? রূপা, তুই এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ময়লা শাড়ী, ছেঁড়া ব্লাউজ এখুনি কুনাল এসে পড়বে, যত সব···

দীপালী। আমার সেই নীল ছাপা শাড়ীটা পরতে পারিসনি হতচ্ছাড়ি?

রূপালী। সেটা যে এর চেয়েও বেশী ছেঁড়া।

অনঙ্গ। ছেঁড়ো কি করে? নূতন শাড়ী সাতদিন নূতন থাকে না? পরতে না পরতে সাত ফালি··বলি আমি কি জমিদার না ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট?

রূপালী। আমি ছিঁড়িনি কাকামণি! দিদি সাইকেল চাপতে গিয়ে—

দীপালী। চুপ কর, গলাবাজি করিস না· কুনাল এসব পছন্দ করে না। বাপি! দই-সন্দেশ এনেছো?

অনঙ্গ। হ্যাঁ মা! সব রেডি, শুধু কুনাল এলেই হয়।

দীপালী। [ঘড়ি দেখে] টাইম ওভার হয়ে গেছে·· কুনালটা কি যে করে···

বহুমূল্য স্যুট পরিয়া কুনালের প্রবেশ।

কুনাল। আর বলো না দীপা, অনেক আগেই আসতাম, দেরী করিয়ে দিল অমল।

দীপালী। অমলের সঙ্গে তুমি মেলামেশা কর কেন? ছেলেটা আধ পাগলা···

রূপালী। কাকামণিকে বলতে ভুলে গেছি।

অনঙ্গ। কি কথা?

রূপালী। আজ সকালে অমলদা এসেছিলেন। [প্রস্থান।

অনঙ্গ। কেন? অমল এসেছিল কেন?

দীপালী। কেন আবার, স্কুল করছে চাঁদা চাই··তা ছাড়া···

নিতাই। বাঃ বাঃ চমৎকার অমলকে আমার দেখতে ইচ্ছা করছে।

ধুতি পাঞ্জাবী পরে অমলের প্রবেশ।

অমল। এই যে কাকাবাবু। আমি সকালে এসেছিলাম—[সহসা নিতাইবাবুকে দেখিয়া] মাষ্টারমশাই। [প্রণাম করিল]

নিতাই। এস বাবা! এস। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

অমল। দশ বছর পরে আপনাকে দেখলাম—

নিতাই। তবু তো চিনতে তোমার ভুল হয়নি অমল··এক নজরে তুমি চিনেছো। কুনাল কিন্তু এখনও চিনতে পারেনি।

কুনাল। না· মানে আমি লক্ষ্য করিনি·· ··নমস্কার মাষ্টারমশাই।

নিতাই। বেশ বাবা, বেশ· তা কাজ-কারবার কি করছো?

কুনাল। বিজনেস্ করছি।

নিতাই। অমল?

অমল। আজ্ঞে আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি।

অনঙ্গ। হ্যাঁ। মানে—যাকে বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।

দীপালী। বাপির কথাটা ঠিক বলা হলো না। অমলের কাজটা হচ্ছে খানিকটা গরু চরানো রাখালের মত। [হাসি]

অনঙ্গ। যাক ওসব কথা। অমল! তোমার স্কুলের চাঁদা অবশ্য দেব, তবে অঙ্কটা কিছু কমবে। বুঝতেই তো পারছো, সামনে দীপালীর বিয়ে··তা হ্যাঁ মাষ্টার। এতদিন তুমি ছিলে কোথায়?

নিতাই। এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

অনঙ্গ। শুধু ঘুরেই বেড়াচ্ছিলে না অন্য কিছু করছিলে?

নিতাই। করছিলাম মানে দেখছিলাম!

অনঙ্গ। কি দেখছিলে?

নিতাই। পঙ্গপাল। রাশি রাশি পঙ্গপালে সমাজের ক্ষেত ছেয়ে গেছে।

রূপালী। }
অমল। } মাষ্টার মশাই!

অনঙ্গ। মাষ্টার, রাঁচী যাবার ব্যবস্থা কর।

দীপালী। চল কুনাল আমরা ভিতরে যাই।

কুনাল। এক মিনিট। আচ্ছা মাষ্টার মশাই, আপনি শুধু পঙ্গপালই দেখলেন। মানুষ দেখতে পেলেন না?

নিতাই। পেলে কি এখনও খুঁজে বেড়াই?

দীপালী। কেন? আমরা কি মানুষ নই?

কুনাল। দেশের এত মানুষ কি কেউ মানুষ নয়?

অনঙ্গ। আরে, চাকরীতে রিটায়ার করে এক বছর হলো দেশে ফিরেছি। গ্রামের মানুষগুলো জোর করে ধরে অঞ্চল প্রধান·· মানে প্রেসিডেন্ট করে দিলে। কেউ কেউ আবার দেবতা বলে ভক্তি শ্রদ্ধা জানায়। কিন্তু আমি তাদের বলে দিয়েছি ·দেবতা টেবতা ভেব না বাবা। আমি একজন মানুষ।

নিতাই। হ্যাঁ ঠিকই। মানুষের মতো দেখতে মানে অনেকটা মানুষের মতই কিন্তু ঠিক মানুষ তোমরা নও।

অনঙ্গ। মাষ্টার—

নিতাই। তুমি রেগে গেছ অনঙ্গ। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

অনঙ্গ। বাজে কথা বাদ দাও, আমি বেশ বুঝেছি তোমার মাথার কিছু ঠিক নেই। হাঁ। শুনে রাখো. আগামী মাসের চব্বিশ তারিখে কুনাল বাবাজীবনের সাথে আমার একমাত্র মেয়ে দীপালীর বিয়ে। তোমাকে নিমন্ত্রণ করলাম। কথাটা একসঙ্গে অমলকেও বলছি… অফকোর্স—দামী কার্ডে সোনালী অক্ষরে ছাপা নিমন্ত্রণ পত্র বাড়ীতেও পাঠিয়ে দেব।. [প্রস্থান।

অমল। এই আনন্দ সংবাদ শুনে বন্ধু কুনাল ব্যানার্জীকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি. সেই সঙ্গে দীপালীকেও। সত্যিই আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

নিতাই। আনন্দ আমারও হচ্ছে অমল।

অমল। মাষ্টার মশাই।

নিতাই। তোমাকে দেখেই আনন্দে আমার মন ভরে উঠেছে অমল। তোমাকে আমার জরুরী দরকার। সকালে তোমার বাড়ী গিয়েছিলাম দেখা পাইনি। বাগ্‌দী পাড়ার ঘটনা শুনে মনটা আমার খুবই খারাপ হয়ে গেল। তুমিই বল অমল, ওরা কতদিন ধরে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। কুনাল। কুনাল কাজটা কিন্তু ভাল করছে না বাবা।

কুনাল। মাষ্টার মশাই।

নিতাই। একটা কথা আজও আমি বুঝতে পারি না। তোমরা

যদি এর মীমাংসা করে দিতে পার। প্রশ্নটা আমি অমলকেও করছি।

অমল। বলুন মাষ্টার মশাই ?

রূপালীর পুনঃ প্রবেশ।

রূপালী। দিদি, এখন খেতে দেব ?

দীপালী। উঃ তোর কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই রূপা ? বয়েসে তো আমার থেকে মাত্র একদিনের ছোট। বুদ্ধি-শুদ্ধি কি মলে হবে ? বলা নেই—কওয়া নেই "দিদি এখন খেতে দেব ?"

রূপালী। কুনালদার সকাল সকাল খাওয়া অভ্যাস··

দীপালী। আহা, কুনালদার জন্যে দেবীর দরদ উথলে উঠলো·· পড়বি কোন কুলী মজুরের হাতে ঠিক নেই।

কুনাল। চুপ কর দীপা। বলুন মাষ্টার মশাই কি আপনার প্রশ্ন :

নিতাই। জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কোনটা ? অর্থ না শিক্ষা ?

কুনাল আমি বলব মাষ্টার মশাই ?

নিতাই। বল ?

কুনাল। নিঃসন্দেহে অর্থ। অর্থই জীবনের সবচেয়ে প্রযোজনীয়।

দীপালী। নিশ্চয় কুনালকে আমি সমর্থন করি। আমি মনে করি যার টাকা নেই তার জীবন নেই।

নিতাই। অমল !

অমল মাষ্টার মশাই।

নিতাই। তুমিও কি ওদের সঙ্গে একমত ?

অমল। আজ্ঞে না।

নিতাই। অমল !

অমল। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি মনে করি শিক্ষাই জীবনে সব চেয়ে প্রয়োজনীয়।

[দীপালী কুনালের পাশে দাঁড়ায়, কুনালকে বলে]

দীপালী। দেখলে কুনাল! আমার কথা সত্যি হলো কি না? তোমাকে কতদিন বলেছি—অমল তোমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু হলেও তোমার ঠিক উল্টো?

কুনাল। কি রে অমল! জীবনে তাহলে টাকা-পয়সার কোন দরকার নেই?

অমল। নিশ্চয় আছে। কিন্তু শিক্ষাকে বাদ দিয়ে নয়।

দীপালী। ঠিক আছে, শিক্ষাকেই আঁকড়ে ধরে বসে থাকবে।

রূপালী। আমি একটা কথা বলবো মাষ্টার মশাই?

নিতাই। নিশ্চয় বলবে। আমি তোমারও মুখ থেকে আমার প্রশ্নের উত্তর শুনতে চাই।

রূপালী। স্কুল কলেজে পড়াশুনো আমার ভাগ্যে জোটেনি মাষ্টার মশাই। বাড়ীতে বসে সংসারের সব কাজ মিটিযে রামায়ণ, মহাভারত আর কিছু কিছু বই পড়ে, আমি এইটুকুই বুঝেছি যে, শিক্ষাই মানুষকে অমর করে, শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়েই মানবাত্মা দেবতাত্মায় পরিণত হয়।

[কথা বলিতে বলিতে রূপালী অমলের কাছে দাঁড়ায়]

নিতাই। বাঃ বাঃ চমৎকার। বড় খুশী হলাম রূপালী। তোমার মুখে ওই কথা শুনে ভারী আনন্দ পেলাম। কিন্তু অমল, একটা জিনিস লক্ষ্য করলে কি?

অমল। কি মাস্টার মশাই?

নিতাই। জীবনে অর্থকে বেশী প্রয়োজনীয় মনে করে কুনাল

আর দীপালী যেমন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে, তেমনি শিক্ষার দিকে দাঁড়িয়েছো তোমরা দুটিতে, ভারী সুন্দর মানাচ্ছে ।

[রূপালী সরে আসে ও অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে]

রূপালী। মাষ্টার মশাই !

নিতাই। সরে এসো না মা—সরে এসো না। সংসারে আজ শিক্ষা দরদীর সংখ্যা খুব কম। ওই কুনাল দীপালীর মত দেশের অসংখ্য মানুষ আজ অর্থের নেশায় মাতাল হয়ে সমাজ জীবনকে অসুস্থ করে তুলেছে। তুমি অমলের পাশে দাঁড়াও ··· । জীবনের মূল্যবোধের দাঁড়িপাল্লায় শিক্ষার দিকটাকে ভারী করে তোল।

রূপালী }
অমল } মাষ্টার মশাই !

নিতাই। মানুষ চাই, আরও মানুষ চাই। 'শিক্ষায় দীক্ষায় ত্যাগ তিতিক্ষায়-দেশের এই অসুস্থ সমাজব্যবস্থাকে নুতন করে গড়ে তুলতে হবে। অশান্ত রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত থেকে কোটি কোটি দেশবাসীকে তুলে দেশ সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজের বুক থেকে নিঃশেষ করে দিতে হবে, হিংসা, দুর্নীতি আর লোভের পঙ্গপাল। [প্রস্থান।

কুনাল। ভদ্রলোক গাঁ-টাকে জ্বালাবে।

দীপালী। তার আগেই জ্বালিয়ে দিয়ে গেল রূপালীর বুকে প্রেমের প্রদীপ।

রূপালী। দিদি !

দীপালী। উঁহু, সরিস না—সরিস না, অমলের পাশে সুন্দর মানাচ্ছে।

অমল। দীপালী !

দীপালী। দীপালীর মনের সন্দেহটা আজ সত্যে প্রমানিত হলো

অমল। কুনালকে আমি আগেই বলেছি।

অমল। কি বলছো?

দীপালী। তুমি রূপাকে ভালবাস।

অমল। কি বলছো দীপা।

দীপালী। বলছি মানে বললাম… আরও বলি শোন, রূপাও তোমাকে ভালবাসে।

রূপালী। দিদি! (মাথা নত করে)

দীপালী। রামায়ণ মহাভারত পড়ে ভাল বর বেছে নিয়েছিস রূপা। দুজনেই শিক্ষা দরদী… বাপিকে বলে তোদের বিয়ের ব্যবস্থা করছি। বিয়ের পরে শিক্ষার দামী শাড়ী পরে জ্ঞানের পালঙ্কে শুয়ে শিক্ষিত বরকে বলবি, ওগো শুনছো, কাকার সংসারে আমি ঝিয়ের মত খেটেছি, এবার আমার শিক্ষিতা ঝি চাই।

[প্রস্থান।

কুনাল। দীপালী।

অমল। দীপালীর কি মাথা খারাপ হয়েছে কুনাল?

কুনাল। হলেও হতে পারে, কারণ বিয়ের আনন্দ বলে কথা। যেমন তুই প্রেমের আনন্দে মাথা খারাপ করে আমাকে পর্যন্ত শুভসংবাদ দিসনি ব্রাদার, না কি গো সখি?

রূপালী। যাও?

কুনাল। যাবো, নিশ্চয় যাবো। তবে যাবার আগে তোমার হাতটা একবার দেখে যাবো—, দেখে যাবো সখার হাতে বিয়ের ফুল ফুটেছে কিনা।

[কুনাল রূপালীর বাম হাতটা ধরিতে গেলে
রূপা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে]

রূপালী। না। যাকে তাকে আমি হাত ধরতে দেব না।

[কুনাল মনে মনে দারুণ ক্ষুব্ধ হইয়া
হাসি হাসি মুখে বলিল]

কুনাল। দেখলে তো বন্ধু! ও হাতের ন্যায্য মালিক তুমি। তুমিই ধর। আমি যাই,—তোমাদের অমূল্য অবসর নষ্ট করে দেব না। শোন বন্ধু! আমার বিয়ের নিমন্ত্রণ করছি, তোমার বিয়ের নিমন্ত্রণ আশা করি পাবো। [প্রস্থান।

[রূপালী ও অমল কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে,
পরে দৃষ্টি বিনিময় হয়, অমল বলে]

অমল। রূপা!

রূপালী। কি?

অমল। ওরা যা বলে গেল তা কি সত্যি?

রূপালী। ওই প্রশ্ন আমিও তোমাকে করছি।

অমল। না—মানে· ·মানে···

রূপালী। অমল!

অমল। হ্যাঁ রূপা! ওরা ঠিকই বলেছে। (রূপালীর প্রতি অগ্রসর হয়ে) আমি তোমাকে ভালবাসি। এবার বল তুমিও কি আমাকে ভালবেসেছো?

রূপালী। তোমার ভালবাসাই আমাকে ভালবাসতে শিখিয়েছে অমল।

অমল। রূপা!

রূপালী। রূপাকে তুমি গ্রহণ কর অমল। কাকার সংসারে আমার কোন মূল্য নেই, দিদি আমাকে ঘৃণা করে। কুনাল চায় আমাকে নিয়ে খেলা করতে। তুমি ওদের চেন না—আমি চিনি। কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারি না। লজ্জায়, ঘৃণায় দুঃখে আমার বুক ফেটে

যায় তবু মুখে আমি কিছুই বলতে সাহস পাই না…[কাঁদিতেছিল]

অমল। রূপালী! কেঁদো না…চুপ কর

রূপালী। আগে বল, তুমি আমাকে গ্রহণ করবে? আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে তোমার সংসারে নিয়ে যাবে? বল—কথা দাও?

অমল। কথা দিলাম।

রূপালী। অমল! [রূপালী অমলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলে অমল বাধা দিয়ে বলে।]

অমল। আজ নয় রূপা। যদি তোমার কাকা তোমাকে আমার হাতে তুলে দিতে দ্বিধা না করেন, তাহলে দীপালীর বিয়ের পরই আমাদের বিয়ে হবে।

রূপালী। অমল'

অমল। আর বিয়ের পরে বৌ হয়ে যখন তুমি আমার ঘরে যাবে, সেইদিন তোমার আনন্দ উচ্ছ্বাস আমি হৃদয় ভরে নেব, তার আগে পর্যন্ত তুমি দূরে দূরেই থাক।

রূপালী। অমল!

অমল। আমার শিক্ষা আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে রূপা। তুমিও শিক্ষানুরাগিনী তাই আমার অনুরোধ, তুমি আরো শেখো, দেখ তোমাকে এত কাছে পেয়েও দরে রেখে কেমন করে আপন করে নিলাম। [প্রস্থান

রূপালী। এই অমল হবে আমার জীবনের সাথী আনন্দে আমার বুকের ভাষা বোবা হয়ে গেছে। মনের গহনে ডেকে উঠেছে নাম না জানা পাখী বলতে লজ্জা করছে, তবু বলি আমার জীবন রাত্রির বুঝি ভোর হয়ে এলো। [প্রস্থান।

———

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

—: মমতার কুটির :—

ছোট করে ডুরে শাড়ী পরা। ঝুমুরের হাত
ধরিয়া টানিতে টানিতে প্যান্ট সার্ট
পরা তমালের প্রবেশ।

তমাল। ভোরবেলায় ওখানে কি করছিলি বল?

ঝুমুর। বললাম তো কুল কুড়চ্ছিলাম।

তমাল। কুল কুড়চ্ছিলি!

ঝুমুর। হ্যাঁ গো। তুমি বিশ্বাস কর। ওই গাছটার টোপা টোপা কুল খেতে খুব মিষ্টি, সকালে সবাই কুড়িয়ে নেয়, একটাও পাই না। তাই আজ ভোরবেলায় এসেছিলাম।

তমাল। মিছে কথা।

ঝুমুর। না গো না। মিছে কথা নয়। বিশ্বাস কর। ঠিক আছে বিশ্বাস না হয় একটা টোপা কুল খেয়ে দেখ।

তমাল। কি বললি?

ঝুমুর। একটা টোপা কুল খাবে?

তমাল। টোপা কুল। [ঝুমুরের যৌবনপ্রমত্ত দেহের দিকে চেয়ে থাকে]

ঝুমুর। আমার হাত ছেড়ে দাও।

তমাল। কেন?

ঝুমুর। আমার ভয় করছে।

তমাল। কেন, ভয় করছে কেন? ঠিক আছে, হাত ছেড়ে দিলে সত্যি কথা বলবি?

ঝুমুর। বলবো!

তমাল। তা হলে বল, ভোরবেলা এখানে কেন এসেছিলি? [হাত ছাড়ে]

ঝুমুর। চুরি করতে।

তমাল। সত্যি কথা বল।

ঝুমুর। হ্যাঁ গো। সত্যি কথা সত্যি করেই তো বললাম।

তমাল। কে তুয়ার খুলে দিয়েছে, কমল?

ঝুমুর না।

তমাল। তবে বাড়ী ঢুকলি কি করে?

ঝুমুর। পাঁচিল টপকে।

তমাল। কমল কোথায় গেল?

ঝুমুর। তাকে আমি দেখিনি।

তমাল। আবার মিথ্যা বলছিস? কমল তোকে আসতে বলেনি? তার সঙ্গে তোর—

ঝুমুর। না-না, সে সব কিছু নয়। এই দেখ, আমি এই থালাটা চুরি করেছি। [কোঁচড় হইতে ছোট্ট থালা বার করে]

তমাল। সর্বনাশ! সত্যিই তুই চুরি করতে এসেছিলি! আমি তোকে - [সহসা ঝুমুর তমালের পায়ে ধরে কেঁদে বলে]

ঝুমুর। না-না ধরিয়ে দিও না। আমি তোমার পায়ে পড়ছি। তুমি আমাকে ধরিয়ে দিও না।

তমাল। ঠিক আছে, ওঠ।

ঝুমুর। [উঠিয়া] আমার—

তমাল। চোখের জল মোছ।

ঝুমুর। [জল মোছে] থালাটা ?

তমাল। কোঁচড়ে লুকিয়ে রাখ।

ঝুমুর। তুমি—

তমাল। কাউকে বলবো না। তোর কোন ভয় নেই।

ঝুমুর। তুমি খুব ভাল লোক। [থালাটা কোঁচড়ে রাখে] আমি যাই -

তমাল। না। দাঁড়া। বল তোর নাম কি ?

ঝুমুর। ঝুমুর !

তমাল। বাঃ, ভারী মিষ্টি নাম তো তা বাড়ী কোথায় রে ?

ঝুমুর। এই গাঁয়ে।

তমাল। এই গাঁয়ের মেয়ে! বলিস কি রে···এক মাসের মধ্যে কই একদিনও তো তুই আমার চোখে পড়িস নি ?

ঝুমুর। তুমি যে কলকাতায় ছিলে।

তমাল। আরে কলকাতা থেকে এসে ক'দিনের মধ্যে কত মেয়েকে দেখলাম। কিন্তু···আচ্ছা তোর বাবার নাম কি ?

ঝুমুর। গণেশ।

তমাল। গণেশ !

ঝুমুর। নতুন পাড়ার শিবতলার পূবদিকে যে বাড়ীটা—ওইটাই তো আমাদের বাড়ী।

তমাল। তাই বল, তা তোর আর দোষ কি, তোদের পাড়া দিয়ে যে একদিনও যাইনি, এইবার যাবো। দাদার বিয়েটা হয়ে গেলেই তোদের পাড়ায় দৈনিক যাব বুঝলি ?

ঝুমুর। যেয়ো। দুদিন পরেই ভাল জিনিষ পাবে।

তমাল। তার মানে?

ঝুমুর। বুঝতে পারলে না? মদ গো মদ। আমার বাবা খুব ভাল মদ তৈরী করতে পারে।

তমাল। ঝুমুর!

ঝুমুর। হ্যাঁ গো, তোমার মত কত লোক যায়। কেউ সেখানে বসেই খায়, কেউ লুকিয়ে বাড়ি নিয়ে আসে।

তমাল। আমি আজই যাবো।

ঝুমুর। না, আজ যেয়ো না। বাবার অসুখ করেছে, গেল খেপে মদ তৈরী হয়নি। হাতে একটাও পয়সা নেই, ছোট ভাইটাও কাল থেকে পড়েছে· ·বাদলটাও দোব দোব করে কিছু দিলে না··· সেইজন্যেই তো চুরি করতে হলো।

তমাল। তোর মনটা ভারী সুন্দর তো ঝুমুর।

ঝুমুর। বাদলটাও তাই বলে।

তমাল। বাদল! কোন বাদলের কথা বলছিস?

ঝুমুর। তোমাদের বাড়ীর কিষেণ।

তমাল। ও বুঝেছি। কিন্তু সে তোর কে হয়?

ঝুমুর। সে কি গো! গাঁয়ের সবাই জানে আর তুমি জানো না?

তমাল। না।

ঝুমুর। সে আমার হবু বর।

তমাল। অসম্ভব।

ঝুমুর। কি হলো, চেঁচিয়ে উঠলে কেন! অমন করে কি দেখছো?

তমাল। শোন ঝুমুর। বাদল মজুর খাটে। সে গরীব। টাকা

পয়সা শাড়ী গয়না তোকে সে কিছুই দিতে পারবে না। [হাত ধরে]

ঝুমুর। ছেড়ে দাও, আমার হাত ছেড়ে দাও।

তমাল। কি আশ্চর্য্য! কথাটা শুনবি তো! তোদের বাড়ি মদ কিনতে আমি লোক পাঠাবো। তার হাতে তোর জন্যে পাঠিয়ে দেব—দশটা টাকা আর একজোড়া ভাল শাড়ী··· তুই তার সঙ্গেই চলে আসবি।

ঝুমুর। না।

তমাল। না মানে?

ঝুমুর। ভাল লোক মনে করে আমি তোমাকে সব বললাম··· অথচ তুমি এমন ছোটলোক। হাত ছাড়ো—

তমাল। কি! চোরের মুখে এতবড় কথা। ভোরবেলায় ভদ্রলোকের বাড়ি চুরি করতে এসে ধরা পড়ে আবার চালাকি হচ্ছে।

[তমাল ঝুমুরকে কাছে টানতে চায়।
ঝুমুর চায় মুক্তি পেতে]

অভয়ের প্রবেশ তার হাতে ঘটি কাঁধে গামছা।

অভয়। "হরে কেষ্ট, হরে কেষ্ট, কেষ্ট কেষ্ট হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।" প্রাতঃপেন্নাম ছোটবাবু। সকাল বেলায়—

তমাল। চোর ধরেছি অভয়।

অভয়। চোর!

তমাল। এইযে এই মেয়েটা। একেবারে হাতে নাতে ধরেছি!

অভয়। এঁ্যা! খুণশার মেয়ে··· হাতে নাতে ধরেছেন··· ছাড়বেন না,

আমি ছোটদাকে ডাকি। ছোটদা—শিগগির এস। চোর চোর ধরা পড়েছে···

দ্রুত কমলের প্রবেশ।

কমল। কই, কোথায় চোর·· কে ধরেছে ?

তমাল। আমি। আমি ধরেছি।

কমল। ও, চোর তাহলে পালাতে পারেনি ?

তমাল। মাথা খারাপ।

অভয়। চৌকিদার ডাকবো ছোটদা ?

কমল। না।

তমাল। একেবারে পুলিশে খবর দেওয়াই ভাল !

কমল। দেরী হয়ে যাবে।

তমাল। তাহলে তুই নিজেই শাস্তি দিবি ?

কমল। হ্যাঁ।

অভয়। গেল ছুঁড়ি। পিঠের চামড়া আস্ত থাকবে না।

কমল। তমাল !

তমাল। কি বলছিস ?

কমল। মেয়েটিকে ছেড়ে দে।

তমাল। [ঝুমুরের হাত ছাড়ে] তুই কি পাগল হয়ে গেছিস ?

কমল। পাগল আমি হইনি। তুই হয়েছিস।

তমাল। কমল !

কমল। মেয়েটার গায়ে হাত দিতে তোর লজ্জা করলো না ?

তমাল। ও···আচ্ছা···আমি জানতাম না···

অভয়। কি জানতেন না ছোটবাবু ?

তমাল। তোর ছোটদা ওই ছোটলোক মেয়েটার প্রেমে পড়েছে।

কমল। তমাল!

তমাল। ইস্…আসল কাজেই ভুল। দাদার বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রটা থাকলো। আর ঝুমুর! অভয়ের ছোটদার চোখে যখন পড়েছিস— তখন কোন অভাব তোর থাকবে না! কোঁচড়ে লুকানো থালাটা বার করে বাবুর সামনে ধর · দেখবি শূন্য থালা তোর ভরে যাবে টাকায়— সোনায়— আর প্রেমে।

[প্রস্থান।

কমল। তমাল—তমাল শোন। তোকে…ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ।

ঝুমুর। অভয় দা!

অভয়। চুপ কর ছুঁড়ি। তুই যত নষ্টের গোড়া, তোর জন্যেই ছোটদার উঁচু মাথাটা নিচু হয়ে গেল।

মমতার প্রবেশ।

মমতা। না!

অভয়। গিন্নী মা!

মমতা। হ্যাঁ অভয়, তোর ছোটদার মাথা আরও উঁচু হয়েছে।

কমল। কিন্তু মা, তমাল যে—

মমতা। ছিঃ কমল। অন্ধকারকে অভিশাপ দেওয়ার চেয়ে আলো জ্বালা কি উচিৎ নয়?

অভয়। দেখ হতচ্ছাড়ী, মা দেখ। গিন্নী মা যদি এসে না পড়তো তাহলে তোকে থোড় কুচানো করে কুঁচিয়ে

মমতা। অভয়!

অভয়। ধুত্তেরি, যেই রাগবো রাগবো হয়েছি, অমনি পিছু ডেকে

দিলে। তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। বল, কি বলছো বল ?

মমতা। মেয়েটি যে চুরি করতে এসেছিল, একথা যেন গাঁয়ের কেউ না জানে।

অভয়। ঠিক আছে। এই ঝুমরী! কি নিয়েছিস বার করে দে।

[ঝুমুর কোঁচড় থেকে থালাটি বার করে নামিয়ে রাখে]

কমল। যাও, তুমি বাড়ী চলে যাও।

মমতা। না। একটু দাঁড়াও তো মেয়ে।

অভয়। তুমি বলছো কেন গিন্নীমা। আপনি বল, তোমাদের মহামান্য চোর বলে কথা।

কমল। মানুষের মনে ব্যথা দেওয়া কি ঠিক ?

অভয়। কি আব বলবো, গিন্নীমা রয়েছে—

মমতা। ঠিক আছে অভয়, মেয়েকে আমি তুই বলেই ডাকছি, এ দিকে আয় তো মা! [ঝুমুর এগিয়ে আসে]

অভয়। আসন নিয়ে আসবো ?

মমতা। আঃ, কি হচ্ছে অভয়! বলতো মা। তুই কেন চুরি করেছিস ?

ঝুমুর। বাবার অসুখ, ভাইটারও জ্বর হয়েছে·· ঘরে একমুঠো চাল নেই, একটা পয়সাও নেই।

কমল। আচ্ছা মা! মেয়েটিকে কিছু টাকা আর চাল দিয়ে দিলে হয় না ?

মমতা। সে তো দেবই বাবা। কিন্তু তাতে আর কদিন চলবে ? তার চেয়ে—এই মেয়ে! তুই আমাদের বাড়ী কাজ করবি ?

ঝুমুর। চোরকে বিশ্বাস করে তুমি কাজ দেবে ?

মমতা। কেন দেব না। আমি জানি তুই ইচ্ছা করে চুরি করিসনি। তোর অবস্থা তোকে দিয়ে চুরি করিয়েছে। কাল থেকেই তুই আসবি।

ঝুমুর। আচ্ছা।

অভয়। হয়ে গেল।

কমল। কি হয়ে গেল অভয়দা?

অভয়। বড়দার বিয়ের বারোটা বেজে গেল।

মমতা। কেন?

অভয়। কেন আবার, গিন্নীমার কষ্ট দেখে বড়দা বিয়েতে মত দিয়েছিল। এবার কাজ করবার লোক পাওয়া গেছে দেখে, বিয়ে করবে ভেবেছো? কখনও না, এক কথায় নট করে দেবে।

কমল। তা বটে।

ঝুমুর। তা হলে আমি কাজ করবো না ছোটবাবু।

অমলের প্রবেশ।

অমল। দূর মুখপুড়ী। খবরদার ছোটবাবু বলবি না।

ঝুমুর। বড়দা!

অমল। হ্যাঁ। আমাকে যেমন বড়দা বলিস, ওকে তেমনি বলবি—

ঝুমুর। ছোটদা!

মমতা। বারে মেয়ে।

ঝুমুর। তুমি কি রকম মা। কাল থেকে নয় - আমি আজ থেকেই কাজ করবো।

অমল। করবি মানে! এখনও করিসনি? আমার বইয়ের আলমারিতে রাজ্যের ধূলো জমেছে, আজই সেগুলো পরিস্কার করতে হবে। যা—শীগগির যা—

ঝুমুর। যাচ্ছি

কমল। ঝুমুর, শোন!

ঝুমুর। বল।

কমল। আমার জামা কাপড়গুলো গুছিয়ে রাখবি।

ঝুমুর। আচ্ছা।

অভয়। এই—এই ঝুমরী শোন—

ঝুমুর। কি?

অভয়। সব পেথমে আমার কথা শুনতে হবে, এই ঘটি করে এক ঘটি জল নিয়ে ওই ঘরে চল। কেননা এখনও তোর বড়দা-ছোটদা-অভয়দা কোন দাদার চা খাওয়া হয়নি।

ঝুমুর। ঠিক আছে, জল আমি নিয়ে আসছি। কিন্তু-

অভয়। কিন্তু কি?

ঝুমুর। আজ থেকে চায়ের জল এক কাপ বেশী নিও। [প্রস্থান।

অভয়। হুঁ, হতভাগী মেয়ে আমার কাজ বাড়িয়ে দিলে।

মমতা। কেন?

অভয়। কেন কি? চা করে একছুটে গিয়ে গণেশ খুড়োকে বলে আসি।

মমতা।
অমল। } কি?
কমল।

অভয়। কোন ভয় নেই গণেশ খুড়ো! তোমার মেয়ে চুরি করতে গিয়ে চুরি হয়ে গেছে। গিন্নীমা তাকে এমন জায়গায় রেখেছে যে, তুমি তো কোন ছার, তোমার বাপেরও ক্ষেমতা নেই যে সেখান থেকে খুঁজে বার করে, হ্যাঁ। [প্রস্থান।

অমল। আরে কুনালের বিয়ের নিমন্ত্রণ চিঠিটা এখানে পড়ে কেন ?

[চিঠি কুড়িয়ে মনে মনে পড়ে। কমল মমতাকে ইশারা করে অমলকে বলে]

কমল। দাদা !

অমল। কি ?

কমল। এই দাদা।

অমল। কি বল ?

কমল। আমাদেরও তো ঐ রকম চিঠি ছাপাতে হবে ?

অমল। কি যে বলিস। মা রয়েছে না ?

কমল। মা জানে।

অমল। কি জানে ?

কমল। তোদের লুকোচুরি।

অমল। তার মানে ? কে বলেছে ? নিশ্চয়ই তুই ?

মমতা। না বাবা, ও বলেনি। আমি জানি।

অমল। তুমি জানো মানে ?

মমতা। অনঙ্গ ঠাকুরপো আমাকে নিজে বলেছে।

কমল। কি বলেছেন বলতো মা ?

মমতা। বলেছে, দীপার বিয়েটা হয়ে গেলেই, রূপা এ বাড়ীতে বৌ হয়ে আসবে।

কমল। আসবে মানে—এসে গেছে, ওই দেখ আসছে।

মমতা। তাই তো ! এস মা···এস—

রূপালীর প্রবেশ।

রূপালী। কাকা আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন মাসীমা।

মমতা। কেন বলতো মা ?

রূপালী। আমাদের বাড়ীতে গিন্নী-বান্নী কেউ নেই। তাই দিদির বিয়েতে আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত থেকে···মানে উপস্থিত থাকতে হবে।

কমল। [কাশে] ওরে বাবা···কথাগুলো অন্যদিকে মুখ করে বললেই তো ভাল হতো।

রূপালী। তার মানে ?

কমল। উপস্থিত থেকে উপস্থিত থাকতে হতো না।

রূপালী। যাও ··তুমি ভারী ইয়ে·· বলুন মাসীমা, আপনি আসছেন তো ?

মমতা। যাব বৈকি মা, নিশ্চয় যাব।

রূপালী তাহলে আমি যাই ? [প্রণাম করে]

মমতা। যাই নয় মা ! বল—আসি। [তোলে]

রূপালী। আসি মাসীমা !

মমতা। এস। এবার বলতো মা, কবে তুমি এ বাড়ীতে আসবে ?

কমল। দাদা ! পাঁজী নিয়ে আসবো নাকি ?

অমল। মারবো এক থাপ্পড়। মা ! আমি একটু বেরুচ্ছি··

মমতা। দাঁড়া বাবা ! মার সংগে কথাটা মিটিয়ে নিই। বল মা··· এ বাড়ীতে আসতে তোমার কত দেরী ?

রূপালী। মাসীমা ! [মমতার বুকে মাথা রাখে]

মমতা। [মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে] জানি মা রূপা, তোমার দুঃখের কথা সব আমি জানি। তাই আমার সাধ তোমাকে এবাড়ীর বৌ করে নিয়ে এসে, তোমার সব দুঃখ মোচন করবো। কাকার সংসারে যত দুঃখ কষ্ট তুমি সহ্য করেছ, আমার কাছে এসে তার দ্বিগুণ

সুখ-শান্তি তুমি পাবে। ওই দেখ, কচি বাছুরটা তুলসী গাছটাকে ভাঙ্গছে। ওরে ও অভয়, বাছুরটাকে ওর মায়ের কাছে পৌঁছে দিবি তো···

[প্রস্থান।

কমল। কোথায় বাছুর তার ঠিক নেই···মা বাছুর বাঁধতে গেল। হুঁ—আমিও যাই কাজ আছে।

রূপালী। কি কাজ ভাই?

কমল। আঁচ ধরাতে হবে।

অমল। মানে?

কমল। তোমরা কিছুক্ষণ দু'জনে একা একা থাকো।

অমল। তুই খুব ফাজিল হয়েছিস কমল···রূপা কান ধরে ওকে একটু শাসন করে দিও তো।

[প্রস্থান।

রূপালী। শুনলে তো তোমার দাদা কি বলে গেল?

কমল। কি বলে গেল তোমার দাদা?

রূপালী। এই, ভাল হবে না বলছি ···

কমল। কি খারাপ হবে বৌদি?

রূপালী। কি বললে?

কমল। বৌদি!

রূপালী। তা হলে আমিও বলবো।

কমল। কি গো?

রূপালী। ঠাকুরপো।

কমল। ওগো বৌদি গো ··

রূপালী। আমি গেলাম ঠাকুরপো। [দ্রুত প্রস্থান।

কমল। বৌদি ··বৌদি·· শোন। চলে গেল। ভীষণ লজ্জা পেয়েছে তাই পালিয়ে গেল। কদ্দিন পালিয়ে থাকবে বৌদি! কুনালদার সঙ্গে দীপাদির বিয়ে হয়ে গেলেই···তোমার সঙ্গে আমার দাদার বিয়ে।

[প্রস্থান।

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

—: অনঙ্গের বাড়ী :—

নেপথ্যে সানাই বাজে। শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি
শোনা যায়। সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। বিয়ে বাড়ী হৈ চৈ, হাতে দৈ—পাতে দৈ, তবু বলে দৈ কই? আরে বাবা, যত তাল কি আমার মাথায়? বাদল! বাদল কোথায় গেল! যেই একটু আনমনা হয়েছি অমনি ব্যাটা সটকেছে। পাড়াগাঁয়ের ভূতগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না। বাদল এই বাদলা—

মাথায় গামছা বেঁধে বাদলের প্রবেশ

বাদল। কি হলো?

সিদ্ধেশ্বর। দৈ, ক্ষীর, সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া, বোঁদেগুলো দেখলি?

বাদল। দেখেচি।

সিদ্ধেশ্বর। চি নয় রে ছি।

বাদল। ছি।

সিদ্ধেশ্বর। ঠিক শিক্ষা দিচ্ছি না?

বাদল। দিচ্চো।

সিদ্ধেশ্বর। দিচ্চো নয়—দিচ্ছেন।

বাদল। চেন।

সিদ্ধেশ্বর! ছেন।

বাদল। ছেন।

সিদ্ধেশ্বর। এই তো হয়েছে। হবে—হবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোর আর দোষ কি বল? অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছিস···সহরের কায়দা শিখবি কি করে? যাক, ওসব কথা বাদ দে···তোকে যে এলাচগুলো দিলাম, কি করলি?

বাদল। লুকিয়ে থুয়েচি।

সিদ্ধেশ্বর। উঃ আবার হড়কাচ্ছিস? থুয়েচি নয়—রেখেছি।

বাদল। রেখেচি।

সিদ্ধেশ্বর। ছি।

বাদল। ছি।

সিদ্ধেশ্বর। ঘেমে গেছিস বাবা! কদিন খুব খেটেছিস। বিয়ে বাড়ী বলে কথা। নে, একটা সিগারেট খা। [প্যাকেট বের করে সিগারেট দেয়]

বাদল। সিগরেট খাব?

সিদ্ধেশ্বর। আরে বাবা, চিরকাল থেকে বিড়ি ফুঁকছিস, বড়বাবুর বিয়েতে মুখটা পালটে নে। নে ধরা। [দেশলাই জ্বেলে নিজে ধরায় ও বাদলের সিগারেট ধরিয়ে দেয়]

বাদল। (ধোঁয়া ছেড়ে) সোন্দর বাস মাইরি। কত করে দাম?

সিদ্ধেশ্বর। খাচ্ছিস খা। তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। দাম জেনে কি হবে?

বাদল। তা বটে। কলকাতার সিগরেট, খেতে খুব ভাল; তাই শুধুচ্চি।

সিদ্ধেশ্বর। তাড়াতাড়ি খা।

বাদল। সবটা খাব না। আধখানা খেয়ে নিবিয়ে রাখবো।

সিদ্ধেশ্বর। কেন?

বাদল। বাড়ী নিয়ে যাব।

সিদ্ধেশ্বর। তার মানে?

বাদল। রাতের বেলায় শুয়ে শুয়ে খাব। বুঝলে সিদ্ধু।

সিদ্ধেশ্বর। এই! নাম ধরে ডাকছিস যে? প্রথম দিনই তোকে বলেছি, খবরদার আমার নাম ধরে ডাকবি না।

বাদল। কেনে ডাকব না? তুমি আমি তো একই।

সিদ্ধেশ্বর। একই মানে?

বাদল। তুমিও চাকর আমিও চাকর।

সিদ্ধেশ্বর। না, তুই চাকর আর আমি বেয়ারা। আমাকে তুই বেয়ারাবাবু বলে ডাকবি।

বাদল। বেশ।

সিদ্ধেশ্বর। যতবার বেয়ারাবাবু বলে ডাকবি, ততবার তোকে একটা করে সিগারেট দেব।

বাদল। অতো সিগরেট কোথায় পাবে?

সিদ্ধেশ্বর। বাবুদের পকেট থেকে ম্যানেজ করবো।

বাদল। তার মানে তুমি চুরি করবে?

সিদ্ধেশ্বর। এই খবরদার, ম্যানেজ আর চুরি এক কথা হলো?

ম্যানেজ কোন ব্যাটা না করে? ম্যানেজ যদি চুরি হয়. তা হলে তুইও চোর।

বাদল। মুখ সামলে কতা বলবে বেয়ারাবাবু।

সিদ্ধেশ্বর। এই নে একটা সিগারেট। (সিগারেট দিল)

বাদল। মাইরি! তুমি নোক ভাল।

সিদ্ধেশ্বর। নোক নয়—লোক।

বাদল। লোক।

সিদ্ধেশ্বর। লোকেশ বাবুদের পুকুর ঘাটে কলসী ভরছিল মেয়েটা কে রে?—যাকে তুই লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলি?

বাদল। হাঃ-হাঃ-হাঃ

সিদ্ধেশ্বর। কি? দেখিসনি?

বাদল। কেনে দেখবো না? সে যে আমার হবু বৌ।

সিদ্ধেশ্বর। মাইরি!

বাদল। মাইরি! মা কালীর দিব্যি…বাবা বুড়ো শিবের দিব্যি।

সিদ্ধেশ্বর। ইস। অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে কি সুন্দর দেখতে। আর আমার বৌ? শালা সহরের মেয়ে [পকেট থেকে ফটো বের করে] আহা, দেবী উটকপালী।

বাদল। [ফটো দেখে] তোমার বৌ—না মাসীমা?

সিদ্ধেশ্বর। দেখছিস?

বাদল। দেখচি।

সিদ্ধেশ্বর। ছি।

বাদল। ছি।

সিদ্ধেশ্বর। ছিঃ-ছিঃ—

বাদল। ছিঃ-ছিঃ—

তমালের প্রবেশ।

তমাল। এই। তোরা এখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিস রে?

সিদ্ধেশ্বর। আজ্ঞে জল তুলছি।

তমাল। এখানে জল কোথায়?

সিদ্ধেশ্বর। আজ্ঞে, জল এখানে নয় ওখানে। [প্রস্থান।

তমাল। তুই কি কচ্ছিলি?

বাদল হাঁফ খাচ্ছিলাম। [প্রস্থানোদ্যত]

তমাল। এই শোন।

বাদল। বলুন?

তমাল। তোদের পাড়ায় শুনলাম ভাল মাল পাওয়া যায়?

বাদল। আজ্ঞে ঝুমুরের বাবা তোলে।

তমাল। দু'বোতল মদ ঝুমুরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারিস?

বাদল। সে তো সন্ধ্যের পর বাড়ী থেকে বেরোয় না।

তমাল। বেরোবে—বেরোবে। গোটাকতক টাকা বেশী দিলে নিশ্চয় বেরোবে। তুই একবার বলে দেখ না।

বাদল। পারবো না ছোটবাবু। দুগ্যা-বাগ্দী নোক খারাপ। জানতে পারলে খিস্তি করে গাল দেবে পারেন তো আপনি যেয়ে মাল খেয়ে দেখে নিয়ে আসুন। [প্রস্থান।

তমাল। শালা ছোটলোকের মুখে বড় বড় কথা।

রূপালীর প্রবেশ।

রূপালী। কথা বলার লোকের অভাব নেই। কাজের লোক বলতে শুধু—

তমাল। তুমি।

রূপালী। কে!

তমাল। চিনতে পারছো না?

রূপালী। পেরেছি। তা তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

তমাল। তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

রূপালী। তমাল!

তমাল বাড়িতে শালা সব সময়েই লোকের ভীড়। এক মুহূর্ত একা পাবার উপায় নেই। তাই ভাবলাম, এখানে যদি একটু সুযোগ পাই। কথাটা বলব শুনবে?

রূপালী। বল?

তমাল। তোমাকে আমি ভালবাসি। [সহসা রূপালীর হাত ধরে। রূপালী তমালের গালে চড় মারে]

রূপালী কি বললে ইতর!

তমাল। কাজটা ভাল করলে না রূপা। কথাটা আমি অন্যায় বলিনি।

রূপালী। বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও এখান থেকে। নইলে এখুনি আমি –

অমলের প্রবেশ।

অমল। চুপ কর রূপালী। পাপীকে শাস্তি তো দিয়েছ, আবার চেঁচাচ্ছ কেন?

তমাল। পাপী! কে পাপী?

অমল। আমি। তুমি যাও তমাল। আজ তোমার দাদার বিয়ে। তাই তোমাকে কিছু বললাম না, বাড়ীতে আত্মীয়-কুটুম্বরা রয়েছেন। যাও—ভালয় ভালয় চলে যাও।

তমাল। ভাষণ দিচ্ছেন মনে হচ্ছে ?

অমল। তমাল! কথা বাড়িয়ো না। ভাল হবে না।

তমাল। যান -যান, রোয়াবী দেখাবেন না। আমিও ফালতু পার্টি নই—হ্যাঁ।

[প্রস্থান।

অমল। কুনালের ভাই এত নীচ!

রূপালী। দয়া করে থামো ··কাকা আসছে।

অমল। কি যে সব কর না তোমরা? এখনও কনেকে সাজাতে পারলে না। এখনি বর এসে যাবে।

অনঙ্গের প্রবেশ।

অনঙ্গ। শুধু তাই ন অমল, এক ঘণ্টার মধ্যেই লগ্ন। আজ রাত্রে একটার বেশী লগ্ন নেই; কুনাল বাবাজীই বা আসতে দেরী করছে কেন?

অমল। আপনি কিছু ভাববেন না কাকাবাবু! কুনাল এখনি এসে পড়বে রূপা তোমরা তাড়াতাড়ি করে কনেকে সাজিয়ে দাও।

মমতা কনে সাজে সজ্জিতা দীপালীকে নিয়ে
আসে। মমতা বলে

মমতা। কনে সাজানো হয়ে গেছে অমল! তোমরা যাতে তাড়াতাড়ি বর এসে পৌছায় সেই ব্যবস্থা কর।

নিতাইবাবুর প্রবেশ।

নিতাই। বর আসছে।

মমতা
অনঙ্গ } আসছে !
অমল

নিতাই। হ্যাঁ। সাজ-সজ্জা হয়ে গেছে· ·এবার পালকী চাপতে বাকী।

মমতা। দীপালী! সকলকে প্রণাম কর মা!

[দীপালী প্রথমে অনঙ্গকে প্রণাম করে। অনঙ্গ বলে]

অনঙ্গ। এস মা! চির-আয়ুষ্মতী হও। পাকা মাথায় সিঁদুর পর!

[দীপালী নিতাইবাবুকে প্রণাম করে। নিতাইবাবু বলে]

নিতাই। সবিত্রী সমান হও মা! বসুন্ধরার মত সহ্যশক্তি নিয়ে মানুষের সেবা কর।

[দীপালী অমলকে প্রণাম করে। অমল বলে]

অমল। থাক, থাক·· আমাকে আর প্রণাম করতে হবে না। রূপা যাও। মা, স্ত্রী-আচার যদি কিছু বাকী থাকে শেষ করে নাওগে। এখুনি বর এসে পড়বে। মেয়েরা কি কচ্ছে এই শাঁখ বাজাও উলু দাও·

দ্রুত শঙ্কর বাগ্‌দীর প্রবেশ।

শঙ্কর। না।

অনঙ্গ। না মানে?

শঙ্কর। সব কিছু বন্ধ করে দিন বাবু। কুনাল দাদাবাবু

দীপালী। কুনাল দাদাবাবু···

রূপালী। কি হয়েছে বল?

অনঙ্গ। থামলি কেন? বল···

মমতা। শঙ্কর! কুনালের কি হয়েছে?

শঙ্কর। কুনাল দাদাবাবুকে সাপে দংশেছে।

সকলে। শঙ্কর!

দীপালী। রূপা! [রূপাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে]

মমতা। হায় হায়···কি সর্বনাশের খবর তুমি বয়ে নিয়ে এলে শঙ্কর?

শঙ্কর। কি করবো বলুন মা-ঠাকরুণ। আমি বেহারা, পালকীর কাছে বসেছিলাম উনি চড়লেই আমরা পালকী তুলবো, এমন সময় বাড়িতে কান্নাকাটি লেগে গেল। ছুটে যেয়ে দেখলাম, দাদাবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। মুখ দিয়ে গোলালা ভাঙ্গছে··

দীপালী। আমি যাব—রূপা, তুই আমাকে কুনালের কাছে নিয়ে চল।

অমল। তা হয় না দীপা। রূপা তুমি দীপাকে সামাল দিও·· কাকাবাবু মাষ্টারমশাই, আমি দেখে আসি কুনালের অবস্থাটা।

অনঙ্গ। তাই যাও বাবা। আজ রাত্রে মাত্র একটা লগ্ন, এই লগ্ন পেরিয়ে গেলে দীপামা আমার লগ্নভ্রষ্টা হবে।

অমল। মা! তুমি সবদিকে লক্ষ্য রেখো, আমি চললাম।

কমলের প্রবেশ।

কমল। গিয়ে কোন লাভ হবে না দাদা! কুনালদাকে গোখরো সাপে কামড়েছে।

সকলে। গোখরো!

কমল। পালকী চড়বার আগে রজনীগন্ধা গাছ থেকে যেই এক গোছা ফুল তুলতে গেছে, সেখানেই ছিল গোখরো সাপের বাচ্ছা, দিয়েছে এক ছোবল।

দীপালী। কেমন আছে কুনাল?

কমল। বাড়ীতে নেই।

সকলে। তবে?

কমল। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

দীপালী। বাবা, আমি হাসপাতলেই যাব তুমি আমাকে অনুমতি দাও···আমি যে আর দাঁড়াতে পারছি না।

অনঙ্গ। মাষ্টার! কি হবে? কুনালের সঙ্গে বিয়ের কোন আশা নেই। অথচ সামনের লগ্নেই বিয়ে না হলে দীপা লগ্নভ্রষ্টা হবে। কি করবো···আমি কিছু ভেবে পাচ্ছি না·

নিতাই। সত্যি তো অনঙ্গ। এত রাত্রে সে রকম পাত্রই বা কোথায় পাওয়া যাবে!

শঙ্কর। ছোটলোক বাগ্‌দীর একটা কথা শুনবেন বাবু?

অনঙ্গ। বল বন্যার স্রোতে তৃণখণ্ডই বিরাট অবলম্বন।

শঙ্কর। পাত্তর তো আপনাদের সামনেই রয়েছেন।

নিতাই। তার মানে!

অমল। কার কথা বলছো শঙ্করদা? কে পাত্র?

শঙ্কর। আজ্ঞে তুমি মাষ্টার দাঠাকুর, তুমি। [প্রস্থান।

অমল। শঙ্করদাটা বদ্ধ পাগল।

অনঙ্গ। না অমল! শঙ্কর পাগল নয়। ও ঠিক কথাই বলে গেছে। একমাত্র তুমিই পার দীপাকে কলঙ্কের হাত থেকে, চরম বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে!

অমল। কি বলছেন কাকাবাবু! তা হয় না···

অনঙ্গ। মাষ্টার! তুমি একটু ওকে বুঝিয়ে বল। বৌঠান! তুমিও অমলকে বোঝাও, এছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই।

মমতা। কি বলি বল তো ঠাকুরপো!

নিতাই। অমল!

অমল। জোড় হাত করি মাষ্টারমশাই! আপনি আমাকে অনুরোধ করবেন না। কারণ কুনাল আমার বন্ধু। তাছাড়া তার সঙ্গে দীপালীর অনেক প্রীতির সম্পর্ক। বলতে লজ্জা করছে, তবুও বিপদে পড়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি কুনালের সঙ্গে দীপালীর দীর্ঘদিনের প্রেম-ভালবাসা—

নিতাই। প্রেম ভালবাসা আর কর্তব্য এক জিনিস নয় অমল। ভেবে দেখ, দীপামার আজ কতবড় বিপদ···অনঙ্গ তার বাবা, এই এত রাত্রে কোথায় পাবে সেইরকম পাত্র?

অমল। তবু আমি পারব না মাষ্টারমশাই।

অনঙ্গ। বৌঠান! আমি তোমার হাতে ধরছি বৌঠান। অমলকে তুমি রাজী করাও। না হলে দীপার আর আমার আত্মহত্যা ছাড়া কোন পথ নেই।

মমতা। কথা শোন অমল

অমল। বলো না মা! তুমি

নিতাই। অমত করো না অমল। তুমি না বলেছিলে শিক্ষাই মানুষের জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়?

অমল। মাষ্টারমশাই!

দীপালী। আমি সেদিনের সাক্ষী।

অমল। রূপা!

কমল। দাদা! তুমি শিক্ষক। তোমার কাছে মানুষ অনেক কিছু শিখবে।

অমল। কমল!

নিতাই। দ্বিধা করো না অমল। সঙ্কোচ করো না—কর্তব্য

পালনের জন্যে মানুষ প্রাণ দেয়। তাছাড়া তুমিই আমাকে সেই ছোট-বেলায় কতবার বলেছিলে সকলেই যদি আমরা একটু করে স্বার্থত্যাগ করতে পারি, কর্তব্য পালন করতে পারি, তাহলে শোষণ বঞ্চনাহীন এক সুন্দর সমাজ গড়ে উঠতে পারে। তোমার মা বলছেন···ভাই বলছে রূপা-অনঙ্গ আমি—বলছি, তুমি দীপা-মাকে লজ্জার কবল থেকে রক্ষা কর।

অমল। বেশ, তাই হবে মাষ্টারমশাই। আমিই দীপালীকে বিয়ে করবো।

অনঙ্গ। তাহলে আর দেরী নয় মাষ্টার! শুভকাজ যত শীঘ্র শেষ করা যায় ততই ভাল।

কমল। নিশ্চয়ই। আমি পুরোহিতমশাইকে বলি—তিনি যেন প্রস্তুত হয়ে থাকেন।

[প্রস্থান।

দীপালী। বাবা!

অনঙ্গ। বিধাতার অমোঘ বিধান খণ্ডন করার ক্ষমতা কারও নেই। মনে দুঃখ করিস না। চোখের জল মুছে হাসতে হাসতে তুই অমলকে স্বামী বলে মেনে নে। অমল! দীপাকে আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম। তুমিও একে স্ত্রীর মর্যাদা দিও

[দীপালী ও অমলের হাত এক করে দিল! রূপালীর
চোখে জল, মুখে হাসি। সে বলে]

রূপালী। বাঃ, কি সুন্দর মানাচ্ছে···

অমল। রূপা!

অনঙ্গ। রূপার জন্যে ভেবো না অমল। আমি কথা দিচ্ছি··· কুনাল যদি ভাল হয়ে ফিরে আসে, তাহলে সাতদিনের মধ্যেই রূপার

সঙ্গে তার বিয়ে দেব। ওরে তোরা আবার শাঁখ বাজা, উলুধ্বনি কর। এস মাষ্টার। বিয়ের মণ্ডপে যাই

[প্রস্থান।

রূপালী। চলুন জ্যাঠাইমা। আমরা বর কনে ছাদনাতলায় নিয়ে যাই। চল দিদি হাসতে হাসতে তাড়াতাড়ি চল বাসরের রাত বড় হওয়াই ভাল। জামাইবাবু ঠিক বলেছি? চলুন চলুন ভীষণ খিদে পেয়েছে।

[দীপালী ও অমলকে নিয়ে রূপালীর প্রস্থান।

মমতা। কি ভাবছো নিতাই ঠাকুরপো। ভাববার কিছু নেই। সেই চিরদিনের কথাটাই সত্যি। "জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—তিন বিধাতা নিয়ে।" [প্রস্থান।

নিতাই। আবার সেই দুর্ঘটনা। একটি সম্ভাবনাময় সবুজ শস্য-ক্ষেত্রে এক ঝাঁক পঙ্গপাল উড়ে এসে বসলো। দীপালীর রক্তে আভিজাত্যের বিষ... অমলের হৃদয়ে নতুন ফসলের স্বপ্ন... কুনাল সুস্থ হলে নিশ্চয়ই রূপার সঙ্গে তার বিয়ে হবে তাহলে হিসাবটা দাঁড়াল কি রকম? দুটি বিপরীতধর্মী চরিত্রের সঙ্গে—হাঃ-হাঃ-হাঃ, মিলবে না। কখনও মেলেনি আজও মিলবে না নিতাই মাষ্টার! তুমি এক্স-পেরিমেণ্ট করবে বটে, কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে অর্থের কি কখনও মিলন হয়েছে? লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর? না—তা হলে এখানে কারা জিতবে? নতুন ফসলের স্বপ্নাভিলাষী কৃষক...না সবুজের শত্রু পঙ্গপাল?

[প্রস্থান।

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

—: হিজল-দীঘির পাড :—

মাতাল নেড়া কবিয়ালের প্রবেশ।

নেড়া। পালে পালে শালা কবিগানের লেগে বায়না করতে আসছে। যত বলি বাবুমশাইরা, বায়না আর নোব না·· তত শালার যেন একেবারে নাইন লেগে যায়। কইরে শালা শঙ্কর৷ এখনো তোর কাঁকরে টান দেওয়া হলো না?

শঙ্কর ঢুলির প্রবেশ, তাঁর কাঁধে ঢোল।

শঙ্কর। [ঢোলে ঘা দিয়ে] হয়েছে হয়েছে। তুই গান ধর না, গান ধর। তারপর দেখ বাজিয়ে একেবারে শালা তাক নাগিয়ে দিচ্ছি। কি হলো, ধর—

নেড়া। দাঁড়া, ধর বললেই ধরা যায়! একটু ভেবে-চিন্তে নিই। গানটা একটু সেধে নিই। সেই কবে ফকিরডাঙার মেলায় এক রাত্তির গেয়ে এসেছি··· আ ·· আ ··আ ···

[গলায় নানান কাজ করে কেশে নেড়া বলে]

নেড়া। সামলে বাজাস। [গান গায়]

॥ গীত ॥

শোন বাছাধন বভ্রুবাহন
ঘোড়া পেলি কোন বনে?
তোর বাবার কালে নেইকো ঘোড়া
ঘোড়া পেলি কোন খানে?

[নেড়া পাঁচালী গায়। শঙ্কর ঢোল বাজায়। নেড়া নাচে]

নেড়া । তখন বভ্রুবাহন তার মাকে কি বলছে ?

শঙ্কর । কি বলছে ?

নেড়া । বলছে – আবার গায়]

॥ গীতাংশ ॥

ডাঁড়িয়ে ছিলাম আসতাের ধারে,
ঘোড়া এলো ধীরে ধীরে
(ভাবলাম দেখাব মা জননীরে
তাইত আনলাম এখানে ॥

নেড়া । তখন বভ্রুবাহনের মা কি বলছে ?

শঙ্কর । কি বলছে ?

নেড়া বলছে—[পয়ার ছন্দে গায়]

(ওরে) অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া
ধরলি কোন সাহসে ?
পিছনে আসছে রক্ষী
মনের হরষে,
যখনই শুনিবে তুই
ধরেছিস ঘোড়া ।
অমনি যুদ্ধের লেগে
পড়ে যাবে সাড়া
দুধের বাছনি তুই যুদ্ধের
কিবা জানিস·
না জেনে না শুনে কেনে
ঘোড়া ধরে আনিস ?

[নেশার ঘোরে নেড়া গাইতে গাইতে পড়ে যায় শঙ্কর বলে]

শঙ্কর। যা বাবা, মালের ঘোরে পড়ে গেলি যে ?

নেড়া। এঁ্যা—পড়ে গেলাম ? আমি পড়ে গেলাম শঙ্কর ?

[কেঁদে ফেলে

শঙ্কর। কি হলো কাঁদছিস কনে ?

নেড়া। মনে পড়ে গেল।

শঙ্কর। কি ?

নেড়া। কথা।

শঙ্কর। কার কথা ?

নেড়া। বৌয়ের।

শঙ্কর। ছুশ, শালা।

নেড়া। বিশ্বেস কর মাইরী। ঠিক এই ঠিক এই গাওয়ার পর বৌ আমার খিল খিল করে হেসে উঠতো···আর সেই সোন্দর হাসি আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। আচ্ছা তুই বল। এই বয়সে বৌ না থাকলে কারও পেরাণ ঠিক থাকে ?

শঙ্কর তা এক্ কাজ কর না কেনে

নেড়া। কি বল ? ওঠে

শঙ্কর। আবার একটা বিয়ে করে ফেল।

নেড়া। মেয়ে কোথায় পাবো ?

শঙ্কর। কলিকালে মেয়ের অভাব ? কাকে পছন্দ বল ?

নেড়া। বলব ?

শঙ্কর। বল !

নেড়া। বলি ?

শঙ্কর। বল বল

নেড়া। ঝুমুরকে।

শঙ্কর। ওরে বাবা একেবারে সাপের গর্তয় হাত? বাদলের সঙ্গে যে ওর বিয়ের ঠিক হয়ে আছে?

নেড়া। আরে ঠিক থাকলেই কি ঠিক হয়? এই তো বাবুর মেয়ের সঙ্গে কুনালবাবুর বিয়ের ঠিক হয়েছিল, হলো বিয়ে?

শঙ্কর। তা অবিশ্যি হলো না।

নেড়া। বিয়ে হলো গিয়ে অমল দাঠাকুরের সঙ্গে। অথচ অমল দাঠাকুরের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল হালদার বাবুর ভাইঝির। কিন্তু কি হলো?

শঙ্কর। কুনালবাবুর সঙ্গে হালদার বাবুর ভাইঝির বিয়ে হয়ে গেল—

নেড়া। গেল কি না?

শঙ্কর। তা গেল।

নেড়া। তা হলে বাদলের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে থাকলেও, ঝুমুরের বিয়ে আমার সঙ্গে হয়ে যেতে পারে না?

শঙ্কর চুপ কর শালা, ঝুমুর আসছে।

নেড়া। মাইরী [দেখে ইস্—কেমন আসছে দেখ—কলসী কাঁখে নিযে মাথায় ফুল গুঁজে আহা! বাহা [গান গায়

॥ গীত ॥

ওগো ভিন গেরামের মেয়ে।
সন্‌ঝে বেলায় যাচ্ছো কোথায়
কলসী কাঁখে নিযে?
"কলসী কাঁখে ঝুমুর আসে"
তার পরনে ডুরে শাড়ী
মাথায় ফুল।

ঝুমুর। তোর যমকে ডাকতে যাচ্ছিরে মুখপোড়া।

[নেড়া তখন গায়]

॥ গীতাংশ ॥

ডাগর চোখে তুমি যখন
তাকাও আমার পানে,
পরাণ আমার চলকে ওঠে
হায়রে কিসের টানে
আগুন লাগে আমার মনে,
তোমারই পথ চেয়ে ॥

শঙ্কর। আহা, কি গান গাইলি মাইরি।

ঝুমুর। হায় হায়, মরি মরি···দেখ্‌বি মুখপোড়ার দল, কপাল চেপে দোব কলসী ছুঁড়ে ?

নেড়া। কলসী ছুঁড়ে মারবি কেনে ঝুমুর ? হাতে করে মার। হাতে করে না পারিস পায়ে করে মার। তাতে আমার দুঃখু নাই।

ঝুমুর। লজ্জাও লাগে না মুখপোড়ার। ছ' মাস হয় নি বৌটা মরেছে, এর মধ্যে সব ভুলে গেলি।

নেড়া। তোকে দেখলে সব ভুলে যাই মাইরি।

ঝুমুর। আহা রে—পিরীত একেবারে উথলে উঠছে, তবু যদি চুলে পাক না ধরতো ?

শঙ্কর। চুলে পাক ধরলে কি হবে ? মনে তো পাক ধরেনি না কিরে নেড়া ?

ঝুমুর। নেড়া নয় ভেঁড়া [প্রস্থানোদ্যতা]।

নেড়া। কি বললি ঝুমুর ? [সামনে দাঁড়িয়ে] আর একবার বল।

ঝুমুর। বললে কি করবি?

নেড়া। বলেই দেখনা, কি করি।

ঝুমুর। ওরে রে মুখপোড়া। ঝুমুরের সঙ্গে তম্বি? [কলসী নামিয়ে কোমর বাঁধে] আয়, এগিয়ে আয় দেখি তোর কত মুরোদ। কি হলো, থমকে গেলি কেনে, এগিয়ে আয় দেখি কেমন তুই মায়ের দুধ খেয়েছিস?

নেড়া। খবদ্দার ঝুমরি। মুখ সামলে কথা বলবি।

ঝুমুর। তুইও মুখ সামলে কথা বলবি নেড়া ভেড়া।

নেড়া। তবে রে গাছ পেতনী! [ঝুমুরের হাত ধরে] দেখি তোর কতখানি দর্প।

বাদলের প্রবেশ। তার মাথায় পেখে। সে বলে।

বাদল। এই—এই নেড়া। ছাড়—ছেড়ে দে বলছি।

নেড়া। না, ছাড়ব না। আগে ওকে ঘাট মানতে হবে।

ঝুমুর। তোর মুণ্ডু মানবো নচ্ছার কোথাকার। [হাত ছাড়িয়ে নেয়।]

বাদল। খবদ্দার নেড়া। ফের গায়ে হাত দিলে, তোর দুটো হাত আমি মুচড়ে ভেঙ্গে দেবো। বাদল বাগদীকে তুই চিনিস না।

শঙ্কর। না, চেনে না। তুই জলা বাগদীর বেটা বাদল বাগদী, তোকে আর কে না চেনে?

বাদল। তুই থামবি শঙ্করা?

শঙ্কর। যা—যা, রোয়াব দেখাস না। তুই আমার কড়ি আঙুলের যুগ্যি নয়।

বাদল। ফুট কাটিস না শঙ্করা, ভাল হবে না।

নেড়া। শঙ্করা কি করলে রে? ওর সঙ্গে নাগছিস কেনে? আমার সঙ্গে নাগ। দেখি তোর কত বড় মুরোদ?

ঝুমুর। যা তো বাদল! বাবাকে একবার ডেকে নিয়ে আয় তো, সন্ধেবেলায় মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিলে চালাকী করা বার করে দেবে।

নেড়া। যা—যা, ডাক দেখি, সে আমার কি করতে পারে।

ঝুমুর। দাঁড়া শয়তান। দেখাচ্ছি মজা…

ঝুমুর প্রস্থানোদ্যতা হয়। হুইল হাতে
কৌশিকের প্রবেশ।

কৌশিক। এই তোমরা চেঁচাচ্ছো কেন? তোমাদের চেঁচামেচি, হৈ হুল্লোড়ের ঠ্যালায় আমার চারের মাছগুলো সব পালিয়ে গেল। যাও, ভাগো এখান থেকে। এই মেয়েটা, দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট এনে দিবি?

ঝুমুর। পারব না।

কৌশিক। পারবি না!

বাদল। না। ও পারবে না। আমাকে দিন। আমি এনে দিচ্ছি।

কৌশিক। কেন? ও আনলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

ঝুমুর। হ্যাঁ যাবে।

কৌশিক। চুপ কর ছোটলোকের মেয়ে।

বাদল। কি বললেন বাবু! ও ছোটলোকের মেয়ে, আর আপনি খুব ভদ্দর ঘরের ছেলে, তাই না?

কৌশিক। মুখ সামলে কথা বলবি?

বাদল। আর আপনিও মুখ সামলে কথা বলবেন বাবু।

কৌশিক। সাট আপ রাসকেল।

বাদল। কি! ইংরাজীতে গাল দিচ্ছো? গাল বুঝি আমরা দিতে জানি না? আহা। আমাদের চেঁচামেচিতে বাবুর চারের সব মাছ পালিয়ে গেল। বলি চোখ ছিল কোন দিকে? ফতনাটা দু'দুবার ডুবিয়ে দিলে দেখতে পাওনি?

ঝুমুর। কি করে দেখবে? নজর ছিল যে আমার দিকে। কলকেতার বাবু হলে কি হবে? বাবুর স্বভাব চরিত্তির মন্দ।

তমালের প্রবেশ।

তমাল। খবরদার ঝুমরি। বাজে কথা বলবি না।

ঝুমুর। ছোটবাবু।

তমাল। কি মনে করেছিস রে তোরা? পঙ্কপালের মত একদল ছোটলোক জুটে কৌশিকদাকে অপমান করবি ভেবেছিস?

ঝুমুর। অপমান তো আমরা করি নাই বাবু।

তমাল। না। পূজো করবে ভেবেছিলে।

ঝুমুর। পূজোর যুগ্যি হলে করতাম।

তমাল। ঝুমরি।

ঝুমুর। চোখ রাঙিয়ো না বাবু, চোখ রাঙিয়ো না। ছোটলোক হলেও চোখে আমরা কম দেখি না, আর মানুষ চিনতেও ভুল হয় না। এই বাবু গাঁয়ে এসে থেকে যা করে বেড়াচ্ছে, সবই আমরা দেখছি।

তমাল। কি দেখেছিস শুনি?

ঝুমুর। মনে মনে বুঝে নাও গো বাবু। মনে মনে বুঝে নাও। ছোট মুখে বড় কথাটা নাইবা বললাম। [কলসী নিয়ে প্রস্থান।

[সহসা নেড়া গেয়ে ওঠে, শঙ্কর বাজায়।]

গীত

নেড়া। বড় গাছে নৌকো বেঁধেছি
(তাই) তুফানকে আর ভয় নেই।
আসুক বন্যে আসুক তুফান
মোদের পরাজয় নাই ॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

[বাজাতে বাজাতে শঙ্করের প্রস্থান।

তমাল। ছোটলোকগুলো একেবারে মাথায় উঠে গেছে।

কৌশিক। তমাল!

তমাল। নিতাই মাষ্টার আর অমল বাবু ওদের মাথায় তুলেছে এই বাদলা, সন্ধ্যের পর দাদার সঙ্গে দেখা করবি।

গণেশ বাগদীর প্রবেশ।

গণেশ। কেনে গো বাবুমশাই। বাদলার মাথাটা কেটে নেবে নাকি?

তমাল। কি বললে?

গণেশ। ঠিকই বলছি বাবুমশাই। বাদলাতো আপনাদের বাড়ির কিষেণ, ওর মাথা কেটে নেওয়া খুব শক্ত কাজ নয়। কিন্তু গণেশ বাগদী তো আপনাদের বাড়ির কিষেণও নয়—আর কাজও করে দেবো বলে আগাম টাকাও নেয় নাই।

অনঙ্গ হালদারের প্রবেশ।

অনঙ্গ। ওদের কাছে না নিলেও আমাদের কাছে নিয়েছিস।

গণেশ। নিয়েছি শোধ করে দেবো।

অনঙ্গ। কবে শোধ দিবি? আজ দেবো কাল দেবো করে তো তিন মাস কাটিয়ে দিলি। শোধ করবি কখন?

গণেশ। আজ্ঞে!

অনঙ্গ। আজ্ঞে টাজ্ঞে রাখ। এমাসের মধ্যে শোধ দিতে না পারলে, তোর আউস ধানের জমি থেকে আমি ধান কেটে নেবো।

নিতাই চাটুজ্যের প্রবেশ।

নিতাই। কথাটা কি রকম হলো অনঙ্গ?

অনঙ্গ। মানে বুঝতে পারলে না মাষ্টার?

নিতাই। না ভায়া, মানে আমি একটু দেরীতে বুঝি!

অনঙ্গ। ঠাট্টা করছো?

তমাল। শুধু ঠাট্টা নয় তা মশাই। ছোটলোকগুলোকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে।

নিতাই। তুলছে নয়, বল তুলছেন।

তমাল। আপনি ভদ্রলোক হলে আপনার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলতাম।

নিতাই। তমাল!

তমাল। আপনি ছোটলোকেরও অধম।

কমলের প্রবেশ।

কমল। ছোটলোক যে কে, ব্যবহারে বোঝা যাচ্ছে তমাল

নিতাই। তুমি এখানে কেন এলে কমল?

কমল। আপনারা এসেছেন বলে।

নিতাই। কমল!

বাদল। ছোট দাঠাকুর ঠিক বলছে বাবু। উনি না এলে মাষ্টার মশাইকে আপনারা নিশ্চয় অপমান করতেন।

তমাল। তোর বড্ড বাড় বেড়েছে বাদল

বাদল। ছোটলোক তো, তাই একটু বেশি বেশি বেড়ে গেছি।

[প্রস্থান।

গণেশ। ঠিক বলেছিস বাদলা। সেইজন্যেই তো তোর সাথে আমি মেয়ের বিয়ে দেবো।

তমাল। আচ্ছা তোমাদের যদি জব্দ করে না দিতে পারি, তাহলে আমার নাম তমাল মুখার্জী নয়! চলে আসুন কৌশিকদা।

কৌশিক। চললাম হালদার বাবু। কুনালের কথায় আপনাদের এখানে ব্যবসা করতে এসে বোধহয় ভুলই করেছি।

কমল। কেন?

অনঙ্গ। দেখতেই তো পাচ্ছেন। কালো কালো ভূতের মতো মানুষগুলোর পেটে লাথি মারলে একটা পয়সাও বেরুবে না। অথচ মুখে ব্যাটাদের বড় বড় কথা!

[প্রস্থান।

কমল। পয়সা দিয়ে ওদের কথাগুলোও কিনতে এসেছেন নাকি কৌশিক বাবু?

গণেশ। হ্যাঁ ছোট ঠাকুর—হ্যাঁ, পয়সা দিয়ে আমাদের কথাও কিনতে এয়েছেন ওই কলকেতার বাবু।

অনঙ্গ। গণেশ!

গণেশ। ধান চালের ব্যবসা করে, মুদিখানার আড়ৎ করে হালদার বাবু যেমন গোটা গাঁয়ের লোকের মাথা কিনে নিয়েছেন, উনিও

তেমনি পয়সা দিয়ে আমাদের মান, সম্মান, ইজ্জত, শরম কিনে নিতে চান।

অনঙ্গ। মুখ সামলে কথা বলবি দুর্গা।

গণেশ। তার আগে আপনারা পা সামলে চলুন বাবুমশাই! তা না হলে বেজায় ক্ষেতি হবে—হ্যাঁ। [প্রস্থান।

অনঙ্গ। নিতাই মাষ্টার! এসব শিক্ষা তোমার।

নিতাই। ভুল বললে অনঙ্গ।

অনঙ্গ। তার মানে?

নিতাই। এ শিক্ষা তোমরাই দিয়েছ?

অনঙ্গ। মাষ্টার।

নিতাই। আমাদের অত্যাচার, তোমাদের ব্যাভিচার আজ ওদের এই শিক্ষাই দিয়েছে অনঙ্গ। স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান তোমরা কদর্থে ভরিয়ে দিয়েছো। শোননি, তিনি বলে গেছেন—ওই মুচি, মেথর, চণ্ডাল ওরাও ভারতবাসী। ওরা আমাদের ভাই—

অনঙ্গ। থামো।

নিতাই। আমি থামলেই কি প্রগতি থেমে থাকবে? ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। সরকার ওদের শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। তোমরা কতকগুলো সুবিধাবাদী আত্মসুখ সর্বস্ব স্বার্থপর মানুষ সরকারের সেই প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দিয়ে, স্বার্থের সিন্দুক ভরিয়ে তুলছো কিন্তু বেশীদিন আর পারবে না অনঙ্গ। প্রগতির অপ্রতিহত গতি সামনের দিকে। তাই ওদের পিছনে ফেলে রেখে তোমরা এগোতে পারবে না। ওই দেখ, প্রগতির রথের রশি ধরে টান দিচ্ছে কোটি কোটি হরিজন। [প্রস্থান।

অনঙ্গ। হরিজন, হরিজন বললেই ওরা হরিজন হয়ে যাবে।

কমল। তালুই মশাই !

অনঙ্গ। এখনও সাবধান কমল ! ওই নিতাই মাষ্টারকে আস্কারা দিও না।

কমল। আস্করা তো দিইনি তালুই মশাই।

অনঙ্গ। তবে ?

কমল। শুধু সম্মান দিয়েছি। [প্রস্থান।

অনঙ্গ। কোথাকার কে নিতাই মাষ্টারকে সম্মান দিতে গিয়ে অনঙ্গ হালদারকে অপমান! ঠিক আছে, আজই আমি অমলকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিচ্ছি। হলেই বা সে জামাই, তা বলে চিরাচরিত অধিকারে হস্তক্ষেপ করে অপমান করবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না। শুধু নিতাই মাষ্টারকে নয়, যে আমার বিরুদ্ধে মাথা তুলবে, তাকেই আমি বুঝিয়ে দেব যে আমার নাম অনঙ্গ হালদার। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

———

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

—ঃ মমতা কুটির ঃ—

বই হাতে দীপালীর প্রবেশ।

দীপালী। অনঙ্গ হালদারকে অপমান করেছে তো কি হয়েছে! অনঙ্গ হালদারের কি এমন সম্মান যে, ঘুঁটে কুড়ুনির বাচ্চা অপমান করলে তার অসম্মান হবে। অভয়·· অভয়··

অভয়ের প্রবেশ।

অভয়। আমাকে ডাকছো বৌদিমণি?

দীপালী। হ্যাঁ! তোকে ডাকছি না তো কাকে ডাকছি? অভয় নামে আর কোন ডাক্তার কি ব্যারিস্টার এখানে থাকে নাকি?

অভয়। আজ্ঞে না! অভয় মানেই চাকর। আমি এ বাড়ীতে চাকরি করি।

দীপালী। আর বেশীদিন করতে হবে না। তাড়াতাড়ি পেনসনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

অভয়। আজ্ঞে পেনসিল। তা এ বয়সে পেনসিল নিয়ে কি করবো?

দীপালী। কি! আমার সঙ্গে ইয়ারকি! রাস্কেল কোথাকার!

অভয়। যা বলবার বাংলায় বলো বৌদিমণি! আমি ইন্‌জিরি ঠিক বুঝি না।

দীপালী। তা বুঝবি কেন? শুধু আমি কি করছি, আমি

কোথায় যাচ্ছি, সে সব কথা এ বাড়ীর বুড়িকে কেবল লাগাতে জানিস।

অভয়। শাশুড়ীকে বুড়ি বললে!

দীপালী। তবে কি আঠারো বছরের ছুঁড়ি বলবো?

অভয় ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, তুমি ভদ্দরলোকের মেয়ে!

দীপালী। কি! তুইও আমার বাপ তুলে কথা বললি! গালে চড়িয়ে তোর গাল ভেঙে দেব তা জানিস।

মমতার প্রবেশ।

মমতা। কাকে কি বলছো বৌমা! কি হলো?—ও অভয়, তুই এখানে?

অভয়। হ্যাঁ গিন্নীমা! বৌদিমণির চড় খেয়ে গালটা আমার ভেঙে গেছে। তবে লেখাপড়া জানা মেয়ে ত, বেশী লাগেনি।

দীপালী। কি মনে করেছিস···কি মনে করেছিস তোরা? তোরা কি সবাই মিলে একজোট হয়ে আমাকে অপমান করবি ঠিক করেছিস? মতলব করেছিস শুধু আমাকে অপমান করে তোরা শান্ত হবি না। তাই আমার বাবার সম্মানেও হাত দিয়েছিস।

মমতা। কি হয়েছে বলতো বৌমা? আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

দীপালী। তা বুঝবেন কেন? এ বাড়ীতে কে কি করছে, কে কোথায় যাচ্ছে, সব খবর রাখেন—আর আমার বাবাকে যে এতবড় অপমান করলো সে খোঁজ রাখেন না?

মমতা। কে তোমার বাবাকে অপমান করেছে?

দীপালী। আপনার ছেলে।

মমতা। আমার ছেলে!

দীপালী। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার ছোট ছেলে।

মমতা। অভয়। ডাকতো কমলকে।

অভয়। তাকে এখন কোথায় পাবেন গিন্নীমা। সেকি এ পাড়াতে আছে? দুগ্‌গা তলায় মিটিং হচ্ছে যাত্রা হবে।

মমতা। ডেকে নিয়ে আয় তাকে।

কমলের প্রবেশ।

কমল। ডাকতে হবে না মা! আমি এসে গেছি।

মমতা। বেয়াই মশাইকে তুই কি বলেছিস? কি ব্যবহার করেছিস তার সঙ্গে?

কমল। একটু অপমান ছাড়া তেমন কিছু খারাপ ব্যবহার তো করিনি!

দীপালী। শুনছেন। নিজে কানে শুনছেন তো?

কমল। তুমি কিন্তু পরের কানে শুনেছ বৌদি।

মমতা। চুপ কর হতভাগা!

কমল। না মা! বিশ্বাস করো। বৌদির বাবাকে আমি তেমন কিছু বলিনি। বলাই বোধহয় উচিত ছিল। ভদ্রলোকের যেমন নিজের সম্মান বোধ নেই, তেমনি সকলকে মনে করেন।

মমতা। কি হয়েছিল খুলে বলবি তো?

কমল। ভদ্রলোক মাষ্টার মশায়কে অপমান করেছেন।

মমতা। নিতাই ঠাকুরপোকে!

অভয়। ও বুঝেছি গিন্নীমা, বুঝেছি। এতক্ষণে বুঝেছি। তা ছোটদা তো ভালই করেছে। বাদলা বাগদি মারতে যাচ্ছিল, ছোটদা

বাঁচিয়ে দিয়েছে। আমার কথায় বিশ্বেস না হয়, বাগদি পাড়ায় গিয়ে জেনে এসো বৌদিমণি · [প্রস্থান।

দীপালী। আমি যাবো বাগদি পাড়ায়! এতবড় কথা।

কমল। কেন? বাবা তো সুদের টাকা আদায় করতে বাগদি পাড়ায় যায়, তাতে তোমারই বা যেতে দোষ কি?

দীপালী। কি? শুনতে পাচ্ছেন না। আপনার গুণধর ছেলে কি বলছে সে কথা কানে যাচ্ছে না। বুঝেছি, ইচ্ছা করেই আপনি আমাকে অপমান করাচ্ছেন। যা নিজে পারেন না, তাই করাচ্ছেন ছেলেকে দিয়ে—চাকরকে দিয়ে।

মমতা। তুমি ভুল বুঝছো বৌমা!

দীপালী। বুঝছি নয়—বুঝেছিলাম। ভেবেছিলাম এ বাড়ীর মধ্যে আপনিই একটু অন্য রকম। আজ আমার সে ভুল ভাঙলো।

মমতা। বৌমা!

দীপালী। লোক চিনতে আমার ভুল হয় না বুঝলেন? কোলকাতায় থেকে লেখাপড়া শিখেছি, কাজেই কে কেমন লোক তা চিনতে আমার কষ্ট হয় না।

কমল। হ্যাঁ, কোলকাতাতেই তো লোক চেনার পাঠশালা আছে।

দীপালী। সাট আপ্! তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করবে না। আর মনে রেখে দেবে, আমি প্রেসিডেণ্ট অনঙ্গ হালদারের মেয়ে। বাবার অপমান আমি সহজে ভুলে যাবো না।

মমতা। কি বলছো বৌমা!

দীপালী। ঠিকই বলছি।

কমল। না, ঠিক বলছো না।

দীপালী। তর্ক করো না ইডিয়ট।

কমল। বৌদি!

মমতা ছিঃ বৌমা ছিঃ। বাড়ীর বৌ হয়ে তুমি এমন গলা-বাজী করছো কেন? তুমি কি ভুলে গেছ এ বাড়ীতে রূপা আর কুনালকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

কমল। ওরা অনেকক্ষণ এসে গেছে মা। বাইরের ঘরে বসে আছে। বৌদির ঐ কোকিলের মত গলা নিশ্চয় ওদের কানে গেছে। [প্রস্থান।

দীপালী। যাক্, কানে শুনুক ওরা। বুঝে নিক কি সুখ আর শান্তিতে আমি এখানে দিন কাটাচ্ছি।

নিতাই মাষ্টারের প্রবেশ।

নিতাই। শান্তি তো তোমার নিজের মনের মধ্যেই নেই মা। মিছে মিছে অশান্তি না করে···হাসিমুখে সংসার করাই মেয়েদের কাজ।

দীপালী। আসুন জ্ঞানবাবু, আসুন!

মমতা। বৌমা!

নিতাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ, হবে না—হবে না। মিলবে না। আম গাছের সংগে কি নিমগাছ মেলে?

দীপালী। মেলে না তো মেলাতে চেয়েছিলেন কেন? কেন হালদার বাড়ীর মেয়েকে নিয়ে এলেন ছোটলোকের বাড়ীতে?

অমলের প্রবেশ।

অমল। আরও একটু জোরে বলো দীপালী। কথাগুলো বোধহয় কুনাল ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছে না।

দীপালী। শুনতে হবে না। কুনাল জানে আমি কোন ঘরে পড়েছি।

অমল। ঘরে আবার কখন পড়লে? পড়েছো তো জলে।

নিতাই। জল! অথৈ জল। কুল কিনারা নাই।

দীপালী। আপনি চুপ করুন।

নিতাই। কেন চুপ করবো বৌমা! তোমার বাবার মতন পয়সা নেই বলে? প্রেসিডেন্ট নয় এইজন্যে? তবু তো আমি চুপ করেই থাকি। অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখি, গ্রাম বাংলার লাখ লাখ নিরক্ষর মানুষেরা কি অন্ধকারেই না পড়ে আছে। শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই, সমাজ নেই। অথচ আশ্চর্য ঘটনা, ওদের শ্রম নিয়ে, ওদের বুদ্ধি নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ বাড়ী গাড়ী বাড়িয়ে যাচ্ছে।

কুনালের প্রবেশ।

কুনাল। [হাততালি দিয়ে] বাঃ বাঃ-বাঃ, মাষ্টারমশাই তো ভাল বক্তৃতা দিতে শিখেছেন? তা অমলবাবু, এ মিটিং কখন শেষ হবে?

অমল। কুনাল!

কুনাল। খিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে ভাই। মাসিমা! আপনার রান্না-টান্না হয়ে গেছে তো? আমার আবার সকাল সকাল খাওয়া অভ্যেস। দীপালী জানে, না কি গো?

দীপালী। আমি জানলে আর কি হবে বলো? এ বাড়ীতে একটা চাকরের যা সম্মান, সে সম্মান আমার নেই। আমি বললেই বা শুনছে কে?

রূপালীর প্রবেশ।

রূপালী। বলার মতন বলতে পারলে সকলেই শুনবে দিদি!

দীপালী। দেবী সরস্বতীর কথা মনে থাকলো।

অমল। ঝগড়া করো না দীপা! রূপা তোমার বোন হলেও আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত অতিথি। ওকে অপমান করা মানেই নিজেকে অপমান করা।

নিতাই। ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো অমল। এই না হলে শিক্ষা।

কুনাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ। মাসিমা আমার কিন্তু শিক্ষা খেয়ে পেট-ভরে না। খাবার-টাবার কিছু খেতে হয়।

রূপালী। মাসিমা! তাড়াতাড়ি করুন।

মমতা। চল মা! তোমাদের খেতে দিই গিয়ে। বুঝতেই তো পারছো, একা হাতে রান্না। তাই একটু দেরী হয়ে গেল।

রূপালী। কেন? দিদি আপনাকে সাহায্য করে না?

অমল। দীপা রান্না করতে গেলে নভেলগুলো পড়বে কে?

মমতা। থাক বাবা অমল, আয়। একসঙ্গে সকলকে খেতে দেবো। নিতাই ঠাকুরপো! এস, একসংগেই বসবে।

দীপালী। তার মানে!

অমল। মাষ্টারমশাই এখানেই খাবেন।

কুনাল। এখানেই খাবেন?

মমতা। হ্যাঁ বাবা, মাষ্টারকে আজ নিমন্ত্রণ করেছি। এ সৌভাগ্য তো হয়ে ওঠে না। আর গুরু-শিষ্য সবাই মিলে একসঙ্গে বসে খাবে।

কুনাল। রূপা! চলে এসো।

মমতা। }
অমল। } কোথায় যাবো?

কুনাল। বাড়ী।

রূপালী। বাড়ী মানে!

দীপালী। বাড়ী মানে—বাড়ী। তাও বুঝিস না?

অমল। কুনাল!

কুনাল। যে বাড়ীতে নিতাই মাষ্টার খায়, আমি সে বাড়ীর ছায়া মাড়াই না। চলে এসো রূপা।

রূপালী। মাসিমা!

দীপালী। (ভেংচে) মাসিমা! মাসিমা কি করবে শুনি? কুনাল ঠিকই বলেছে। ঠাকুর কুকুর কখনো একসংগে বসে খায়?

কুনাল। জল পর্যন্ত খাবো না। নিতাই মাষ্টার এ বাড়ীতে খাবে জানলে আমি আসতামই না।

মমতা। এসে যখন পড়েছো বাবা। গরীবের বাড়ীতে শাক-ভাত একমুঠো খেয়ে যাও।

কুনাল। কেন? আমি কি খেতে পাই না? আমি কি কুকুর. যেখানে সেখানে খাবো?

অমল। যেখানে সেখানে তুই খেতে আসিসনি কুনাল। এ বাড়ীতে তুই অনেকবার খেয়েছিস। আর আমিও খেয়েছি তোর বাড়ীতে। তাছাড়া এখন তোর সঙ্গে আমার নতুন সম্বন্ধ।

কুনাল। না, তোর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই নেই।

দীপালী। আছে—আছে, সম্বন্ধ আছে। তুমি ঠাকুর, ওপরে বসে খাও, আমি কুকুর নিচে বসে খাই। সুতরাং সম্বন্ধ থেকে গেল।

অমল। না! একসংগে বসে যদি খায় তো খাবে। না খায় বাড়া চলে যাবে।

রূপালী। মাসিমা!

মমতা। মাসিমাকে তুই ক্ষমা করিস মা! আমি সব পারি রে, পারি না শুধু মিথ্যের কাছে মাথা হেঁট করতে।

কুনাল। রূপা! তোমার কি আমার সংগে আসবার ইচ্ছা নেই? ঠিক আছে, ইচ্ছা না হয় এসো না। তবে মনে রেখ, কুনাল একটা কথা দু'বার বলে না।

[প্রস্থান।

রূপালী। আমি যাই মাসিমা, দুঃখ করবেন না। বিশ্বাস করুন, আপনার রান্না খাওয়ার জন্য সকাল থেকে কি যে আনন্দ হচ্ছিল। কিন্তু·· আসি মাসিমা! জামাইবাবু! কিছু মনে করবেন না! দিদি! তুই কিছু মনে করিস না। [হাত জোড় করে] মাষ্টারমশাই! আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

[প্রস্থান।

অমল। রূপা—রূপা!

নিতাই। ওকে ডাকুন—ডাকুন বৌঠান! আমি এখান থেকে চলেই যাচ্ছি।

অমল। কেন যাবেন মাষ্টার মশাই?

নিতাই। একটা কথা মনে পড়ে গেল অমল! মুসলমান পাড়ার নবাবজান কাল থেকে কিছু খেতে পায়নি। তার মেয়ে আমিনা আজ সকালে আমার কাছে এসেছিল। আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম, তোর বাপকে ভাবতে বারণ করিস আমিনা, আমি আজ দুপুরবেলায় যাবো। তাই তার কাছে চললাম।

অমল। না খেয়ে যাবেন?

নিতাই। বা রে! নবানজান যে না খেয়ে আছে। ভয় নেই রাগ করে যাচ্ছি না। নবাবজানকে ডেকে আনতে যাচ্ছি।

যে খাবার ওরা খেয়ে গেল না, সেই খাবার আমি খাবো—তুমি খাবে—নবাবজান খাবে—আর খাবে ফুলের মত কচি মেয়ে আমিন।। বৌঠান! কিছু ভেবো না, ঐ খাবার আমরা সবাই মিলে ভাগ করে খাবো।

[প্রস্থান।

মমতা। মানুষ ভাবে এক আর হয় এক।

অমল। কি হলো মা?

মমতা। যা হবার কথা ছিল না তাই হলো বাবা! আর যা হবার কথা ছিল তা বোধহয় আমার জন্মে আর হবে না।

[প্রস্থান।

দীপালী। কাব্য! এ বাড়ির ঘর দুয়ার উঠানে পর্যন্ত কাব্য গড়াগড়ি যাচ্ছে।

অমল। দীপা!

দীপালী। তাহলে মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে সবাই মিলে ভাগ করে খাও গো। আমি চললাম।

অমল। তুমি খাবে না?

দীপালী। আমি! কখন খেয়ে নিয়েছি। ছোটলোকের মতন বারোটার পরে খাওয়ার বদ অভ্যাস আমার নেই।

অমল। ওয়াণ্ডারফুল!

দীপালী। ও ইয়েস! তোমাকে আসল কথাটাই বলা হয়নি।

অমল। কি বলো?

দীপালী। তোমার ভাই আমায় বাবাকে···না, এখন আর বলার ধৈর্য নেই। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, পরে বলবো।

[প্রস্থান।

অমল। জীবনবৃক্ষে যে ফুলটা প্রথম ফুটল সে ফুল আজ

অন্যের হাতে। আমি যা পেলাম সে শুধু কাঁটা আর কিছু নয়। কিন্তু আমি আমার শিক্ষা দিয়ে সব কিছু মানিয়ে নিতে চাই। আমি ভুলে যেতে চাই আমার অতীত জীবন। কিন্তু ভুলতে দিচ্ছে কই! নতুন করে গড়তে দিচ্ছে কই। আমার জীবনবোধের বোধন মন্ত্র বোধ হয় ভুল হয়ে গেছে।

[ভাবগম্ভীর হয়ে কবিতা বলে]

রাত্রির তপস্যা শেষ
উদয়ের পথে শত লোক –
অপেক্ষায় উন্মুখ ওরা
কিন্তু হায় কোথা সূর্যালোক?

॥

—: কুনালের বাড়ি :—

কৌশিকের প্রবেশ।

কৌশিক। ছোটলোক নিতাই মাষ্টারের জন্যে আমার অনেক অসুবিধা হয়ে গেল। বিশেষ করে হিজলদীঘির পাড় দিয়ে যাওয়া একেবারে বন্ধ। তাহলে কি সুখে আমি এখানে বিজনেস করতে এলাম?

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। আপনার আসাই ভুল হয়ে গেছে স্যার।

কৌশিক। ভুল হয়ে গেছে!

সিদ্ধেশ্বর। হয়নি? গত বছর পুজোর সময় বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে এসে দেখেছিলেন—

কৌশিক। অজ পাড়া গাঁ হোক···মদ আর মধুর ছড়াছড়ি।

সিদ্ধেশ্বর। কিন্তু এখন? ছড়াছড়ি তো দূরের কথা, চোখেই দেখতে পাচ্ছেন না।

কৌশিক। সিদ্ধেশ্বর!

সিদ্ধেশ্বর। ছোটবাবু তবুও মদটা ম্যানেজ কচ্ছেন, কিন্তু মধু? মধুর কোন নাম গন্ধই নেই। মৌচাক একেবারে শূন্য।

কৌশিক। আরে শূন্যস্থান পূর্ণ করতেই তো কৌশিক মজুমদার এখানে এসেছে

সিদ্ধেশ্বর। কিন্তু নিতাই মাষ্টার?

কৌশিক। আরে দূর—দূর। নিতাই মাষ্টার আমার এক ফুঁয়ে উড়ে যাবে।

সিদ্ধেশ্বর। কিন্তু অমলবাবু?

কৌশিক। অমলের পিছনে আছে কুনাল।

সিদ্ধেশ্বর। কিন্তু কমল?

কৌশিক। কমলকে এমন কোমল করে দেব যে পোষা কুকুরের মত পিছু পিছু খুঁজবে।

সিদ্ধেশ্বর। কিন্তু বৌদিমণি?

কৌশিক। বৌদিমণি মানে কুনালের বৌ রূপালী? আরে তার নিজের পায়ের নীচে মাটি নেই।

সিদ্ধেশ্বর। কিন্তু—

কৌশিক। সাট আপ। বারবার কিন্ত কিন্তু করবে না।

সিদ্ধেশ্বর। আগে করতাম না স্যার। এখানে এসে করছি। কলকাতার জীবনে কিস্তু নেই, কিস্তু এই পাড়াগাঁয়ের জীবনে এখনও অনেক কিস্তু।

কৌশিক। কলকাতার কোথায় তোমার বাড়ি?

সিদ্ধেশ্বর। বাড়ি নয়—বাসা।

কৌশিক। তা বাসাটা কোথায়?

সিদ্ধেশ্বর। মানিকতলার পাশে। কপাল মন্দ তাই কলকাতা ছেড়ে এখানে চাকরী করতে এসেছি। আমার জেদ ভীষণ।

কৌশিক। তার মানে?

সিদ্ধেশ্বর। কারও তোষামোদ করতে পারি না। নইলে আমার মামাতো দাদার মাসতুতো সম্বন্ধীর খুড়তুতো ভাগ্না কলকাতা হাইকোর্টের জজসাহেব। তাকে ধরলে একটা ভাল কাজ পেতাম না বলছেন?

কৌশিক। নিশ্চয় পেতে।

সিদ্ধেশ্বর। শুধু তাই নয় স্যার! শিলিগুড়িতে বিরাট ডাক্তার·· নিশ্চয়ই নাম শুনেছেন। ডাক্তার দয়াময়, তিনি আমার মায়ের মাসতুতো ভাইয়ের ভাগ্না। মুখের কথা খসালেই—

কৌশিক। ভাল চাকরী হতো।

সিদ্ধেশ্বর। কত বলব স্যার! বড় বড় ভাল লোক সব আমার আত্মীয়। ফিলিম লাইনে বলুন, খেলার লাইনে বলুন, থিয়েটার যাত্রা—হ্যাঁ, যাত্রা জগতের দিকপাল অজ্ঞান কুমারের নাম নিশ্চয় শুনেছেন?

কৌশিক। বা। শুনিনি আবার? নামকরা হিরো।

সিদ্ধেশ্বর। ঠিক ধরেছেন। সেই অঞ্জন বাবুর সামনে গিয়ে যদি

দাঁড়াই তো এখনি চাকরী। কারণ উনি হচ্ছেন আমার বাবার মনিবের ভাইপোর পিসতুতো শালীর দাদার আপন বন্ধু।

কৌশিক। তাই বুঝি?

সিদ্ধেশ্বর। তবে আর বলছি কি স্যার। কিন্তু ওই যে বললাম জেদ আমার ভীষণ। খেতে না পাই সেওভি আচ্ছা কারও কোন জিনিস চাইবো না। ইয়ে—একটা সিগারেট দেবেন স্যার?

কৌশিক। তার মানে?

সিদ্ধেশ্বর। খেতে খেতে দেখে আসি, ছোটবাবু মাল নিয়ে কতদূরে আসছেন!

কৌশিক। এই নাও। [সিগারেট দেয়]

সিদ্ধেশ্বর। বাইরে গিয়ে ধরাব স্যার। ইয়ে করুন···ব্যবসা ভালই চলবে। আপনার তো অনেক টাকা···কিছু মানুষ কিনে ফেলুন।

কৌশিক। সিদ্ধেশ্বর!

সিদ্ধেশ্বর। তাহলে দেখবেন মদের বোতল নিয়ে মধু নিজে এসে আপনার কাছে হাজির হবে।

কৌশিক। পারবে?

সিদ্ধেশ্বর। কি স্যার?

কৌশিক। ঝুমুরকে কিছু টাকা দিয়ে পোষ মানাতে?

সিদ্ধেশ্বর। ওরে বাবা। সাক্ষাৎ মা মনসা। কি মনিব, কি চাকর দেখলেই একেবারে ফণা তুলে বসে আছে! সহরের লোক একেবারে সহ্য করতে পারে না।

কৌশিক। কি করে জানলে?

সিদ্ধেশ্বর। জানি স্যার জানি। আপনার মত সদ্য চার করে ছিপ ফেলিনি। চারের পর চার খাইয়েছি, ঘন ঘন টোপ পালটেছি, মনে

করলাম টোপ না ধরে খেঁচেই গাঁথবো। কিন্তু এমন ঘড়েল মিরিক, চারেই এলো না। [প্রস্থান।

কৌশিক। কার জন্যে চার করেছিল? নিশ্চয়ই তমালের জন্যে। ঘন ঘন টোপ পালটেছে তবু চারে আসেনি!

এক বোতল মদ নিয়ে তমালের প্রবেশ।

তমাল। না

কৌশিক। না মানে?

তমাল। এভাবে আর মাল জোগাড় করা সম্ভব নয় কৌশিক দা।

কৌশিক কেন?

তমাল। আর কেন। যার বাড়ী যাই সেই বলে নেই কাল থেকে আমাকে আর মাল আনতে বলবেন না

কৌশিক। তমাল!

তমাল। বিশ্বাস করুন, ভাল লাগে না।

কৌশিক আনতে ভাল না লাগুক, খেতে?

তমাল। খেতেও না।

কৌশিক বল কি ভায়া?

তমাল। ঠিকই বলছি। দেখবেন আমি আর মদ খাব না!

কৌশিক। হাউ ষ্ট্রেঞ্জ! একেবারে গুড বয় হয়ে গেছ মনে হচ্ছে? নাও খোল।

তমাল। আপনি খুলুন। আমি চললাম। [বোতল রেখে প্রস্থানোদ্যত]

কৌশিক। আরে ব্রাদার, শোনো—শোনো।

তমাল। বলুন?

কৌশিক। হঠাৎ এমন সুমতি হবার কারণ?

তমাল। কারণ আবার কি? এমনি—

কৌশিক। উহুঁ! এমনি নয়। এ একেবারে ভূতের মুখে রামনাম। নিশ্চয় বৌদি কানে ফুস মন্তর দিয়েছে?

তমাল। আমি চললাম।

কৌশিক। দাঁড়াও তমাল। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

তমাল। কি কথা?

কৌশিক। মাল খেতে হবে।

তমাল। না। আমি খাব না।

কৌশিক। আরে খাব না বললে কি চলে? [ছিপি খুলে খায়; তমালের হাতে বোতল দিয়ে বলে]

কৌশিক। চালাও।

তমাল। কৌশিক দা! কথা শুনুন—

কৌশিক। আরে ব্রাদার। কথা পরে শুনবো। আগে কাজ কমপ্লিট কর। এখনি কেউ এসে পড়বে। রেগুলার খাও, হঠাৎ ছেড়ে দিলে শরীর খারাপ করবে। চালাও চালাও··

[তমাল বোতল ধরে মদ খায় পরে বলে]

তমাল। আর খাবনা. কৌশিক দা! বোতল নিন।

কৌশিক। [বোতল নিয়ে] তোমাকে যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে তমাল। [মদ খায়] আঃ, মনটা তেজী মনে হচ্ছে। কি হলো এদিক ওদিক তাকাচ্ছ কেন? মধুর সন্ধান আছে নাকি?

তমাল। কৌশিকদা।

কৌশিক। নাও। এটুকু তুমি গলায় ঢেলে দাও।

তমাল। না।

কৌশিক। কি ঢং দিচ্ছো ভায়া। ধর....ধর .. ফিনিস করে ফেল। [বোতল দেয়]

তমাল। জানেন কৌশিকদা!

কৌশিক। কি?

তমাল। না, থাক—

কৌশিক। থাকবে কেন ব্রাদার, বলে ফেল। নিশ্চয়ই ঝুমুরের কথা বলবে? শোন তমাল! তুমি যা পারনি, আমি তা পারবই। ঝুমরীকে আমি গাঁথবোই।

তমাল। চুপ করুন।

কৌশিক। আরে চুপ করবো কি? কৌশিক মজুমদার জীবনে কখনও কোন জিনিস চেয়ে শুধু হাতে ফেরেনি? ঝুমরী শালী আমার দীলে ঢেউ তুলেছে—ওকে আমার চাই। যত টাকা লাগে কুছপরোয়া নেই.. ও মুরগী আমি জবাই করবই, না পারলে আমার কৌশিক নামটাই তোমরা বাদ দিয়ে দিও। হ্যাঁ।

[প্রস্থান।

তমাল। ঝুমরী কি শালা আমার বুকে ঢেউ তোলেনি? আলবৎ তুলেছে। কলকাতা থেকে প্রথম যেদিন বাড়ি এলাম, সেই দিনই... না-না কারও কথা শুনবো না। এই বয়েসে যদি উড়ে না বেড়াব তো উড়বো কবে? [মদ খায়] আলবৎ উড়বো।

রূপালীর প্রবেশ।

রূপালী। ঠাকুরপো।

তমাল। না।

রূপালী। কি না?

তমাল। উড়বো না।

রূপালী। মুখে বলছো। অথচ হাতে তোমার ওড়বার ওষুধ।

তমাল এঁ্যা! মদের বোতল! তাইতো...কি আশ্চর্য্য! আমার হাতে মদের বোতল কি করে এলো? ডাক্তারখানা থেকে আমি ওষুধের শিশি 'নয়ে এলাম, বাড়ি এসে সেটা মদের বোতল হয়ে গেল? শালার ডাক্তার ব্যাটা একেবারে বদ্ধ পাগল।

রূপালী। [কড়া স্বরে] থামো!

তমাল। বেশ, থামলাম। [মুখে হাত চাপে]

রূপালী। মাতলামী করবার আর জায়গা পেলে না মিথ্যাবাদী।

তমাল। কোন শালা বলে আমি মিথ্যাবাদী।

রূপালী। আমি শালা বলছি।

তমাল। খবরদার শালা মিথ্যাবাদী বলবে...[বোতল তোলে]

রূপালী। মারো। বোতল তুলেছ যখন তখন নামাচ্ছো কেন ঠাকুরপো? তোমার দাদা তো যা নয় তাই বলে গালাগালি করে গায়ে এখনও হাত তোলেনি, সেই কাজটা তুমিই কর। কপাল চেপে বোতলই বসিয়ে দাও। কি হলো? চুপ করে আছো কেন? এত করে বারণ করার পরও যখন মদ খাচ্ছো, খিস্তি খেউড় কচ্ছো, তখন মদের বোতল বৌদির মাথায় মারতে দোষ কোথায়?

তমাল। বৌদি! আমি শালা একেবারে জানোয়ার। [কান্না]

রূপালী। ঠাকুরপো!

তমাল। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! তুমি এখনো এই শালা শুয়োরের বাচ্চাকে ঠাকুরপো বলছো?

রূপালী। নিজেকে নিজে কখনও গাল দিতে আছে?

তমাল। নেই!

রূপালী। না।

তমাল। তবে কি আছে?

রূপালী। আলো!

তমাল। কোথায়?

রূপালী। তোমার মনে।

তমাল। বৌদি!

রূপালী। দেখতে চেষ্টা করনি, তাই দেখতে পাওনি।

তমাল। পাচ্ছি।

রূপালী। কি?

তমাল। আলো দেখতে।

রূপালী। কোথায়?

তমাল। তোমার মধ্যে।

রূপালী। ঠাকুরপো!

তমাল। তুমি আমার জীবনের আয়না বৌদি। তাই তোমার মধ্যে আমি আমার নতুন জীবনের আলো দেখতে পাচ্ছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর বৌদি। তুমি—[মদের বোতল রেখে রূপালীর পায়ে ধরে কাঁদে] আমাকে ক্ষমা কর।

রূপালী। ছিঃ-ছি এ কি করছো ভাই?

তমাল। প্রতিজ্ঞা করছি বৌদি! আজ থেকে জীবনে কখনও আর আমি মদ খাব না। সম্মানী মানুষের সম্মানে হাত দিয়ে কথা বলব না। তুমি যা বলবে তাই করব, তুমি যা বলবে না—তা আমি করব না—করব না—করব না।

[প্রস্থান।

রূপালী। প্রতিজ্ঞা ও পালন করবে কিনা জানি না, তবে কথা-গুলো বলে আমার মরুময় মনটাকে ছায়ায় ছায়ায় ভরিয়ে দিয়ে গেল।

কুনালের প্রবেশ।

কুনাল। ও ছায়া তো মেঘছায়া রূপালী! মেঘ সরে গেলে ছায়াও সরে যাবে!

রূপালী। সেই ক্ষণিকের ছায়াতেই আমি অনেক সান্ত্বনা পাই।

কুনাল। সেই অনেক সান্ত্বনা কি তোমার মনের যন্ত্রণা দূর করতে পারে?

রূপালী। তার মানে?

কুনাল। নিতাই মাষ্টারের ভাষায় শিক্ষাদরদী তুমি শিক্ষার মূর্ত প্রতীক অমলকে কি মন থেকে মুছে ফেলতে পেরেছো?

রূপালী। এ প্রশ্নের জবাব তো বিয়ের পরেই তোমাকে দিয়েছি।

কুনাল। আমি বিশ্বাস করিনি।

রূপালী। বিশ্বাস তোমার মনের সম্পদ। আমি তো তার ওপর জোর খাটাতে পারি না?

কুনাল। তুমি কি আমার ওপর জোর খাটাতে পার?

রূপালী। মনের ওপর কি জোর খাটে?

কুনাল। তবে কেন তুমি আমার ঘরে তোমার বিছানা করেছো?

রূপালী। তোমার ঘর আমার ঘর মনে করেছি বলে।

কুনাল। না। লোকে জানবে তুমি আমার স্ত্রী। কিন্তু তুমি জানবে তুমি আমার কেউ নয়।

রূপালী। কি বলছো তুমি!

কুনাল। ঠিকই বলছি, আমি যা বলি তাই করি।

রূপালী। তাহলে কি সারা জীবন ধরে স্বামী-স্ত্রী অভিনয় করে যাব ?

কুনাল। তাতে কি কোন সন্দেহ আছে ?

রূপালী। এ অভিনয়ের কি কোনদিন শেষ হবে না ?

কুনাল। না। দীপালা ছিল আমার হৃদয়ের গোলাপ। কাল-বৈশাখীর ঝড়ে সে গোলাপ খসে গেছে আমার জীবন থেকে···তাই বলে কি তোমার মত একটা শিমূল ফুলকে গোলাপ বলে মেনে নেব ? কখনও না। [প্রস্থানোদ্যত]

রূপালী। শোনো !

কুনাল। বল ?

রূপালী। তুমি আমাকে স্ত্রী বলে মেনে নিতে না পার, সেবিকা বলে মেনে নাও। আমি সারাজীবন তোমার সেবা করে জীবন কাটিয়ে দেব।

কুনাল। আমি অসুস্থ নই। আমার কোন সেবিকারও দরকার নেই।

রূপালী। তুমি বুঝতে পারছ না

কুনাল। কি ?

রূপালী। মনে মনে তুমি কতখানি অসুস্থ।

কুনাল। সে অসুস্থতা কি তুমি নিরাময় করতে পার ?

রূপালী। কেন পারি না ? আমি কি মেয়ে নই ? দিদির মত লেখাপড়া জানি না ঠিকই, কিন্তু আমার রূপ, যৌবন, ভালবাসা কোনটার অভাব আছে বল ?

কুনাল। রূপালী !

রূপালা। বল, বলতে হবে কিসে আমি তোমার অযোগ্যা ?

কুনাল। রুচিতে।

রূপালী। রুচিতে!

কুনাল। হ্যাঁ, তোমার রুচি আমার রুচি আকাশ পাতাল তফাৎ। তাই আমি তোমাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করি।

রূপালী। ঘেন্নাই যদি করবে তাহলে বিয়ে করেছিলে কেন? বল, কেন আমাকে বিয়ে করেছিলে? কাকার সম্মান রাখতে গিয়ে হাস-পাতাল থেকে ফিরে এসে, আমাকে বিয়ে করলে কি শুধু আমার নারীত্বকে অপমান করবার জন্যে? বল···আমার কথার জবাব দাও?

কুনাল। তোমার কথার জবাব? [রূপালীর গালে চড় মারে। জবাব পেয়েছো?

রূপালী। তুমি আমাকে চড় মারলে! কান্না] কিন্তু কি অপরাধ আমি করেছি তোমার কাছে?

অনঙ্গের প্রবেশ।

অনঙ্গ। অপরাধ? যে অপরাধ করেছে নিতাই মাস্টার, তার একমাত্র শাস্তি ··রূপালী এখানে রয়েছিস দেখছি। কেমন আছিস রূপালী?

[রূপালী ঘোমটা দেয়, অনঙ্গকে প্রণাম করে বলে]

রূপালী। ভাল আছি কাকা! খুব সুখে আছি। বসুন····আমি এখনি চা নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

অনঙ্গ। বুঝলে বাবাজী! যে কথা বলছিলাম—

কুনাল। বলুন?

অনঙ্গ। নিতাই মাষ্টারের শাস্তির কথা আমার ভাবা হয়ে গেছে। কিন্তু অমল—

কুনাল। অমল?

অনঙ্গ। অমলের ব্যবহারে আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং চিন্তিত। বিধাতার পাকচক্র, বুঝলে বাবাজী—বিধাতার পাকচক্র। নইলে আমার একমাত্র মেয়ে দীপা মাকে ওই ছোটলোকের হাতে তুলে দিতে হয়।

কুনাল। কাকাবাবু!

অনঙ্গ। তোমার কি এখন কোন কাজ আছে বাবাজী?

কুনাল। আজ্ঞে না।

অনঙ্গ। আর থাকলেও কিছু সময় নষ্ট করে আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে।

কুনাল। নিশ্চয়ই শুনবো, বলুন?

অনঙ্গ। তুমি নিশ্চয়ই জানো, গোপনে আমি কিছু কিছু মহাজনী কারবার করি? নিতাই মাষ্টার সেই গোপন ব্যাপারটা ফাঁস করে দিতে চায়।

কুনাল। কোথায়?

অনঙ্গ। পুলিশের কাছে।

কুনাল। লোকটা কি গাঁটাকে জ্বালাতে আবার গাঁয়ে ফিরে এসেছে?

অনঙ্গ। পারবে না বাবাজী, পারবে না। 'হাতী ঘোড়া গেল তল, মশা বলে আমার কত বল।' পাগলা নিতাই মাষ্টার আমার এক ফুঁয়ের ভর সইবে না। এখন মুস্কিল হয়েছে অমলকে নিয়ে। শুনছি অমল নাকি নিতাইকে সাহস দিচ্ছে।

কুনাল। সাহস দিচ্ছে মানে? দস্তুর মত আশ্রয় দিয়েছে।

অনঙ্গ। তাহলেই বুঝে দেখ ব্যাপারটা। সে যে চরিত্রের ছেলে, তাতে তো কিছুতেই তোমার আমার পক্ষে দাঁড়াবে না।

কুনাল। নিশ্চয়ই না।

অনঙ্গ। কাজে কাজেই তোমার আমার দুজনেরই ব্যবসা বন্ধ তার ওপর শুনছি নিতাই মাষ্টার নাকি ছোটলোক পাড়ায় নাইট স্কুল খুলছে। ধর্মগোলা করবার চেষ্টা করছে

কুনাল। শুধু তাই নয়, ছোটলোকগুলোকে নিয়ে এবং গাঁয়ের বকাটে ছেলেগুলোকে একজোট করে, অনেক কিছু করার মতলব আঁটছে।

অনঙ্গ। ছোটলোকগুলোর ভাবনা ভাবতে হবে না। ওদের আমি দেখে নেব। গণেশ বাগদীর টিকি আমার কাছে বাঁধা···ওই ব্যাটাই তো পাড়ার মাতব্বর। ওকে একটু জব্দ করে দিলেই পাড়াকে পাড়া একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তুমি এক কাজ কর —

কুনাল। ভদ্রলোকের বেকার বকাটে ছেলেগুলোকে হাত করে ফেলবো?

অনঙ্গ। এইতো। একেবারে চৌকশ বুদ্ধি। এইজন্যেই তো তোমাকে আমি জামাই···বিধাতার পাকচক্র বাবাজী! বিধাতার পাকচক্র। যাক, যা হবার সে তো হয়েই গেছে। রূপা-মাও অবশ্য আমার মেয়েই হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ভদ্রলোকের বেকার বখাটে ছোঁড়া-গুলোকে হাত তোমাকে করতেই হবে। কিছুতেই যেন নিতাইমাষ্টার ওদের ধারে কাছে ঘেঁষতে না পারে।

কুনাল। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

অনঙ্গ। ব্যস ব্যস। আজ রাত্রেই ওদের যাত্রা-থিয়েটার করবার জন্য কিছু টাকা দিয়ে দাও। এই নাও দুশো টাকা। ওরা ওই নিয়ে

হৈ-হুল্লোড় করুক···তারপর নিতাই মাষ্টারকে আমি দেখে নিচ্ছি। হ্যাঁ, আর একটা কথা বাবাজী!

কুনাল। বলুন?

অনঙ্গ। আগামী পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে তোমাকেই প্রেসিডেণ্ট করবো ঠিক করেছি।

কুনাল। কাকাবাবু!

অনঙ্গ। বিধাতার পাকচক্র বাবাজী! বিধাতার পাকচক্র! নইলে তোমাকে নিয়ে আমার কত স্বপ্ন···তবু তুমি কিছু চিন্তা করো না। কারণ দীপালী রূপালী আমার কাছে সমান। কাজেই আমার চেয়ারে তোমাকে যদি না বসাতে পারি, তাহলে মিছেই আমার নাম অনঙ্গ হালদার। দেখি, রূপা-মার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। যেখানে দীপার থাকার কথা···সেখানে আজ·· বিধাতার পাকচক্র বাবাজী! সবই বিধাতার পাকচক্র।

[প্রস্থান।

কুনাল। তার চেয়েও বড় চক্র তোমার অনঙ্গ হালদার! তোমার কুসংস্কারের প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্তে আমার দীপালী আজ অমলের ঘরে চলে গেছে। লগ্নভ্রষ্টা, আজকের দিনে, এই বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে লগ্নভ্রষ্টা হবে বলে দুটো জীবনকে এমনিভাবে···না—কিছুতেই আমি অমলকে ক্ষমা করবো না। যে সাপের বিষ আমি হজম করেছি, সেই ভয়ঙ্কর বিষ আমি অমলের জীবনে ছড়িয়ে দেব। অমল মরবে, নিতাই মাষ্টার মরবে। যে আমার সঙ্গে বিরোধিতা করতে আসবে, সেই আমার বিষাক্ত ছোবল খেয়ে—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

॥ সপ্তম দৃশ্য ॥

—: মনসাতলা :—

মাথায় গামছা বাঁধা, জলখাবারের গামলা ও হাতে জল
ভরা জগ নিয়ে ঝুমুরের প্রবেশ।

ঝুমুর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—খেয়ে দেয়ে সেই যে মড়া কাল সনঝে বেলায় শুয়েছে, এখনও অবদি ওঠবার নাম নেই। বাপরে বাপ! নাকের কি গজ্জন। চুপি চুপি পা টিপে টিপে যেয়ে যেই এক আঁজলা জল গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছি, অমনি— [গান গায়]

গীত।

ঝুমুর।— জাগিয়া উঠেছে আমার
সোনার নকিন্দর
সোনার কাঠির পরশ পেয়ে।
দুরু দুরু কাঁপে বুক
সোন্দরী সে বেহুলার
অবাক নয়নে থাকে চেয়ে॥

গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বাদলের প্রবেশ।

[বাদলের আসা ঝুমুর জানতে পারে না। সে গান গায়।

গীতাংশ।

ঝুমুর।— ভাবে কন্যে মনে মনে,
বন্যে এলো এ যৈবনে,

উথালি পাথালি করে হিয়ে
ভরা নদী দেহখানি,
যৈবনের কালাপানি,
নয়ন মেলেছে স্বজন নেয়ে॥

বাদল। [হাততালি দিয়ে] ফাষ্টো কেলাশ গান মাইরী।

ঝুমুর। আ ম'লো! তা তুই কখন উঠে এলি?

বাদল। অনেকক্ষণ।

ঝুমুর। অনেকক্ষণ! তা লুকিয়ে লুকিয়ে গান-শুনছিলি বুঝি?

বাদল। শুধু গান শুনছিলাম না ঝুমুর।

ঝুমুর। তবে?

বাদল। দেখছিলাম।

ঝুমুর। কাকে দেখছিলি?

বাদল। তোকে।

ঝুমুর। আমার—

বাদল। চোখ, মুখ, বুক—গোটা শরীল।

ঝুমুর। দেখে আর লাভ কি?

বাদল। ক্যানে? [চেয়ে থাকে]

ঝুমুর। "তাকাচ্ছো ক্যানে ফ্যাল ফ্যাল, যার সরষে তার ত্যাল।"

বাদল। তার মানে?

ঝুমুর হয়ে গেছে।

বাদল। কি হয়ে গেছে?

ঝুমুর। ঠিক।

বাদল। কিসের ঠিক?

ঝুমুর। বিয়ের।

বাদল। কার বিয়ের ?

ঝুমুর। আমার।

বাদল। কার সঙ্গে ?

ঝুমুর। নেড়ার সঙ্গে।

বাদল। ঝুমুর !

ঝুমুর। কি করবো বল ? পই পই করে তোকে কতদিন বলেছি—বাবার সঙ্গে পাকা কথা ক', তা শুনলি আমার কথা ? গেল তো হাত ফসকে ?

বাদল। কিন্তু তোর বাবা যে আমাকে নিজেই বলেছিল।

ঝুমুর। সেকি আর বাবার মনে থাকে ? কাল সনঝেবেলায় নেড়ার সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। নেড়া অনেক কিছু দেবে।

বাদল। কি দেবে শালা নেড়া কবিয়াল ?

ঝুমুর। কানের দুল, নাকের ফুল, পায়ের পাঁইজোর। আমার দু' জোড়া শাড়ী, বাবাকে দেবে শান্তিপুরের ধুতি—আর—

বাদল। আর—

ঝুমুর। তিনখানা গামছা।

বাদল। আমি তো শুনলাম তোদের পুরোনো ঘরটা ভেঙ্গে নতুন ঘর করে দেবে। [প্রস্থানোদ্যত]

ঝুমুর। আ ম'লো ! যাচ্ছিস কোথায় ?

বাদল। কাজে।

ঝুমুর। কাদের বাড়ী ?

বাদল। কুনাল বাবুর বাড়ী।

ঝুমুর। তবে বললি ওদের কাজে।

বাদল । যা—যা, ঢং দেখাস না । শালা ছোটলোক কি গায়ে লেখা থাকে ?

ঝুমুর । কথা শোন—

বাদল । কার কথা শুনবো ? নেড়া কবিয়ালের হবু বৌয়ের ? গলায় দড়ি—

ঝুমুর । হাঃ-হাঃ-হাঃ !

বাদল । হাসছিস যে ?

ঝুমুর আ ম'লো ! রহস্যিও বুঝিস না তো বিয়ে করে আমাকে সামাল দিবি কি করে ?

বাদল । ঝুমুর !

কবি গান গাইতে গাইতে নেড়ার প্রবেশ ।

॥ পাঁচালী ॥

সামাল সামাল তোদের বামাল
চোর ঢুকেছে অন্দরে ।
কেষ্ট ছোঁড়া বদের গোড়া
লোকে কয় গোবিন্দরে ॥
আয়ান ঘোষ ওই আসছে ছুটে,
জটিলা কুটিলা জুটে—
পালিয়ে যারে ও কালকুটে
কাল যে তোর মন্দরে ॥

মুখে ঢোলের বোল বলতে বলতে শঙ্করের প্রবেশ ।

শঙ্কর । ধাগ ধাগিনা, তাক তাগিনা, ধাগিন ধিনা, তাগিন ধিনা,

তেরে কেটে কেটে, ধেরে কেটে কেটে···বাবু মশাই বেশ টেরী কাটে—মদ্যি খানেতে টাক—ত্রেকেটে ধাগিনা তাক, ত্রেকেটে ধাগিনা তাক, ত্রেকেটে ধাগিনা তাক।

[নেড়া আবার পয়ার ছন্দে গায়
শঙ্কর মুখে বোল বলে]

॥ **পয়ার** ॥

নেড়া।— এই কথা শুনিয়া তখন
পালায় কেষ্ট ছোঁড়া,
এক দৌড়ে ডাঁড়ায় গেয়ে
কদম গাছের গোড়া॥
হাতের বাঁশী রইলো পড়ে
আহা কি দুগ্যতি।
রাধারানী ঘোমটা টানে
যেন কত সতী॥
কুল মজানী কলঙ্কিনী
নজ্জা নেইকো মোটে।
বাজলে বাঁশী কদমতলায়
এখনো যায় ছুটে।
নজ্জা নাইরে।
প্রেমের আগুন জ্বলে দ্বিগুণ
নজ্জা নাইরে।
গলায় দড়ি জোটে না তোর
নজ্জা নাইরে॥

শঙ্কর। [মুখে বোল বলে [ঝাঁই না নানা, ঝাঁই নানা, নাই মানা, নাই মানা, একটা কাপড় ছুটো জামা, কিনে আনলে কানাই মামা। মুড়কী ভরা নতুন ধামা, ঝাঁই কন কন ঝাঁই। ঝাঁই কন কন ঝাঁই। ঝাঁই কন কন ঝাঁই ·· ··

ঝুমুর। মুখপোড়াদের লজ্জাও নাই।

বাদল। শালারা বেহায়া নাক কাটা।

[নেড়া আবার পাঁচালী গায়]

॥ পাঁচালী ॥

নাক কাটিয়া যাত্রা ভঙ্গ
করবো আমি দেখব রঙ্গ,
আমি যে হায় কাল ভুজঙ্গ
পেলাম ধুনোরগন্ধ রে ॥

সামাল সামাল······ [প্রস্থান।

শঙ্কর। [মুখে বোল বলে] ঘিঘিতা ঘিনা, তিঘিতা ঘিনা—ডাল নিবি না ভাত নিবি না—চচ্চড়ী অম্বল, যাগ যাগ যাগ পান্তা ভাতে মাগুর মাছের ঝোল। ত্রেকেটে তাক ধা, ত্রেকেটে তাক ধা, ত্রেকেটে তাক ধা। [প্রস্থান।

বাদল। শালারা ঠাট্টা করে গেল।

ঝুমুর। যাবে না? দেখে যে অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। তা হ্যাঁরে মুখ-পোড়া? বিয়ের পর তুই আমাকে কি দিবি?

বাদল। যা দোব তার অনেক দাম।

ঝুমুর। সোনার চেয়েও?

বাদল। নিশ্চয়

ঝুমুর। জিনিসটা কি রে ?

বাদল। ভালবাসা।

কুনালের প্রবেশ।

কুনাল। বাঃ-বাঃ, সকালবেলায় মনসাতলায় দাঁড়িয়ে বেশ তো ভালবাসা করা হচ্ছে। কাজে যাবি না ?

বাদল। না।

কুনাল। না মানে ?

বাদল। আমি তো সেদিন জবাব দিয়ে এয়েচি

ঝুমুর। তাহলে তো তোর কোন দোষই নেই।

কুনাল। চুপ কর ছোটলোক।

ঝুমুর। আমরা ছোটলোক নয় বাবু।

কুনাল। তবে কি ?

বাদল। হরিজন।

কুনাল। হরিজন! নিতাই মাষ্টার মন্ত্র দিয়েছে বুঝি ?

ঝুমুর। ক্যানে গো বাবু! নিতাই মাষ্টার কি তোমাদের বুকে ভাতের উনান নামিয়েছে ? যে তেনার ওপর তোমাদের এত রাগ ? খপরের কাগজ পড় নাই ? দেখ নাই গরমেণ্টো নিকে দিয়েছে, আমরা হরিজন ?

কুনাল। আরে বাপ! ভেতরে ভেতরে তোরা তাহলে অনেকদূর এগিয়েছিস ? তা কাজ করবি না তো খাবি কি ? নিতাই মাষ্টার আর অমলবাবু খাওয়াবে বুঝি ?

বাদল। কেনে খাওয়াবে ? কাজ করে খাব। ছুটো খাটবো… নাগাড়ে আর কাজ করবো না।

ঝুমুর। সেই ভাল। তুই গিন্নীমাকে বলে আয়, ঝুমুর একটুন পরে আসছে। মাঠে জলখাবার দিতে গেছে। বেশী দেরী হবে না··· এই তো ফুলদীঘির মাঠ, যাব আর আসব। [প্রস্থান।

কুনাল। ঝুমুরকে তুই বিয়ে করবি ?

বাদল। মনে হয় !

কুনাল। ভালই হবে। ওকে বিয়ে করলে তোকে আর কাজ করতে হবে না।

বাদল। ক্যানে ?

কুনাল : ওই তোকে খাওয়াবে।

গণেশ বাগ্দীর প্রবেশ।

গণেশ। ঘোড়ার ডিম খাওয়াবে। জলখাবার নিয়ে আসার কথা কোন সকালে, এখনও পাড়ায় পাক মারছে·· কই, কোনদিকে গেল মেয়েটা ?

বাদল। ওই তো গলি দিয়ে যাচ্ছে···

গণেশ। আরে এই ঝুমুর ! মাঠে আর তোকে যেতে হবে না। গামলাটা দে—বাড়ীতে বসেই পান্তাক'টা খেয়ে নিই।

বাদল। বাড়ীতে খাবে ?

গণেশ। হ্যাঁ। তামুক ফুরিয়ে গেছে। জল খেয়ে তামুক নিয়ে একেবারে মাঠে যাব।

অনঙ্গের প্রবেশ

অনঙ্গ। না।

গণেশ। হালদারবাবু !

অনঙ্গ। একশো নব্বই টাকা ফেল। ফেলে তবে জমিতে পা দিবি।

গণেশ। অতো টাকা কিসের ?

কুনাল। কিসের ? নিয়ে মনে থাকে না ?

গণেশ। ক্যানে মনে থাকবে না। চার কুড়ি দশ টাকা নিয়েছিলাম ধান দিয়ে শোধ দেব বলে···তা অতো টাকা হলো কি করে ?

কুনাল। কি করে হলো বাবুর বাড়ী গিয়ে হিসেব দেখে আসবি।

বাদল। হিসেব আবার কি দেখবে বাবু ? যা নিয়েছে তাতো ও স্বীকার কচ্ছে।

অনঙ্গ। তুই থাম ব্যাটা বোকা ববর !

গণেশ। বাবুমশাই ! পাঁচ কাঠা জমি নিকে দিয়ে টাকা নিয়েছি, এমনি দাও নাই। কথা আছে, টাকা শোধ হলে জমিটা তুমি ঘুরিয়ে দেবে। আজ ধান কাটছি···কালই বিক্রি করে তোমার দেনা শোধ করে দোব। চার কুড়ি দশ টাকা দিয়েছ, সুদ নিয়ে পাঁচ কুড়ি দশ টাকা দেবার কথা আছে—ব্যস ঝামেলা মিটে গেল।

অনঙ্গ। না। ঝামেলা মিটবে না।

গণেশ। ক্যানে ?

অনঙ্গ। একশো নব্বই টাকা তোকে দিতে হবে—এবং এখনি, না হলে তোকে ওই জমিতে নামতে দেব না।

কুনাল। কেন দেবেন ? জমিটা তো আপনার নামে রেজিষ্ট্রেশন করা আছে।

গণেশ। কিন্তু কথাটা ? ভদ্রলোকের কথাটার বুঝি কোন দাম নাই ?

অনঙ্গ ওসব বাজে কথা রাখ। আমার জমিতে পা দিলে তোকে জেল খাটিয়ে তবে ছাড়বো।

গণেশ। } হালদার বাবু!
বাদল। }

নিতাইয়ের প্রবেশ

নিতাই। চুপ কর ছোটলোকের দল! এতবড় তোদের সাহস যে হালদার বাবু বলে ডাকিস?

গণেশ। তবে কি বলে ডাকবো?

নিতাই। ভগবান বাবু।

অনঙ্গ। নিতাই!

নিতাই। মিথ্যা তো বলিনি ভাই। তোমরা ভগবানের চেয়েও বড়। বিধাতার চেয়েও শক্তিশালী। ইচ্ছামত দিনকে রাত রাতকে দিন করছো। ন্যায়ের আকাশ থেকে সত্যের সূর্যকে নামিয়ে মিথ্যার নিহারিকা সৃষ্টি করে চলেছ।

কুনাল। আপনার কথাবার্তা অত্যন্ত আপত্তিকর।

নিতাই বিদুরের কথা দুর্যোধনের কানে চিরকালই শ্রুতিকটু।

অনঙ্গ। তুমি কি মনে করেছ বলতো নিতাই মাষ্টার?

নিতাই। তোমরা যা কোনদিন মনে করনি।

অনঙ্গ। হরিজন-হরিজন করে গাঁয়ের ছোটলোকগুলোকে মাথায় তুলে নাচবে?

নিতাই। তোমরা পায়ের তলায় ফেলে রেখেছ বলেই, মাথায় তোলার প্রশ্ন আনছো।

গণেশ। মাষ্টার ঠিক বলেছে।

বাদল। একশোবার।

গণেশ। হাজারবার। আমি ধান কাটতে চললাম।

অনঙ্গ। ওরে ব্যাটা ছোটলোক··! বাঁচতে চাস তো জমিতে নামবি না।

নিতাই। কেন?

অনঙ্গ। জমি আমি কিনে নিয়েছি।

নিতাই। মিথ্যা কথা। জমিটা তোমার কাছে বন্ধক আছে।

কুনাল। আপনি কি করে জানলেন?

নিতাই। আমি অমলের মুখে শুনেছি, গণেশের মুখে শুনেছি।

কুনাল। ওরা মিথ্যাবাদী।

নিতাই। কুনাল!

অনঙ্গ। জমিটা আমার নামে খোস কোবালা রেজিষ্ট্রেশন করা।

কুনাল। আইনত জমিটা কাকাবাবুর।

অমলের প্রবেশ।

অমল। আইনের কথা বাদ দাও কুনাল। তুমি, আমি, আরও অনেকে জানি, জমিটা ওনার কাছে বন্ধক দেওয়া আছে।

নিতাই। ঠিক সেই কারণেই আমি তোমাকে অনুরোধ করছি অনঙ্গ। তোমার ন্যায্য টাকা মিটিয়ে নিয়ে জমিটা গণেশকে ফিরিয়ে দেবে।

গণেশ। লাখ কথার এক কথা।

বাদল। কালই ধান বেচে টাকা শোধ দিয়ে দেবে।

গণেশ। তাহলে ধান কটা আমি কেটে আনি?

অনঙ্গ। যাবি না গণেশ!

নিতাই। অনঙ্গ!

কুনাল। তুমি থামো।

অমল। কুনাল!

নিতাই। বলতে দাও অমল—বলতে দাও। ওরা তো ওকথা বলবেই। ওরা তো মানুষকে অপমান করবেই। না হলে পঙ্গপালের সংখ্যা বাড়বে কি করে?

কুনাল। চুপ কর বুড়ো শকুন!

নিতাই। তোমার বাবা আমার বন্ধু ছিলেন কুনাল। গালাগালটা শুধু আমাকেই দিলে না—তোমার বাবাকেও দিলে

কুনাল। কি বললি রাস্কেল!

[সহসা কুনাল নিতাইয়ের গালে চড় মারে। অমল চীৎকার করে ওঠে]

অমল। কুনাল!

নিতাই। ছিঃ-ছিঃ অমল! এত সামান্য কারণে তুমি উত্তেজিত হচ্ছো কেন? এ তো ওদের ধর্ম। মনে পড়ছে না যিশুখৃষ্টের কথা? চৈতন্যের কথা?

অমল। মাষ্টার মশাই!

নিতাই। আরও আগে ফিরে চল অমল। মঙ্গল ও শান্তির প্রতীক সতীলক্ষ্মী সীতাকে যখন রাবণ চুরি করে নিয়ে যায়·· তখন যে পাখী রাবণের ব্যাভিচারে প্রথম বাধা দিয়েছিল·· তার নাম জটায়ু। দুর্নীতি, ব্যাভিচার, বর্বরতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে যুগে যুগে কত জটায়ু যে জীবন দিয়েছে, তার কোন হিসাব আছে?

অমল। মাষ্টার মশাই!

নিতাই। তবু জটায়ুরা মরে না অমল। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, মহাত্মা গান্ধী কেউ মরেনি। তাই শুধু চড় কেন– নিতাই মাষ্টারকে মেরে ফেললেও নিতাই মাষ্টার মরবে না। [প্রস্থান।

অনঙ্গ } হাঃ-হাঃ-হাঃ !
কুনাল। }

গণেশ। হাসছেন ক্যানে গো বাবুমশাই? মনে কচ্ছো জমিটা তোমার হয়ে গেল? না। ওই পাঁচ কাঠা জমি আমার পেরাণ। আমি পেরাণ দোব—তবু ওই জমি দোব না। [প্রস্থান।

কুনাল। কি করে আটকাবি?

বাদল। ফেরৎ আইন করবো।

অনঙ্গ। বাদলা!

বাদল। গরমেণ্টোকে জানাবো। বলবো হালদারবাবু অন্যায় করে জমিটা কেড়ে নিয়েছে, তোমরা এর বিচার কর। [প্রস্থান।

অনঙ্গ। এসব বুদ্ধি কে দিয়েছে? নিতাই মাষ্টার না তুমি?

অমল। আমিও দিইনি, মাষ্টার মশায়ও দেননি।

অনঙ্গ। তবে কে দিয়েছে?

অমল। আপনি।

অনঙ্গ। অমল!

অমল। আপনার শোষণ ওদের জীবনে এনে দিয়েছে এক নতুন চেতনা।

অনঙ্গ। কি বললে!

অমল। ওই জমিটার আশা আপনি ত্যাগ করুন। [প্রস্থান।

অনঙ্গ। কুনাল! ভেতরে ভেতরে ওরা তাহলে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন উপায়?

কুনাল। উপায় স্থির করবো আপনার বাড়ীতে বসে। এখন আপনি বাড়ী চলে যান। [প্রস্থান।

অনঙ্গ। অমল আমার জামাই হয়ে শেষ পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। ভেবেছিলাম সামনে আসতে সাহস করবে না। কিন্তু··· ছিঃ-ছি-ছি, একটা বাদরের গলায় আমি মুক্তোর মালা পরিয়ে দিয়েছি।

[প্রস্থান।

॥ অষ্টম দৃশ্য ॥

—: অমলের বৈঠকখানা :—

কমলের প্রবেশ।

কমল। পরিয়ে দিয়েছি তো কি হয়েছে? চুরিও করিনি আর ডাকাতিও করিনি। বৌদি বললে তাই তার গলায় হারটা পরিয়ে দিয়েছি। তাও প্রথমে আমি রাজি হইনি। বৌদি যখন রাগ করলো, তখন—

মমতার প্রবেশ।

মমতা। হারটা পরিয়ে দিলি।

কমল। হ্যাঁ, দিয়েছি। তাতে কি হয়েছে?

মমতা। কি আবার হবে? কিছুই হয় নি!

কমল। কিছুই হয়নি। হয়নি কিছু তো বাঁকা বাঁকা কথা বলছো কেন?

মমতা। বাঁকা কথা আমি বলি নি। তুই মানে করছিস বাঁকা।

কমল। বাঁকা মানে করছি ?

মমতা। করছিস না ? ক'দিন ধরে লক্ষ্য করছি তোর মেজাজটা যেন কেমন হয়ে গেছে। প্রায়ই দেখছি কলেজ কামাই করছিস। শুনলাম—

কমল। কি শুনলে ?

মমতা। গাঁয়ে যে যাত্রা হবে তুই নাকি তাতে পার্ট করছিস ?

কমল। যাত্রায় পার্ট করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় নাকি ?

মমতা। তা হয় না। তবে লেখাপড়া করতে করতে ওসব না করাই ভাল

কমল। কি ভাল, আর কি মন্দ বোঝবার আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, বুঝলে ?

মমতা। এতদিন বুঝিনি, আজ বুঝছি।

কমল। মা !

মমতা। তোর যে এত পরিবর্তন হয়েছে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

কমল। বাজে কথা বলবে না মা !

মমতা। বাজে কথা আমি বলিনি কমল। মনে মনে ভেবে দেখ, কি ছিলি—আর কি হয়েছিস ? সাত চড়ে যার মুখ দিয়ে সাড়া বেরুতো না, সেই তোর মুখে আজ লঙ্কার ঝাঁজ।

কমল। কেন হবে না বলতে পারো ? দিনরাত তুই মা-ব্যাটাতে আমাকে জ্ঞানের বাণী শুনিয়ে শুনিয়ে আমার চেতনাকে মেরে রেখেছিলে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই এক কথা, এটা করিস না, ওখানে যাস না, সে কথা বলিস না। কেন ? কেন তোমরা আমাকে সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আটকে রেখে, পৃথিবীটা আমার ছোট করে দিয়েছিলে ?

মমতা। কমল!

কমল। আজ যদি সেই গণ্ডী থেকে আমি বেরিয়ে আসি, ভুল করেছি? আজ যদি আমার বোধের সীমানাকে আরও একটু বাড়াতে চাই, সে কি অন্যায়?

মমতা। সীমানা বাড়াতে গিয়ে তুই শৃঙ্খলা ভাঙবি মনে করেছিস? ভদ্রতা, সভ্যতা, নম্রতা দিয়ে কি জীবনের সীমানা বাড়ানো যায় না?

কমল। থাক, থাক খুব হয়েছে। দয়া করে চুপ কর।

মমতা। কি বললি?

কমল: নীতিকথার নীতিসুধা পান করে করে জীবনটা আমার তেতো হয়ে গেছে, অনুগ্রহ করে আমাকে তোমরা রেহাই দাও।

[প্রস্থান।

মমতা। কমল।···শোন··, এই কমল কি সেই কমল? যার গর্বে অহঙ্কারে মনটা আমার ভরে উঠতো? কিন্তু কি করে এমন হলো।

অভয়ের প্রবেশ।

অভয়। ফুস মন্তরে গো গিন্নীমা—ফুস মন্তরে।

মমতা। অভয়!

অভয়। ভানুমতীর খেলা দেখাতে এসে সেই লোকগুলো যেমন সবাইকে ফুস মন্তর দিয়ে ভুলিয়ে দেয় ছোটদাকেও তেমনি ফুস মন্তর দিয়ে দিয়েছে।

মমতা। কে দিয়েছে?

অভয়। সে তো আমার চেয়ে ভাল জানো গো গিন্নিমা। যদি না জানো, তাহলে বলবো তোমার কিছু বুদ্ধি নেই। কিছুই জানো না।

মমতা। জানি অভয়!

অভয়। ছাই জানো। গুষ্টির মাথা জানো। কিছু জানো না।

মমতা। আবার সেই বক বক শুরু করে দিলি ?

অভয়। তা তো বলবেই গো গিন্নিমা। সত্যি কথা বলতে গেলেই আমি বক বক করি। ঠিক আছে, তোমার ছাগল তুমি যেখানে খুসী চোট মার, আমার বলবার দরকার কি ? [প্রস্থানোদ্যত]

মমতা। শোন !

অভয়। ক্যানে ডাকছো ? আবার তো সেই বক বক করতে নেগে যাব।

মমতা। পাগলটা জ্বালিয়ে মারলে দেখছি।

অভয়। আর তুমি আমাকে জ্বালিয়ে মারছো না ?

মমতা। কি বললি ?

অভয়। মিছে কথা বলেছি ? যার যা মন সে তাই করছে, তুমি কাউকে কিছু বলছো না · শুধু গুমরে গুমরে মরছো আমি বুঝতে পারি না ?

মমতা। বুঝতে পারিস অভয় ?

অভয়। না, তা পারবো ক্যানে ? তোমাকে নতুন দেখছি কিনা ? আজ তো খুব গিন্নী হয়েছো, বলি এ গিন্নিমো তোমাকে শেখালে কে শুনি ? এ বাড়ীতে বৌ হয়ে এসে কার কাছে তুমি সংসারের কাজকম্মো শিখেছিলে মনে আছে ?

মমতা। মনে আছে অভয়। তোর কত্তাবাবুর আমলটাকে বেশী করে মনে রেখেছি বলেই তো আজকের দিনগুলোকে আমি সহ্য করতে পারি না।

অভয়। গিন্নিমা !

মমতা। আপ্রাণ চেষ্টা করে ছেলেদুটোকে, সংসারটাকে ঠিক রাখবার চেষ্টা করেছিলাম অভয়। ঠিক ছিলও। কিন্তু কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল।

অভয়। ছেলের বিয়ে দিয়েই সব ওলট-পালট হয়ে গেল। যত নষ্টের গোড়া ওই বৌদিমণি!

মমতা। কিন্তু কি করি বল। হাজার হোক ছেলের বৌ। গেরস্তের লক্ষ্মী। যত অন্যায়ই করুক, সম্মানের ভয়ে তাকে আমি কিছুই বলতে পারি না। কি জ্বালায় যে জ্বলছি অভয়, তোকে আর কি বলবো। মেয়েটাকে আমি না পারছি সইতে—আবার না পারছি বইতে। সব জানি, তবু যেন কিছুই জানি না।

অভয়। সব তুমি জানো না।

মমতা। তার মানে?

অভয়। কথাটা বলাও লজ্জার। তবু তুমি মা, তোমাকে বলবো না তো কাকে বলবো…[এদিক ওদিক চেয়ে] আজ ভোরবেলায় মুনিষ ওই আমাদের শঙ্করা গো, এসে বললে মাঠে যাব গাড়ী নিয়ে ধান আনতে। দু'গাড়ী পাঁজা ঢিল দেওয়া আছে, তার রসি গাছা ছিঁড়ে গেছে কি হবে?

মমতা। তারপর?

অভয়। আমি বললাম হবে আবার কি তোর মাথা। রসি ছিঁড়ে গেছে, তো কাল বলতে পারিস নি?

মমতা। রসির গল্প শোনার সময় নেই। আমি চললাম।

অভয়। আরে রসির গল্প নয়। ভেতরে আরও কথা আছে।

মমতা। তা সেই কথাটা বল?

অভয়। বলছি তো। তা গোড়া থেকে না বললে গুছিয়ে বলা

যায়? হ্যাঁ, আমি তখন বড়দার ঘরের দুয়ারে যেয়ে ডাকতে আরম্ভ করলাম—বড়দা, ও বড়দা দুয়োর খোল···রসি কিনতে হবে পয়সা দাও।

মমতা। তারপর?

অভয়। বড়দা দুয়োর খুলে দিলে।

মমতা। খুলে দিলে তো কি হলো?

অভয়। আরে তখনই তো নজরে পড়লো।

মমতা। কি?

অভয়। বড়দার বিছানা পাতা মাটিতে। আর—

মমতা। আর?

অভয়। বৌদিমণি খাটে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

মমতা। অভয়!

অভয়। কি হলো! এটা তুমি জানতে? জানতে না। শুনে অবাক হয়ে গেলে তো? আরে অবাক তো আমিও হয়েছিলাম ব্যাপারটা দেখে। দু'জনেরই সোমত্ত বয়েস। এই বয়েসে কোথায় আমোদ-আহ্লাদ করবে, তা না শোবার ঘরে পেথক। তুমিই বল গিন্নিমা—লোকে বিয়ে করে ক্যানে? দু'জনে দু-জায়গায় শোবার জন্য কি বিয়ে করে?

চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে
দীপালীর প্রবেশ।

দীপালী। এই রাস্কেল! কি সব অবসীন কথা বলছিস?

অভয়। বাংলা করে বল বৌদিমণি!

দীপালী। বাংলা করে বলতে গেলে জুতো-পেটা করতে হয় বুঝলি?

মমতা। বৌমা!

দীপালী। লজ্জা করে না আপনার—ছেলে-বৌয়ের শোবার ঘরের কথা চাকরের মুখে শুনতে ?

মমতা। আমার যে লজ্জা নেই বৌমা! থাকলে কি ওই কথা কানে শুনে এখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতাম ?　　　　[প্রস্থান।

দীপালী। কি করবেন রানী ভবানী ?

পুনঃ কমলের প্রবেশ।

কমল। কি হয়েছে বৌদি ?

দীপালী। ওই যে প্রভুভক্ত হনুমানটাকে জিজ্ঞাসা কর।

কমল। এই পবন-নন্দন! কি হয়েছে ?

অভয়। ভানুমতীর খেল আরম্ভ হয়ে গেছে।　　　　[প্রস্থান।

কমল। জুতো মেরে তোর মুখ ভেঙ্গে দেব শুয়ারের বাচ্ছা। তোর বড় আস্পর্ধা বেড়ে গেছে। তোকে আমি—

[প্রস্থানোদ্যত হয়, দীপালী তার হাত ধরে সোহাগী কণ্ঠে বলে]

দীপালী। এই ঠাকুরপো! কোথায় যাচ্ছো ?

কমল। শয়তানটাকে শায়েস্তা করে দিয়ে আসি। তোমাকে বলে কিনা ভানুমতী!

দীপালী। তা বলুক।

কমল। বৌদি!

দীপালী। ও বললেই তো আমি ভানুমতী হয়ে যাচ্ছি না।

কমল। কিন্তু···

দীপালী। আবার কিন্তু! বলেছি না, এই বয়েসে কিন্তু করবে না। কিন্তু করে করে কিছু শিখতে পারনি, না প্রেম—না ভালবাসা। প্রেম মানুষকে উদার করে—সাহসী করে, বুঝলে ? আমি তোমাদের বাড়ী

আসার আগে পর্যন্ত তুমি তো মেয়েদের দিকে চাইতেই পারতে না।

কমল। লজ্জা করতো।

দীপালী। কেন লজ্জা করবে বল? পুরুষ যদি মেয়েদের দিকে না চাইলো, তাহলে তো মেয়েদের সাজ-গোজের কোন মানেই হয় না। তোমরা দেখবে বলেই তো আমরা নানান ফ্যাসানে সাজ-সজ্জা করি।

কমল। বৌদি!

দীপালী। যাক, ব্লাউজটা কেমন ফিট করেছে বল?

কমল। আমি—

দীপালী। চোখ মেলে ভাল করে দেখ।

কমল। তুমি—

দীপালী। তোমাকে দিয়ে আর একটা কাজ করিয়ে নেব।

কমল। কি?

দীপালী। ব্লাউজের পিছনের একটা হুক খুলে দাও।

কমল। তোমার—

দীপালী। গায়ে হাত দিতে লজ্জা করছে? বিয়ে করে বৌকে ম্যানেজ করবে কি করে? নাও খোল…ভীষণ টাইট লাগছে—কি হ'লো? খুলে দাও—

কমল। আমি পারব না।

দীপালী। কমল!

কমল। আমি চললাম।

দীপালী। শোনো! [আবার হাত ধরে]

কমল। বল।

দীপালী। সেই গানটা শিখেছো?

কমল। হ্যাঁ।

দীপালী। সেদিন তো কুনালদের বাড়ীতে কৌশিকের সঙ্গে খেলে, কেমন লাগলো ?

কমল। আমি খাইনি। বিশ্বাস কর, তোমার দিব্যি বলছি—

দীপালী। মদ খেয়েছো। আমি জানালা দিয়ে দেখেছি।

কমল। বেশী খাইনি। একটুখানি—

দীপালী। ঝুমুরকে কেমন লাগে ?

কমল। ভাল !

দীপালী। ঝুমুরকে ভাল লাগে আর আমাকে ভাল লাগে না ?

কমল। বৌদি !

[সহসা দীপালী কমলের কণ্ঠ দু'হাত দিয়ে বেষ্টন করে গান গায়]

দীপালী।— **গীত।**

মনের অরণ্যে বলগো, কি জন্যে
কুহু কুহু কোকিল ডাকে ?
প্রেমের গাগরী ভরি কি না ভরি
ভালবাসা নদীর বাঁকে।

কমল। বৌদি !

দীপালী।— **গীতাংশ।**

নাগো না ভ্রমরা ভয় কি ?
ফুল যদি না মনের পাপড়ি খোলে
তবে মধু খাওয়া তোমার হয় কি ?
তাই প্রথম কদম ফুলের কি দাম
মৌমাছিরা তার হিসাব রাখে॥

দীপালী। কেমন লাগলো গানটা ?

কমল। ফাইন। [প্রস্থানোদ্যত]

দীপালী। কোথায় চললে ?

কমল। কুনালদের বাড়ী।

দীপালী। কার কাছে ?

কমল। কৌশিকদার কাছে !

দীপালী। কেন ?

কমল। আর এক গেলাস মদ খেতে। [প্রস্থান।

দীপালী। কমলকে আমি সাততলার চিলে-কোঠা থেকে একতলার অন্ধকারে নামিয়েছি ! ইচ্ছা করলে ওকে—

নিতাই মাষ্টারের প্রবেশ।

নিতাই। পঙ্গপাল বানাতে পার ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

দীপালী। একি ! অসভ্য জানোয়ারের মত আমাকে দেখে হাসছো কেন ?

নিতাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

দীপালী। ঘরে কেউ নেই। আমি একা, গায়ের কাপড় অগোছালো—আর তুমি চুপি চুপি এসে আমাকে দেখে হাসছো ?

নিতাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ !

দীপালী। লজ্জা করছে না হাসতে ? আমি না তোমার মেয়ের বয়সী ? মেয়ের মত একটা মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসতে তোমার লজ্জা করছে না ছোটলোক ?

নিতাই। ঠিক সেই চোখ···সেই মুখ, তেমনি বিষাক্ত দাঁত··· অবিকল সেই রকম দেখতে—

দীপালী। কি বলছো তুমি!

নিতাই। অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে…

দীপালী। নিতাই মাষ্টার!

নিতাই। নশ্বর স্বাস্থ্য…

দীপালী। তার মানে!

নিতাই। দেহের প্রত্যেকটি বাঁকে বাঁকে ধ্বংসের ইশারা…

দীপালী। আমার—

নিতাই। প্রতি কোষে কোষে দুরন্ত পিপাসা!

দীপালী। আমি—

নিতাই। যৌবনের দূর্বার ক্ষুধায় নেমে এসেছে এক ক্লান্তিহীন কৃষকের সবুজ শস্যক্ষেত্রে!

দীপালী। কি?

নিতাই। তুমি আর একটা ভয়ঙ্কর পঙ্গপাল! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

অমলের প্রবেশ।

অমল। কি হলো ··কি হলো মাষ্টার মশাই! অমন করে হাসছেন কেন?

নিতাই। আমি হাসছি?

অমল। আজ্ঞে হ্যাঁ, হাসছিলেন!

নিতাই। ভুল শুনেছ।

অমল। মাষ্টার মশাই!

নিতাই। আমি কাঁদছিলাম। .

অমল। কেন কাঁদছিলেন?

নিতাই। ভয়ে।

অমল। কিসের ভয়ে ?

নিতাই। দুর্ভিক্ষের ভয়ে।

অমল। দুর্ভিক্ষ কোথায় ?

নিতাই। সারা মানব সমাজে।

অমল। মানব সমাজে !

নিতাই। হ্যাঁ, মানব সমাজের মাঝখানে মানবিকতার শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র। যে ক্ষেত্র আবাদ করে গেছেন—হোমর—গ্যেটে, ব্যাস, বিদ্যাসাগর—রামমোহন—মহাত্মা গান্ধী। সেই সবুজ শস্যক্ষেত্রের চারি-পাশে আজ ওৎ পেতে বসে আছে—

অমল। কারা ?

নিতাই। পঙ্গপাল। পঙ্গপালেরা—ওই ওরা।

দীপালী। খবরদার, বাজে কথা বলবে না নিতাই মাষ্টার। কুনালের কাছে মার খেয়েও লজ্জা নেই তোমার ?

অমল। দীপালী !

দীপালী। দীপালী বাজে কথা বলে না অমল ! ওই লোকটাকে তোমরা এখনও চেনোনি কিন্তু আমি চিনেছি।

নিতাই। চিনবেই তো। তোমার চোখে যে বিশেষ দৃষ্টি। শুধু তাই নয়। তুমি যে বাতাস শুঁকে গন্ধ পাও।

দীপালী। থামো ; ধর্মগোলা তৈরী করে আর ছোটলোক-গুলোকে হরিজন বলে তুমি যে কি করতে চাও, আর কেউ না জানুক আমরা জানি।

মমতার পুনঃ প্রবেশ।

মমতা। কি জানো বৌমা ! বল, চুপ করে আছো কেন ?

কৌশিকের প্রবেশ ।

কৌশিক । বললে কি আপনারা বিশ্বাস করবেন মাসিমা ?

দীপালী । করবে, ছাই করবে । বুড়ো শয়তানটা যে ক'টা বাছাই বাছাই আদর্শের বুলি বলে ওদের মাথাগুলো খেয়ে দিয়েছে ।

কৌশিক । তা ঠিক ।

অমল । কৌশিক বাবু ! আপনি কি আমাদের অপমান করতে এসেছেন ?

কৌশিক । ছিঃ-ছিঃ, কি যে বলেন । আমি এসেছি দীপালীকে ডাকতে ।

দীপালী । আমাকে ডাকতে !

কৌশিক । হ্যাঁ । কাল মাইথন যাবো পিকনিক করতে, তাই কুনাল তোমাকে ডাকছে ।

নিতাই । এক পঙ্গপাল, আর এক পঙ্গপালকে পাঠিয়েছে, আর এক পঙ্গপালকে ডাকতে ।

দীপালী । সাট আপ লম্পট !

অমল ।
মমতা । } দীপালী !

দীপালী । জিজ্ঞাসা কর ওই শয়তানকে । কেন বাগদী পাড়ায় পড়ে থাকে । ঝুমুর এখানে কাজ করে কেন ওর বাড়ী কাজ করতে যায় ? কেন একটু আগে ওই লম্পট চুপি চুপি এসে আমাকে দেখছিল ?

নিতাই । হাঃ-হাঃ-হাঃ !

দীপালী । হাসছো ! বলবো আরও একটা কথা ?

অমল । দীপালী !

মমতা। বাধা দিস না অমল! সে কথাটাও বলতে দে, বলুক।

দীপালী। বলতে আমি পারি। তবে সে কথা বললে এ বাড়ীতে আমার আর জায়গা হবে না।

নিতাই। হবে গো হবে। কৃষক সজাগ হলে তোমাদের জায়গা হতো না। কিন্তু এ কৃষক সজাগ নয়, প্রচণ্ড আশার বিছানা পেতে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। তাই তোমাদের জায়গার অভাব হবে না।

অমল। মাষ্টার মশাই!

নিতাই। মনসাতলায় এতক্ষণ ওরা পড়তে বসেছে। আমি যাই অমল। কাল সকালে বড় দারোগা আসবে, তুমি যেন বাড়ীতে থেকো।

কৌশিক। দারোগা আসবে কেন?

নিতাই। চোর ধরতে।

কৌশিক। কার কি চুরি গেছে?

নিতাই। অনেকের অনেক সবুজ চুরি হয়ে গেছে ··যাচ্ছে—যাবে। তাই সবুজ চোর ধরতে দারোগা বাবু আসবেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [প্রস্থান।

কৌশিক। কথার ধাঁধাঁ দিয়ে লোক ঠকানো ওর ব্যবসা।

অমল। কৌশিক বাবু!

কৌশিক। দীপাকে তাহলে একদিনের জন্যে ছেড়ে দিচ্ছেন অমল বাবু! অফকোর্স আপনি গেলে খুব খুশী হতাম। যদি সম্ভব হয় আপনি দীপাকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। প্লিজ— [প্রস্থান।

দীপালী। কতদিন বাইরে বেরোই নি। আনন্দে মনটা নেচে উঠছে।

মমতা। তুমি সত্যিই পিকনিক করতে যাবে বৌমা!

দীপালী। তবে কি মিথ্যে করে যাব বলছি। অনঙ্গ হালদারের মেয়ে মুখে যা বলে···কাজে তাই করে।

মমতা। তা আর সম্ভব নয় বৌমা!

দীপালী। কেন?

মমতা। হালদার বাড়ীর মেয়ে হলেও এখন তুমি এ বাড়ীর বৌ।

দীপালী। তাতে কি হয়েছে? বৌ বলেই কি আপনারা আমার মাথা কিনে নিয়েছেন?

মমতা। মাথা কেনার কথা আমি বলছি না বৌমা!

দীপালী। তবে কি বলছেন?

মমতা। তুমি আমার পুত্রবধূ! এ বাড়ীর গৃহলক্ষ্মী। তোমার কি উচিৎ নয় স্বামী শ্বশুরের বংশের ইজ্জত বাঁচিয়ে চলা। তোমাকে জ্ঞান দিচ্ছি না বৌমা। যুক্তি করছি। লেখাপড়া যতই শেখো, আসলে তো তুমি মায়ের জাত। এদেশের মেয়েরা জানে স্বামীর সঙ্গই নারীর স্বর্গ। তাই বলছিলাম যা করবে অমলের সঙ্গে আলোচনা করে কর। ও যদি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যায় নিশ্চয়ই তুমি পিকনিক করতে যাবে।

দীপালী। ও যদি না যায়?

মমতা। তাহলে তোমার যাওয়া হবে না।

দীপালী। কি বললেন?

অমল। হালদার বাড়ীর মেয়ে কি কানেও কম শোনে না কি!

দীপালী। কানে কম শোনে না, কথাটা আর একবার শুনতে চায়।

মমতা। বেশ তাই শোন। কুনালের সঙ্গে তোমার পিকনিক করতে যাওয়া হবে না।

দীপালী। একি রানী ভবানীর আদেশ?

অমল। দীপালী!

দীপালী। থামো! তোমার মায়ের মুখ থেকে আমি জবাব শুনতে চাই।

মমতা। রানী ভবানী আমি নই বৌমা! তবুও তোমাকে জবাব আমি দিতাম। যদি বিষটুকু আমি নিজে না খেতাম—

অমল। মা!

মমতা। উপায় নেই অমল! বিষ যে আমি নিজে খেয়েছি। তা তোমাকে বলছি বৌমা! মেয়েমানুষ তুমি, কুশিক্ষার রং মেখে যতই তোমরা আধুনিকা হতে চাও—একটা কথা মনে রেখো। মেয়ে যদি মেয়েমানুষ না হয়—তার চেয়ে লজ্জার আর কিছু নেই। তার চেয়ে ঘেন্নার আর কিছু নেই—তার চেয়ে অপমানের আর কিছু নেই। [প্রস্থান।

দীপালী। আশ্চর্য!

অমল। অভয়দার মুখ থেকে মা আমাদের শোবার ঘরের খবর পেয়ে গেছে।

দীপালী। পেয়েছে তো কি হয়েছে?

অমল। কি হয়েছে তুমি বুঝতে পারছো না?

দীপালী। না।

অমল। না মানে!

দীপালী। মানেটা কি তুমি বোঝ না অমল? শিক্ষা দরদী তুমি, গাড়ী গাড়ী লোককে ঝুড়ি ঝুড়ি জবান দিয়ে বেড়াও—নাইট স্কুল করে ছোটলোকগুলোকে শিক্ষার জাহাজ বানাচ্ছ, অথচ নিজের ভুলের মানে নিজে বুঝতে পার না?

অমল। ভুল আমি করিনি দীপালী। ভুল করেছেন তোমার বাবা।

দীপালী। তুমি মেনে নিলে কেন? কেন ফিরিয়ে দাওনি আমার বাবাকে? কেন বলনি—না, আপনার মেয়েকে বিয়ে করা আমার উচিৎ নয়, জিততে চেয়েছিলে সেদিন। কুনালের ভালবাসার ফুলটাকে নিয়ে সেদিন তুমি খেলা করার স্বপ্ন দেখেছিলে, তাই না?

অমল। খেলা যদি করে থাকি সে আমার জীবন নিয়ে।

দীপালী। তোমার জীবন তো এখন কুনালের হাতে।

অমল। রূপালীর কথা বলছো? তাকে আমি ভুলে গেছি।

দীপালী। মিথ্যা কথা বলবে না। অমল।

অমল। মিথ্যা বলিনি দীপালী! সেই রাত্রের ঝড় আমার জীবনকে এলোমেলো করে দিয়ে গেছে। কাছের জিনিষ দূরে উড়িয়ে দিয়ে দূরের সামগ্রীকে কাছে পৌছে দিয়েছে। বিধাতার সে নির্মম পরিহাস তো আমি মনে প্রাণে মেনে নিয়েছি দীপালী! রূপালীকে মন থেকে মুছে সেখানে তোমার আসন পেতেছি।

দীপালী। তোমার পাতা সে আসনে কোনদিন আমি বসতে পারব না।

অমল। পারবে দীপালি! পারবে।

দীপালী। তার মানে!

অমল। আমার শিক্ষার বাঁশীর সুর শুনে তোমার অহঙ্কারের সাপ একদিন মাথা নত করবেই।

দীপালী। ভুল! প্রচণ্ড ভুল। থাক—আমি কিন্তু পিকনিক করতে যাচ্ছি।

অমল। না।

দীপালী। মানে?

অমল। যাবে না।

দীপালী। বাঃ, আমার প্রোগ্রাম করা আছে।

অমল। প্রোগ্রাম ক্যানসেল কর।

দীপালী। ইম্পসিবল।

অমল। দীপালী! ভুলে যেও না আমি তোমার স্বামী।

দীপালী। কিন্তু তুমিই বা ভুলে যাচ্ছো কি করে—আমাদের বিয়েটা একটা এ্যাকসিডেণ্ট ?

অমল। এ্যাক্সিডেণ্ট হলেও সেটা ঘটনা।

দীপালী। এ্যাক্সিডেণ্ট মানে দুর্ঘটনা। [প্রস্থান।

অমল। দীপালী! দীপা—না-না, আবার আমি ভুল করছি—এ্যাডজাষ্টমেণ্ট ইজ পিওর এডুকেশন। মানিয়ে নেওয়াই তো সবচেয়ে বড় শিক্ষা। দীপালীকে যদি মানিয়ে নিতেই না পারলাম তাহলে মিথ্যাই আমার শিক্ষার অহঙ্কার। একটা প্রচণ্ড সত্যের কাছে মিথ্যা কতদিন মাথা উঁচু করে থাকবে? না, বেশীদিন নয়। সত্যের উজ্জ্বল আলোয় স্নান করার পর দীপালীর জীবনে কুনালের প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে যাবে। [প্রস্থান।

॥ নবম দৃশ্য ॥

—ঃ ঠাকুর বাড়ী ঃ—

আগে তমাল ও পিছনে মাছের পেতে নিয়ে
ঝুমুরের প্রবেশ।

তমাল। না-না, বন্ধ হয়ে যাবে কেন? [ঘড়ি দেখে] এই তো মাত্র ন'টা বাজে। এর মধ্যেই ডাক্তারখানা বন্ধ হয়ে যাবে?

ঝুমুর। তুমি জানো না ছোটবাবু! ডাক্তার যে সকাল সকাল রুগী দেখে ডাকে যায়।

তমাল। গণেশ কাকার কি অসুখ করেছে?

ঝুমুর। সর্দি কাশি। আর ওর—

তমাল। ওর মানে?

ঝুমুর। বাদলের।

তমাল। কি হয়েছে বাদলের?

ঝুমুর। আর বলোনা। নেড়ার সঙ্গে মারামারি করে মাথা ফাটিয়ে বসে আছে। তার লেগেই তো বেশী ভাবনা। মাছ ক'টা ধরে এনেই লেগে গেল দাঙ্গা। একেবারে অক্তোয় জামা ভিজে গেছে। বেশ দিচ্ছিলাম দোকানীকে, তুমি আবার ডেকে নিয়ে এলে। এদিকে আসতে বাপু ভয় নাগে।

তমাল। কেন?

ঝুমুর। ক্যানে আবার। কলকেতার বাবু যা তাকায়।

তমাল। কি রকম তাকায়?

ঝুমুর। এমনি করে। [ট্যারা হয়ে তাকিয়ে দেখায়] যেন গিলে খাবে। বেজায় ভয় লাগে।

তমাল। শুধু ওকে ভয় করিস, আমাকে করিস না?

ঝুমুর। ক্যানে। তোমাকে আবার ভয় করবো কিসের নেগে?

তমাল। হাঃ, মনে নেই, সেই তমালদের বাড়ীতে ভোরবেলায় ফুল কুড়ুচ্ছিলি

ঝুমুর। হাঃ-হাঃ-হাঃ, তাই বটে। মনে পড়লে শরীলটা কাঁটা দিয়ে ওঠে। তখন তুমি খুব খারাপ নোক ছিলে।

তমাল। আর এখন?

ঝুমুর। ভাল হয়ে গেছ। একেবারে দেবতার পারা। দাঁড়াও তোমাকে একটা পেন্নাম করি।

[মাছের পেতে নামিয়ে তমালকে প্রণাম করে]

তমাল। এস বোন! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

ঝুমুর। দেখেছ, কতায় কতায় যে দেরী—সেই দেরী। কই ডাকো বৌদিকে।

তমাল। বৌদির জন্যেই তো মাছ কিনছি। খয়রা মাছ খুব ভালবাসে। তুই এখানে দাঁড়া। আমি বৌদিকে ডেকে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

ঝুমুর। বৌদি বটে বাপু। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী পিতিমে। ধনি্য মেয়ে যা হোক, লম্পট দেওরটাকে দেবতা বানিয়ে ছাড়লে। কইগো, ও বৌদি, তাড়াতাড়ি এস। আমাকে আবার ডাক্তারখানা যেতে হবে। দেখেছ, বেহায়া ছোঁড়াটা ঠিক সেই বুকের কাছে এসে হাজির। না বাপু! শাড়ী একটা না কিনলে আর হবে না। আস্তা দিয়ে আসবার যো নেই। ছোঁড়াগুলো সব হাঁ করে এই ছেঁড়ার পানে তাকিযে থাকে। শাড়ী ত কিনবো। কিন্তু টাকা……

কৌশিকের প্রবেশ।

কৌশিক। আমি দেব, নেবে?

ঝুমুর। তা আবার নোব না? তুমি অসিক নাগর।

কৌশিক। ঝুমুর!

ঝুমুর। বাদলকে তুমি কলকেতা নিয়ে যাব বলেছ?

কৌশিক। হ্যাঁ। ভাল চাকরী করে দেব। অনেক মাইনে।

ঝুমুর। যাবে বলেছে?

কৌশিক। না, রাজী হচ্ছে না। তুই বললেই রাজী হয়ে যায়। বল না। তোদের দুজনকেই নিয়ে যাব।

ঝুমুর। মাইরী ?

কৌশিক। মাইরী।

ঝুমুর। মা কালীর দিব্যি ?

কৌশিক। মা কালীর দিব্যি।

ঝুমুর। হ্যাগা, কলকেতার বাবু ?

কৌশিক। কি ?

ঝুমুর। কলকেতায় কি আছে ?

কৌশিক। হাওড়ার পুল, গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা, মনুমেণ্ট, বড় বড় বাড়ী, হোটেল—থিয়েটার, কত কি।

ঝুমুর। মানুষ আছে ?

কৌশিক। তা নেই ?

ঝুমুর। তোমাকে দেখে তো কলকাতায় মানুষ আছে বলে মনে হয় না।

কৌশিক। কি, আমি মানুষ নই ?

ঝুমুর। না তুমি একটা দামড়া গরু।

[প্রস্থানোদ্যতা হলে কৌশিক তার আঁচল টেনে ধরে]

ঝুমুর। ছেড়ে দাও · ছেড়ে দাও বলছি। নইলে মান থাকবে না বাবু।

কৌশিক। তোকে অনেক টাকা দেব ঝুমুর।

ঝুমুর। তোমার টাকায় আমি থুতু ফেলি—থূ—থূ—

কৌশিক। ঝুমুর ! তোকে আমি ভালবাসি।

রূপালীর প্রবেশ।

রূপালী। ছিঃ—কৌশিক ঠাকুরপো ! ছিঃ···

কৌশিক। তুমি কি ব্যাপারটাকে সিরিয়াস ধরে নিয়েছ নাকি? আরে না-না, আমি ওর সঙ্গে একটু ইয়ার্কি করছিলাম। রাগ করিস না ঝুমুর।

ঝুমুর। না গো বাবু, আগ করবো ক্যানে? তুমি তো ইয়ার্কি করছিলে।

কৌশিক। ঠিক বুঝেছিস।

ঝুমুর। তাহলে আমিও একটুন ইয়ার্কি করি?

কৌশিক। নিশ্চয়ই।

ঝুমুর। তুমি কলকাতার বাবু লয়—চিড়িয়াখানার ম্যানেজার।

[প্রস্থান।

রূপালী। মাছ নিয়ে বাড়ীর ভেতর চল ঝুমুর। কি হলো কৌশিক ঠাকুরপো! মান থাকলো?

কৌশিক। ছোটলোকের মেয়ে তো?

রূপালী। আর কখনও ওর সঙ্গে কথা বলো না।

কৌশিক। কথা দিচ্ছি রূপা, কখনও ওর সঙ্গে কথা বলব না। যদি—

রূপালী। যদি?

কৌশিক। তোমাকে আমি পাই।

[রূপার হাত ধরে। রূপালী কৌশিকের গালে চড় মারে ও বলে]

রূপালী। কি বললে অমানুষ!

কৌশিক। চড় মেরেছ—বেশ করেছ, তবু বিশ্বাস কর রূপা! শুধু তোমার জন্যেই আমি এখানে আছি।

রূপালী। বেরিয়ে যাও ইতর—

কৌশিক। ওটা তুমি মুখে বলছো। কিন্তু বুকে যে তোমার আগুন

জ্বলছে তা আমি জানি। অমলকে পেলে না, কুনাল তোমাকে আজ পর্যন্ত ছোঁয়নি, অথচ যুবতী তুমি, ভরা-ভাদরের নদীর মত তোমার যৌবনের স্রোত দেহটাকে কামনার দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

রূপালী। যাবে এখান থেকে পশু?

কৌশিক। যাব। তুমি রাজী হও, আমি তোমাকে নিয়ে আজই কলকাতা চলে যাব।

রূপালী। কৌশিক!

কৌশিক। ভেবে দেখ রূপা। আমার সব কিছু তোমাকে দেব। বিনিময়ে তুমি দেবে তোমাকে। তোমার উপবাসী মন কানায় কানায় ভরে উঠবে। বল, রাজী? তুমি হ্যাঁ বললেই আমি আজ রাত্রের ট্রেনে তোমাকে নিয়ে যাব।

তমালের প্রবেশ।

তমাল রাত্রের ট্রেনে নয়—এখুনি।

রূপালী। ঠাকুর পো! [কান্না]

তমাল। আমি সব শুনেছি বৌদি! তুমি কেঁদো না। দাদাকে আমি এখনি বলছি।

কৌশিক। তমাল!

তমাল। সাট আপ রাস্কেল! তুমি যদি দাদার বন্ধু না হতে—তাহলে এখনি তোমাকে গলাধাক্কা দিয়ে এখান থেকে বের করে দিতাম।

দীপালীর প্রবেশ।

দীপালী। কেন? ওর অপরাধ? কি করেছে কৌশিক?

তমাল কি করেছে বৌদিকে জিজ্ঞাসা কর।

দীপালী। রূপা!

রূপালী। তুমি আমার সঙ্গে ভেতরে এস দিদি, ওখানে গিয়ে তোমাকে আমি সব বলব।

দীপালী। কি বলবি তা আমি জানি, আর যা করেছিস তা তো আমি দেখেছি।

রূপালী। কি করেছি দিদি?

দীপালী। চুপ কর কালামুখী! ওই মুখে আর দিদি বলে ডাকিস না।

রূপালী। দিদি!

দীপালী কৌশিককে তুই প্রেম নিবেদন করিস নি?

তমাল। দীপাদি!

কুনালের প্রবেশ।

কুনাল। সাট্ আপ ইডিয়ট। দীপার মুখের ওপর কথা বললে জুতিয়ে তোর মুখ ভেঙ্গে দেব।

তমাল। দাদা!

কুনাল। দাদা! কেন তুই বিনা দোষে কৌশিককে অপমান করেছিস

কৌশিক। কুনাল! ওসব কথা বাদ দে রূপা না বুঝে ভুল করেছে। ওকে তুই ক্ষমা কর ভাই। আমি তোর হাতে ধরছি। রূপা! দুঃখ করো না—আমি কিছু মনে করিনি। কারণ তোমাকে আমি মায়ের পেটের বোনের চেয়েও বেশী স্নেহ করি। [প্রস্থান।

কুনাল। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।

তমাল। দাদা! তোমার ওপর ঘেন্নায় আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। [প্রস্থান।

কুনাল। তমাল!

দীপালী। ওর দোষ কি কুনাল! তোমার প্রিয়তমা তো রামায়ণ মহাভারত অনেক পড়েছে—সেখান থেকে কোন তুক-তাক শিখে তমালের মাথা বিগড়ে দিয়েছে, বুঝতে পারছো না?

কুনাল। কিগো সতী-সাধ্বী রূপাদেবী! এত যদি যৌবনের জ্বালা তো আমাকে বললে না কেন? আমি তোমাকে কলকাতার কোন বিশেষ পল্লীতে রেখে আসতাম। তাতে অন্তত কুনাল মুখার্জীর মুখে চুণ-কালী পড়তো না।

দীপালী। অমলকে পেলি না বলে কুনালের সঙ্গেও মানিয়ে নিতে পারলি না। অমলকে ছেড়ে কৌশিককে ধরবি ভেবেছিলি? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, গলায় দড়ি দিগে·· বিষ খেয়ে যৌবনের জ্বালা জুড়োগে হতচ্ছাড়ী।

রূপালী। আর কিছু বলবে তোমরা?

দীপালী। }
কুনাল। } তার মানে?

রূপালী। মানে বোঝাবার শক্তি আমার নেই। আমি মনে মনে মরে শেষ হয়ে গেছি।

দীপালী। }
কুনাল। } রূপা!

রূপালী। এর চেয়ে তোমরা যদি আমাকে গলা টিপে মারতে, তাহলে জানতাম আমি বেঁচে গেছি।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

দীপালী। মর—মর হতচ্ছাড়ী। এই তোর প্রেম! এই প্রেমের

এত অহঙ্কার। শশা কাঁকুড়ের মত প্রেমকে কেটে কুচি কুচি করে জনে জনে বিলিয়ে বেড়াচ্ছিস ?

কুনাল। দীপা !

দীপালী। কি গো কুনালবাবু ! ভাগ্যিস সাপে কামড়েছিল। তাই অমন গুণবতী রূপবতী বৌ পেয়েছিলে।

কুনাল। কে বৌ ?

দীপালী। কেন, তোমার রূপারানী ?

কুনাল। না।

দীপালী। না মানে ?

কুনাল। ও আমার বৌ নয়।

দীপালী। তবে কি প্রিয়া ?

কুনাল। না। আমার প্রিয়া আমার সামনে।

[সহসা দীপাকে বক্ষলগ্ন করে, দীপালী বলে :

দীপালী। ইউ নটি বয়। বুকে এত আগুন নিয়ে ছিলে কি করে ?

কুনাল। তোমার প্রেমের জল ছিটিয়ে। [চুম্বন করতে যায়]

দীপালী। না।

কুনাল। দীপা !

দীপালী। এখানে নয়।

কুনাল। তবে কোথায় ?

দীপালী। কলকাতা চলো। পিকনিক করার নাম করে আমরা কলকাতা গিয়ে প্রেমের পেয়ালায় চুমুক দেব।

কুনাল। সত্যি !

দীপালী। সত্যি গো সত্যি। সেখানে কেউ থাকবে না, শুধু তুমি আর আমি।

কুনাল। আমি আর তুমি

অনঙ্গের প্রবেশ

অনঙ্গ আমি ভেবে দেখলাম, বুঝলে বাবাজী!

[দু'জনে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়]

কুনাল। আজ্ঞে—

অনঙ্গ। দীপা-মা! তুই এখানে? রূপার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলি বুঝি?

দীপালী। হ্যাঁ বাপী। ওর শরীরটা বেশ ভাল নেই, তাই দেখতে এসেছিলাম। তুমি কিন্তু ভারি দুষ্টু বাপী।

অনঙ্গ। কেন মা কেন? কি দুষ্টুমী করলাম?

দীপালী। নিতাই মাষ্টারের ওপর রাগ করে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে যাও না। জানো বাপী। নিতাই মাষ্টারকে আমি কুকুরের মত অপমান করেছি।

অনঙ্গ। করেছিস?

দীপালী। বারে! করবো না?

কুনাল। নিশ্চয় করবে। কিন্তু অমলকে যেন কিছু বলো না দীপালী।

দীপালী। অমলের সঙ্গে আমি কথাই বলি না।

অনঙ্গ। সেকি!

দীপালী। সেকি নয় বাপী সত্যি। অমল ব্যানার্জী, অনঙ্গ হালদারের মেয়ের চাকর হতে পারে—স্বামী হতে পারে না। [প্রস্থান।

অনঙ্গ। মেয়েটা খুব রেগে গেছে মনে হচ্ছে!

কুনাল। ও কিছু না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ

সিদ্ধেশ্বর। যাবে নয়—যান। শিগগীর পালিয়ে যান বাবু।

অনঙ্গ। কি ব্যাপার ?

সিদ্ধেশ্বর। পুলিশ আসছে।

অনঙ্গ। }
কুনাল। } পুলিশ!

সিদ্ধেশ্বর। পুলিশ মানে—পুলিশের বাবা পুলিশ। থানার বড়বাবু!

অনঙ্গ। }
কুনাল। } বড়বাবু!

সিদ্ধেশ্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকে খুঁজছে।

অনঙ্গ। আমাকে!

সিদ্ধেশ্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার বাড়ী গিয়েছিল, ওখানে না পেয়ে এখানে আসছে।

কুনাল। সিদ্ধেশ্বর!

সিদ্ধেশ্বর। আমি পালাই বাবা। ওদের বিশ্বাস নেই। হয়তো সব শালাকে ছেড়ে দিয়ে, বেঁড়ে শালাকে তেড়ে এসে ধরে একেবারে সদরের শ্রীঘরে। [প্রস্থান।

অনঙ্গ। কি ব্যাপার বলতো কুনাল! হঠাৎ বড়বাবু আমাকে খুঁজছে কেন ?

মিঃ গুপ্তর প্রবেশ।

মিঃ গুপ্ত। দরকার আছে মিঃ হালদার।

কুনাল। আসুন বড়বাবু! বসুন—

মিঃ গুপ্ত। বসতে আমি আসিনি মিঃ মুখার্জী। মিঃ হালদারের সঙ্গে কিছু কথা আছে।

অনঙ্গ। বলুন স্যার ! এ অধম আপনার কি উপকার করতে পারে ?

মিঃ গুপ্ত। পারেন অনেক কিছু তবে উপকার করতে নয়, অপকার করতে।

অনঙ্গ। }
কুনাল } স্যার !

মিঃ গুপ্ত। আপনি মহাজনী কারবার করেন ?

অনঙ্গ। নিতাই পাগলা বলেছে নিশ্চয় ? তা বলবে ব্যাটা বদ্ধ পাগল তো।

মিঃ গুপ্ত। হালদার বাবু !

অনঙ্গ। শুনবেন না স্যার। শুনলেও বিশ্বাস করবেন না। মহাজনী কারবার করবো কি !

কুনাল। নিতাই মাষ্টার রং রিপোর্ট দিয়ে আপনাকে হ্যারাসমেণ্ট করছে।

মিঃ গুপ্ত। আপনি চুপ করুন মিঃ মুখার্জী।

কুনাল। ঠিক আছে স্যার।

মিঃ গুপ্ত। শুনুন হালদার বাবু !

অনঙ্গ। বলুন স্যার ?

মিঃ গুপ্ত। গত বছরে আপনি লেভীর ধান দেবার ভয়ে মিথ্যে দরখাস্ত করে বলেছিলেন, ধান ভাল হয়নি।

অনঙ্গ। তারা—ব্রহ্মময়ী মা ! কুনালকে জিজ্ঞাসা করুন স্যার, আমি সত্যিই ধান কম পেয়েছি কিনা।

কুনাল। অনেক কম। নামি আবাদ, বুঝতেই পারছেন স্যার।

মিঃ গুপ্ত। গণেশ বাগদীর খানিকটা জমি আপনি অন্যায় ভাবে নিয়েছেন?

অনঙ্গ। অন্যায় ভাবে কেন স্যার? দস্তুর মত টাকা দিয়ে রেজিষ্ট্রেশান করে নিয়েছি। বলেন তো দলিল দাখিল করতে পারি।

মিঃ গুপ্ত। ঠিক আছে, আমার সঙ্গে আসুন।

অনঙ্গ। কোথায় স্যার?

মিঃ গুপ্ত। থানায়

অনঙ্গ। সেকি স্যার! ও বাবাজী! বুড়ো বয়েসে থানায় যেতে হবে?

কুনাল। চলুন। আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

অনঙ্গ। কল্যাণ হোক বাবা! ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক··· পাগলা নিতাই মাষ্টারের কথা শুনে স্যার—

মিঃ গুপ্ত। কথা বলবেন না। যা বলবার ইন্সপেক্টর সাহেবকে বলবেন। [প্রস্থান।

অনঙ্গ। তোমাকে যেতে হবে না বাবাজী। তুমি গণেশ বাগদীকে বলো, জমিটা আমি ছেড়ে দেব। সে যেন আমার পক্ষে সাক্ষী দেয়। কপাল বাবাজী, সবই বিধাতার পাকচক্র। নইলে—তারা ব্রহ্মময়ী মা।

[প্রস্থান।

কুনাল। বেশ দিনে ঝামেলা হলো তো। কোথায় পিকনিকের নাম করে দীপাকে নিয়ে কলকাতা যাব···তা আর হলো না। দেখি, বাগদী পাড়া একবার যাই। মনসাতলায় আজ নাকি ঝুমুর গান হবে। গণেশকে ওখানেই পাবো। দূর—দূর, পুলিশের লোকগুলো একেবারে বেরসিক। [প্রস্থান।

———

॥ দশম দৃশ্য ॥

—: মনসাতলা :—

বাদল ও ঝুমুরের প্রবেশ।

বাদল। অসিকতা করিস না ঝুমুর, অসিকতা করিস না। অসিকতা সব সময় ভাল লাগে না। সত্যি কথা বল বেপারটা কি?

ঝুমুর। বললাম তো। আজ জলখাবার বেলায় কুনাল বাবু বাবাকে ডেকে কি সব কথাবার্ত্তা বললে···ব্যস, তারপর থেকেই বাবা যেন কেমন হয়ে গেল।

বাদল। ঝুমুর!

ঝুমুর। বিশ্বাস কর। যে বাবা কতদিন ধরে হাসে নাই, সেই তখন হাসতে নেগে গেল। মনের ফুর্তিতে তিন গেলাস মদ খেলে··· তারপর বললে নেড়াকে ডেকে নিয়ে আসতে।

বাদল। তুই ডাকতে গেলি ক্যানে?

ঝুমুর। কি করব বল? বাবার তখন যা মেজাদ—আ কাড়ে কার ক্ষ্যামতা।

বাদল নেড়া এলো?

ঝুমুর। আসবে না? হ্যাংলা কুকুর তো, তু করে যেই ডাকলাম, অমনি শঙ্করাকে সঙ্গে নিয়ে চলে এল।

বাদল। শঙ্করা শালাও এয়েছিল?

ঝুমুর। ও বাবা। তার আবার কি ফুর্তি। বাবার হাত দুটো

ধরে বলে কিনা। গণেশ খুড়ো, তুমি বাপু এতদিনে একটা কাজের মতন কাজ করলে। ঝুমুর খুব সুখে থাকবে।

বাদল। না।

ঝুমুর। বাদল!

বাদল। শালা নেড়া কবিয়াল তোকে বিয়ে করবে, এ আমি কিছুতেই হতে দোব না আজ রাতেই আমি সে শালাকে খুন করবো।

ঝুমুর। খুন করবি!

বাদল। হ্যাঁ—হ্যাঁ আলবৎ খুন করব। সে শালা আমার পেরানের ঝুমুরকে পেরান থেকে কেড়ে নেবে, আর আমি তাকে ছেড়ে দোব? কখনও না। শালা নেড়াকে খুন করে জেলে যাব সেও ভি আচ্ছা, তবু তোকে আমি ছাড়ব না।

ঝুমুর। একটা কথা বলব শুনবি?

বাদল। কি কথা?

ঝুমুর। নেড়াকে খুন করতে হবে না।

বাদল। তার মানে নেড়াকে তোরও পছন্দ? তুইও সেই শালা আধ বুড়োটাকে বিয়ে করতে চাস শাড়ী গয়নার লোভে? বেইমান, নিমকহারাম—সাপের মেয়ে কোথাকার—

ঝুমুর। কথাটা শোন!

বাদল। না—না, কোনও কথা শুনবো না। সব শালাকে আমি বুঝে নিয়েছি। ঠিক আছে, তুই নেড়ার ঘরেই যা, তাকেই বিয়ে কর। তার আগে তুই আমার ভালবাসাটা ফিরিয়ে দিয়ে যা ঝুমুর—তুই আমার ভালবাসাটা ফিরিয়ে দিয়ে যা। [কান্না]

ঝুমুর। কাঁদছিস বাদল!

বাদল। কে বললে আমি কাঁদছি? কিসের লেগে কাঁদতে যাব? আমি শালা মরদ মানুষ নই? বাপের ব্যাটা নই?

ঝুমুর। হাতির মাথা, ঘোড়ার ডিম। তুই একটা আস্ত মেয়েমানুষ। খালি ভেউ ভেউ করে কাঁদতে পারিস, আর তোর কুনো সুবোদ নেই।

বাদল। কি বললি?

ঝুমুর। ঠিকই বলছি। মরদ মানুষ হলে কাঁদতিস না। বাপের ব্যাটা হলে আমাকে জোর করে নিয়ে চলে যেতিস।

বাদল। কোথায়?

ঝুমুর। যমের বাড়ী। এত বড় পিথিবীতে যাবার জায়গার অভাব আছে। ভালবাসার টান থাকলে বুঝি ভয় করে?

বাদল। ঠিক বলেছিস ঝুমুর। আমার শালা মাথার ঠিক ছিল না, ঠিক আছে, শালা নেড়ার মুখে কাঁচকলা দিয়ে আমরা আজই ভোরবেলায় গাঁ থেকে পালিয়ে যাব।

ঝুমুর। দূর মড়া। আজ নয়।

বাদল। তবে?

ঝুমুর। কাল। কাল নিশুতি রাতে।

বাদল। ঠিক বলেছিস। আজ তো ঝুমুর গানের পেথম দিন। ভাল লোক জমবে না। কাল গোটা গাঁয়ের লোকে ঝুমুর শুনতে আসবে…সে সময় আমরা পালিয়ে যাব। কোন শালা জানতে পারবে না।

ঝুমুর। তাহলে এই কথাই পাকা।

বাদল। আলবৎ পাকা। পরশু দিন শালা নেড়া দেখবে ঝুমুর আর বাদল তার জন্যে আমড়ার আঁটি থুয়ে দুজনেই হাওয়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

মাতাল কমলের প্রবেশ ।

কমল । এই···কোন শালা হাসছিস রে ? আমি মাল খেয়েছি তো তোর বাবার কি ? দস্তুর মত আমি নিজের পয়সায় খেয়েছি । ও, বাদলা আর ঝুমরি । তা ভাল···খুব ভাল···

ঝুমুর । তুমি সত্যি সত্যি মদ খেয়েছো ছোটদা !

কমল । তবে কি মিথ্যে করে মাতাল হয়ে গেলাম ছোটদি । চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারছিস না ? শালা জল জাওলার ধারে চিৎ পটাং হয়ে পড়ে গেলাম দেখতে পাওনি ?

বাদল । কমলদা !

কমল । চোপরও বান্দা ! তোমার এত বড় হিম্মত যে শাহজাদা সেলিমের সামনে দাঁড়িয়ে তারই পিয়ারী আনারকলির সঙ্গে পেয়ার কর । তোমাকে আমি কোতল করবো বেয়াদব ।

ঝুমুর । তুমি বাড়ী যাও ছোটদা । খুব নেশা হয়ে গেছে ।

কমল । হবেই তো সিপাহশালার ! আনারকলির সুর্মাটানা কাজল কালো চোখের মদিরায় দীল যে আমার ঘায়েল হয়ে গেছে । তার আঙ্গুর কি মোতাবেক দেহ যে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে মহব্বত খাঁ ।

ঝুমুর । ছোটদা !

কমল । নেহি—নেহি ! কই বাত নেহি মহব্বতওয়ালী ! হাম তুমসে প্যার কিয়া হ্যায়···তুম হামসে প্যার করো । ইয়াদ করো তুম কি লিয়ে ম্যায় বিলকুল আওয়ারা বন গিয়া । [ঝুমুরের হাত ধরতে যায়, বাদল বলে]

বাদল । কি হচ্ছে কমলদা ?

কমল । কৌন ! ও তুম্ বাদল—ও হ্যায় বাদলী । আমি মনে করেছিলাম ঝুমুর দলের মেয়ে বাতাসী ।

নেড়া ও শঙ্করার প্রবেশ

নেড়া। বাতাসী সাজছে গো কমলদা ঠাকুর।

কমল। সাজছে? হিঃ-হিঃ-হিঃ সাজছে?

শঙ্কর। হ্যাঁ। বাতাসী সাজছে আর টিয়ারানী বিড়ি খাচ্ছে।

কমল। টিয়া-ফিয়া চুলোয় যাক। আমার বাতাসী কি করছে তাই বল।

নেড়া। বললাম তো সাজছে এই ঝুমুর। তুই আবার বাদলার সঙ্গে মিশছিস ক্যানে?

বাদল। বেশ করেচে মিশচে। একশো বার মিশবে।

নেড়া। না। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আর মিশতে পাবে না।

কমল। মেশা উচিৎ নয়।

শঙ্কর। মিশলে অধম্ম হবে।

বাদল। নরকে যাবো।

নেড়া। নরকে যাওয়া খুব খারাপ।

ঝুমুর। চুপ কর আধবুড়ো মিনসে। গেয়ান দিচ্ছে। যখন তোর ঘরে বৌ হয়ে যাব, তখন গেয়ান দিস। এখন—

নেড়া। এখন?

ঝুমুর। এখন ভেঁড়ার মত ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করিস না। [প্রস্থান।

কমল। যা শালা নেড়া, তোকে শালা ভেঁড়া বলে গেল যে?

নেড়া। বলুক। বিয়ের পরে দেখে নোব। না কিরে শঙ্করা?

শঙ্কর। নিশ্চয়।

বাদল। ধেৎ শালা ঢাকের বাঁয়া!

শঙ্কর। কি বললি?

বাদল। আজ বুঝবি না শালারা। বুঝবি—

শঙ্কর। } বুঝবো—
নেড়া। }

বাদল। কাল রাত বাদে পরশু সকালবেলায়। [প্রস্থান ।

[সহসা নেড়া কবির পাঁচালী গাইতে থাকে]

নেড়া।— ॥ পাঁচালী ॥

যা-যারে তোর কত মুরোদ
দেখা আছে বাদলা।
ঠিঙ্গে একটা নেইকো টাকা
(শুধু) গেঁজে ভর্ত্তি আদ্‌লা।
তুই তো ব্যাটা নেংটি ইঁদুর,
আমি যে রে সাপ শংখচুড়.
ভিতে ভাসিস কুচো চিংড়ী
আমি ঘেটো কাত্‌লা॥

কমল। বলিহারি মাইরী। এমনি রস দিয়ে গাইতে হবে·· কিন্তু : বাতাসীর সঙ্গে লড়াই করতে পারবি তো ?

নেড়া। কি যে বলেন দা-ঠাকুর ! নেড়া কবিয়াল কত ঝুমুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এল···ও তো ভারী বাতাসী। শুনবেন তাহলে শুনুন—

॥ নেড়া গায় ? শঙ্করা দোহার করে। উভয়ে নাচে ॥

॥ গীত ॥

পোড়ারমুখী কলঙ্কিনী রাই লো।
তোর মত কেউ কুল-মজানী
গোকুলেতে নেই গো।

যমুনায় জল আনতে গেলে
রসের খেলা কদমতলে
কূল-মান তো মজাইলে
(দিয়ে) মানের গোড়ায় ছাই লো ।
খাওয়াইয়ে পাগলের গুঁড়া
পতিকে করেছিস ভেড়া—
তার মুখে আর নাইকো সাড়া
বুক বেড়েছে তাই লো ॥

নিতাই মাষ্টারের প্রবেশ ।

নিতাই । বন্ধ কর··বন্ধ কর, এই সব নোংরামী বন্ধ কর। কি কচ্ছো তোমরা ? পাড়ার মধ্যে বৌ-ঝিরা পর্যন্ত বসে বসে শুনছে ! এই সব মানুষের কাজ ? তোমরা কি আবার একশো বছর পিছিয়ে গেলে ? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—

নেড়া । এই মাষ্টার ! ছিঃ ছিঃ করবে না বলে দিচ্ছি ।

নিতাই । ওরা কারা ? কোথা থেকে এসেছে শঙ্কর ?

নেড়া । যেখান থেকেই আসুক না ক্যানে, তোমার এত ওস্তাদি করার কি দরকার ?

শঙ্কর । ঠিক বলেছিস !

তমালের প্রবেশ ।

তমাল । না, ঠিক বলেনি নেড়াদা !

নেড়া । ওরে বাবা ! একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর ।

নিতাই । নেড়া !

নেড়া। যাও—যাও, গেয়ান দিতে হবে না। ঝুমুর গান হচ্ছে হবে।

শঙ্কর। রসের গান চলছে—চলবে। তুমিও বাবা এ লাইনের নোক ছিলে তমালবাবু হঠাৎ পালটে ফেললে ক্যানে। চল, দু' গেলাস মাল খেয়ে আবার সাবেক লাইন ধরবে।

তমাল। তোমরা কি সব পাগল হয়ে গেলে নাকি শঙ্করদা?

নেড়া। হ্যাঁ, পাগলই হয়েছি। তোমরা ক্যানে আমাদের কবি ঝুমুরের পাল্লা ভাঙ্গিয়ে দিলে বল?

শঙ্কর। বল।

নিতাই। শোন শঙ্কর! শোন নেড়া! কে তোমাদের এ সব করতে বলেছে জানি না। কিন্তু এটা জানি যে, তোমরা নিজের বুদ্ধিতে এসব করছ না।

গণেশ বাগ্দীর প্রবেশ।

গণেশ। নিজের বুদ্ধিতে কচ্ছিনা তো কার বুদ্ধিতে করছি গো বাবুমশাই?

নিতাই। গণেশ!

গণেশ যাও, যাও তোমরা এখান থেকে চলে যাও, গাওনা হতে দাও। বেশ জমেছিল, দিলে তোমরা আদা-খামচা করে নেড়া! ডাক ওদের···গান লাগিয়ে দিক।

তমাল। না!

গণেশ। না কি?

তমাল। গান হবে না। সবাইকে ডেকে নিয়ে চল।

গণেশ। কোথায়?

তমাল। নাইট স্কুলে।

গণেশ। }
নেড়া। } হাঃ হাঃ-হাঃ—

নিতাই। কি হলো! হাসছো কেন?

গণেশ। তোমাদের ক্ষেপামি দেখে।

তমাল। কি বললে?

গণেশ। ঠিকই বলেছি গো বাবুমশাই। নেকাপড়া শিখে কি হবে? কি হবে বুড়ো-বুড়ি, ছোঁড়া-ছুঁড়ির গায়ে গা দিয়ে বসে, শেলেটে আঁক কষে? নেকাপড়া কি জমি ফিরিয়ে দিতে পারবে? নেকাপড়া কি মেয়ের বিয়ের টাকা এনে দিতে পারবে?

শঙ্কর। ঘোড়ার ডিম পারবে।

নেড়া। আমরা আর কেউ নেকাপড়া শিখবো না। তোমরা আর আমাদের—

গণেশ। পাড়ায় এসেন না।

নিতাই। গণেশ!

গণেশ। হালদার বাবু আমার জমি ফিরিয়ে দিয়েছে। মেয়ের বিয়ের সব টাকা দেবে কথা দিয়েছে···আর বলেছে—

নিতাই। কি বলেছে?

গণেশ। বলেছে—তোমরা যে ধম্ম গোলা বেঁধেছো, ওটা অধম্মের গোলা। বার্ষেকালে ধানগুলো তোমরাই মারবে। আর ইস্কুল-ফিস্কুল হচ্ছে মাথা খাবার চাট,। আসলে নিতাই মাষ্টার একটা পাকা ঘুঘু। বাগদী পাড়ায় আসে নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে।

নিতাই। তমাল··দেখছো··মানুষ কেমন করে অপ-সংস্কৃতির বলি হয়। লোভের পাঁকে পা দেয়?

গণেশ। খবদ্দার মাষ্টার! বাজে কথা বলবে না। দেব এখনি গলা ধাক্কা দিয়ে আসর থেকে বার করে।

তমাল। সাবধান গণেশ কাকা!

নিতাই। আঃ, তমাল। উত্তেজিত হচ্ছো কেন? ওরা কি জানে—ওরা কি কচ্ছে? শাসন নয়, চোখ রাঙ্গিয়ে নয়, ভাল কথায় ওদের বোঝাতে হবে। তোমাদের ডিউটি হবে ওদের চোখে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দেওয়া।

তমাল। মাষ্টার মশাই!

নিতাই। অভাব-কুমীরের সঙ্গে জীবন ভর লড়াই করে ওরা ক্ষত বিক্ষত। তাই মনোবল দুর্বল, চরিত্র প্রায় নির্জীব। তোমাদের উচিত হবে টু গাইড টু দেম টু দা প্রপার ওয়ে। এন-লাইটেন দা ডার্ক পার্টস অব দেয়ার লিভস্। ওদের অন্ধকার জীবনে আলোর ঠিকানা এনে দেওয়া।

গণেশ। যাও তো বাবুমশাই! বেশী বক বক করো না। আমরা তোমাকে চিনে নিয়েছি। দশ বছর আগে জমি জায়গা বিক্রি করে দিয়ে গাঁ ছাড়া হয়েছিলে। সংসারী নয় বলে কেউ তোমাকে মেয়ে দেয় নাই। চিরকাল লোকের খুঁত ধবে ধরে এখন ভেবেছ অবস্থা ফিরিয়ে নেবে?

নিতাই। কি বলছো গণেশ!

গণেশ। ঠিকই বলছি মাষ্টার বাবু।

নিতাই। না গণেশ। ঠিক বলছো না। মদের নেশায় মাতাল হয়ে আছো, তাই বেশী কথা তোমাকে আজ বলবো না। আজ শুধু একটা কথা বলে যাই শোন। অনঙ্গ হালদার যদি তোমাকে জমি ফিরিয়ে দেয়, তা সে তার নিজের বাঁচার জন্য। জমি সে দয়া করে

ফিরিয়ে দেবে না—জমি তোমার ন্যায্য পাওনা। আর মেয়ের বিয়ের টাকা দিয়ে তোমার মাথাটা কিনে নিতে চায়।

শঙ্কর।
মাষ্টার বাবু
নেড়া।

নিতাই। গণেশকে তোমরা টাকা নিতে দিওনা। ঝুমুর গান বন্ধ করে ইস্কুলে যাও। তোমরা নিজে না বাঁচতে চাইলে, কেউ তোমাদের বাঁচাতে পারবে না।

গণেশ। সরমান থাকবে না মশাই!

নিতাই। গণেশ! অপমান আমাকে কর, তাতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু অনঙ্গ হালদারের কথা শুনে ঝুমুরের বিয়ে নেড়ার সঙ্গে দিও না।

নেড়া। কি বললে?

নিতাই। ঠিকই বলছি নেড়া। বাদলের সঙ্গে ঝুমুরের বিয়ে দেওয়া উচিৎ। কারণ—

নেড়া। বাদল তোমাদের দলের লোক। বেরো শালা আমাদের পাড়া থেকে!

[সহসা নেড়া গণেশের হাত থেকে লাঠি নিয়ে
নিতাইয়ের মাথায় মারে। নিতাই পড়ে যায়।]

তমাল। নেড়াদা!

নেড়া। পালাও…এখনও আমাদের পাড়া থেকে পালাও, নইলে মেরে তোমাদের হাড় ভেঙ্গে দোব। ওঃ, ঝুমুরকে কেড়ে নিতে এসেছে শালারা। না—পারবে না। ঝুমুর আমার…সে আমার বৌ হবে। [প্রস্থান।

নিতাই। স্বার্থ··· লোভ···লালসা··· সেই পা, সেই পাখনা···সেই বিষাক্ত চোখ···ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসছে [উঠিতে চেষ্টা করে]

তমাল। মাষ্টার মশাই ! একি ! কপাল কেটে যে রক্ত ঝরছে !

[তমালকে ভর করে ওঠে। চোখে বিভোর দৃষ্টি।
যেন কেমন হয়ে গেছে। আপন মনে বলে।]

নিতাই। আলো নেই—একটুও আলো নেই।

তমাল। মাষ্টার মশাই !

নিতাই। বিশাল বিস্তীর্ণ সমাজের ঘরে ঘরে আজ অন্ধকারের পাখী বাসা বেঁধেছে। লোভ তাদের খাদ্য···লালসা তাদের পানীয়··· স্বার্থপরতার খাঁচায় তারা ঘুরে ঘুরে মরছে।

শঙ্কর।
গণেশ } হাঃ-হাঃ-হাঃ !

নিতাই। চুপ···হাসবে না···একদম সাড়া দেবে না। ওকে আসতে দাও। ও আসছে, অশিক্ষার কেন্নোটা পাক খেতে খেতে সিম সিম করে মানুষের মনের দিকে এগিয়ে আসছে···আসবেই তো, জন-জঙ্গলের অন্ধকারে ওরা তো এগিয়ে আসবেই।

তমাল। মাষ্টার মশাই ! চলুন, এখনি ফাষ্ট এড দেওয়া দরকার।

নিতাই। অন্ধকার ! নিকষ কালো গাঢ় অন্ধকার··· [চিৎকার করে] না—এখনও অন্ধকার সবকিছু গ্রাস করতে পারেনি। ওই দেখ জ্বলছে, দুটো প্রদীপ এখনও জ্বলছে, ওদের নিভতে দেওয়া হবে না। হতাশার বৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডব থেকে ওই জ্বলন্ত প্রদীপ দুটোকে যেমন করেই হোক বাঁচাতে হবে।

তমাল। মাষ্টার মশাই!

নিতাই। আমি বিশ্বাস করি। ওই দুটো প্রদীপের আলোতেই আবার সংসার আলোয় ভরে উঠবে। ওই দুটো প্রদীপ শিখা থেকে জ্বলে উঠবে আবার অনেক প্রদীপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[তমাল নিতাইকে ধরে নিয়ে প্রস্থান করে।

গণেশ। শঙ্করা। মাষ্টার শালা পাগল হয়ে গেল নাকি?

শঙ্কর। চুলোয় যাক। ওখানে মদের টাকা নিয়ে বসে আছে হালদার বাবু। আজ পেরাণ ভরে মাল খাব। এস— [প্রস্থান।

গণেশ। মাল তো খাবই। পুঁটি মাছের চচ্চড়ী করে এখেছে ঝুমুর। শালা মনে আজ বেজায় ফুরতি। ঝুমুর গান আসরে নাই বা হলো—মনে মনে তো হচ্ছে···[গান গায়]

গণেশ।— গীত।

পোড়ারমুখী কলঙ্কিনী রাই লো।
তোর মত কেউ কলঙ্কিনী
গোকুলেতে নাই লো॥

[নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে প্রস্থান।

———

॥ একাদশ দৃশ্য ॥

—: অমলের বাড়ী :—

অমলের প্রবেশ।

অমল। মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে রূপালীর মাথায়। গণেশ বাগদীকে হাত করে মাষ্টার মশাইয়ের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। কমল আজ ওদের চক্রান্তেই মাতাল-চরিত্রহীন। এর পরেও আমি চুপ করে থাকবো? না না, আর আমি চুপ করে থাকবো না। এর পরে চুপ করে থাকলে মাষ্টার মশাইয়ের মত আমিও পাগল হয়ে যাব।

দীপালীর প্রবেশ।

দীপালী। নিতাই মাষ্টার পাগল হয়ে গেছে, একথা তোমাকে কে বললে?

অমল। কেউ বলেনি।

দীপালী। তবে?

অমল। আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি। ডাক্তার সেন বলেছেন, মাথায় আঘাত লেগে মানুষ পাগল হয়ে যায়।

দীপালী। মানুষ পাগল হয়ে যায়, কিন্তু অমানুষ পাগল হয়ে যায় না।

অমল। দীপালী!

দীপালী। নিতাই মাষ্টার মানুষ নয়—অমানুষ!

অমল। সাট্ আপ! ফারদার ওই কথা বললে—

দীপালী। মারবে নিশ্চয়। তা তো মারবেই। বাগদী পাড়ায় থেকে থেকে এর চেয়ে আর কি বেশী ভদ্রতা শিখবে?

অমল। ভদ্রতা শিখেছি বলেই এখনও তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছো, বুঝলে?

দীপালী। বুঝলাম গো বুঝলাম। তোমাকে বুঝলাম, তোমার মাকে বুঝলাম—তোমার মানসী প্রিয়া রূপালীকে বুঝলাম। বুঝতে আমার কাউকে বাকী নেই।

ভিখারীর প্রবেশ।

ভিখারী। মা দুটি ভিক্ষা দিন···

দীপালী। ভিক্ষে মিলবে না। যা—ভাগ এখান থেকে।

ভিখারী। ভিখিরীকে দয়া করুন মা!

দীপালী। সাট্ আপ রাস্কেল! মা! খবর্দার আমাকে মা বলবি না।

ভিখারী। মা বলা কি অন্যায়?

দীপালী। সার্টেনলি। কেন আমাকে মা বলবি? মা···এই বয়েসে মা হলে লাইফটাই ফিনিস, তা জানিস? যা ভাগ· এখানে মা-ফাঁ কেউ নেই।

ভিখারী। ঠিক আছে। আমি ফিরেই যাচ্ছি।

ছোট রেকাবে কিছু চাল নিয়ে মমতার প্রবেশ।

মমতা। দাঁড়াও বাবা! এ বাড়ির মা এখনও মরেনি।

ভিখারী। মা!

মমতা। কিছু মনে করো না বাবা। এই নাও ভিক্ষে।

দীপালী। কি! আমার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ!

[ভিখারী ঝোলা পাতে। মমতা ভিক্ষা দিতে যায়। দীপালী মমতার হাতে ধাক্কা দিলে পাত্র পড়ে যায়। অমল চিৎকার করে। সকলে হতভম্ব হয়ে যায়।]

মমতা। অমল! [কাঁদে]

অমল। মা!

[ভিখারী নিঃশব্দে প্রস্থান করে।

দীপালী। আমার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে কেউ কখনও জিততে পারেনি—আর পারবেও না। [প্রস্থান।

মমতা। তুই কি ওকে কিছুই বলবি না অমল?

অমল। কি করে বলবো মা? বললে যে আমার শিক্ষার কাঞ্চন কাঁচ হয়ে যাবে। তাছাড়া—

মমতা। তাছাড়া কি বাবা?

অমল। দীপালীকে অপমান করলে যে তোমাকে আর মাষ্টার মশাইকে অপমান করা হবে। কারণ তোমরাই যে সেদিন জোর করে ওই বিষের বাটি আমার মুখে তুলে দিয়েছিলে।

মমতা। অমল!

অমল। তাই আমার শিক্ষাব্রত পালন করতে আর তোমাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে, আমি চুমুক দিয়ে ওই বিষ পান করছি মা! তবু কাউকে জানতে দিইনি আমি কত ক্লান্ত—কত একা—কত অসহায়। [প্রস্থান।

মমতা। মা হয়ে ছেলের এই অবস্থা আমাকে দেখতে হবে? কমল যে দিনের পর দিন নরকে নামছে, তাকেও কিছু বলতে পারবো না। তাহলে কি করবো আমি?

অভয়ের প্রবেশ।

অভয়। গিন্নীমা!

মমতা। কে! অভয়। তুই আমার একটা উপকার করবি অভয়?

অভয়। কি করতে হবে বল?

মমতা। আমাকে একটু বিষ এনে দিবি?

অভয়। নিতাই মাষ্টারের মতন তুমিও ক্ষেপে গেলে নাকি! শেষ কালে বিষ খাবে?

মমতা। তাছাড়া কোন উপায় নেই অভয়! আমি যে আর এ নরক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।

অভয়। থামো তো। একে বেলাড পেসার, তার ওপর দিন রাত কাঁদলে বিষ খেতে হবে না, এমনিতেই মরে পড়ে থাকবে।

মমতা। তাই বল অভয়। আজ যেন আমার রাত ভোর না হয়! সকালে সবাই যেন শোনে অমলের মা মরে গেছে। [কান্না]

মাতাল কমলের প্রবেশ।

কমল কাঁদো—কাঁদো ওগো পাণ্ডব জননী!
পুত্র শোকাতুরা তুমি
কর্ণেরে হারায়ে।
কিন্তু কেন ভুল করেছিলে
তুমি? কেন এতদিন
বল নাই আসল বারতা?

অভয়। ছোটদা!

কমল। কেমন লাগিছে বল
উল্লুক অভয় ?

মমতা। কমল !

কমল। মা জননী ! কান দিয়ে
শুনছো কি ডায়লগ আমার ?
কোন ভয় নেই মাতা !
পুত্র তব ডোবাবে না মুখ
অবশ্যই হবো নাইট বেষ্ট,
কারণ—জলবৎ তরলং
করেছি মুখস্থ।

মমতা। বেরিয়ে যা···বেরিয়ে যা ইতর ! আমি তোর মুখ দেখতে চাই না।

কমল। একি কথা কহ গো জননী !
কিন্তু আমি ত কর্ণ নই,
তব পুত্র তৃতীয় পাণ্ডব।
পকেটে রয়েছো মোর
পিওর মাল গাণ্ডিব ধনুক।

[পকেট থেকে মদের বোতল বার করে মদ খায়]

মমতা। তুই আমার সামনে মদ খাচ্ছিস !

কমল। নহে—নহে মদ মাতা,
মৃত সঞ্জীবনী।
এক বোতল খেলে পরে
ডেড বডি বাঁচিবে সিওর।

[আবার মদ খায়।]

দীপালীর প্রবেশ।

দীপালী। বাঃ, কমল চমৎকার। ভারী নাইস লাগছে।

কমল। কেবা তুমি রূপসী কামিনী!
কাজল চোখেতে তব
মিলনের মৃদু নিমন্ত্রণ?
ওঃ চিনিয়াছি দ্রৌপদী তুমি,
কাছে এস প্রেয়সী আমার।

দীপালী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অভয়। বাঃ-বাঃ-বাঃ—পালা জমে গেছে।

দীপালী। সাট্ আপ্, সান অব বীচ। চাকর চাকরের মত থাকবি…ডিসটার্ব করলে জুতো মেরে মুখ ভেঙ্গে দেব।

অভয়। কথাটা যদি আমি তোমাকে বলি?

কমল। কি বললি শুয়ার!

অভয়। বেশ করেছি বলেছি। কারণ তোমাদের বাড়ীতে আজই আমার শেষ দিন। বুড়ো বয়েসে এই নরক কুণ্ডে আমি চাকরী করতে পারব না।

মমতা। অভয়!

কমল। অভয় শালাকে মাথায় তুলে ফেলেছো। তাই শুয়ারের বাচ্চার এত সাহস যে বৌদিকে বলে জুতো মারবো। [পা থেকে জুতো খুলে অভয়ের পিঠে মারে] যা জানোয়ার, দূর হয়ে যা আমাদের বাড়ী থেকে।

[অভয় হতচকিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।
মমতা রাগে ফেটে পড়ে বলে]

মমতা। জানোয়ার ও নয় ইতর, জানোয়ার তুই।

কমল। খবর্দার! তোমাকেও আমি মা বলে খাতির করবো না।

মমতা। কি করবি?

কমল। এই জুতো তোমার পিঠেও বসিয়ে দেব।

মমতা। কমল!

অভয়। হাঃ-হাঃ-হাঃ গিন্নীমা। পালিয়ে এস। পিথিমীর বোধহয় আজ শেষ দিন। প্রস্থান।

মমতা। শুধু মুখে বললে হবে না কমল! জুতো তোকে মারতে হবে।

[সহসা মমতা কমলের সামনে গিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে

মমতা। নে, মার জুতো। বসিয়ে দে আমার পিঠে। পিঠে মারতে অসুবিধা হয় মুখে মার। জুতো মেরে মুখটা আমার থেঁতো করে দে।

কমল। সরে যাও।

মমতা। না। সরে আমি যাব না।

কমল। সরে যাও বলছি···

মমতা। কখনও না। আমি দেখতে চাই তোর সাহসের শেষ সীমা। আমি জানতে চাই তোর ইতরামীর শেষ কোথায়। যার কথা শুনে তুই আজ মাতাল হয়েছিস, চরিত্র হারিয়েছিস, সেই হালদার বাড়ীর মেয়ের সামনে আমার মুখে জুতো তোকে মারতে হবে কমল।

কমল। তবে রে শয়তানী। [জুতো ফেলে দেয়, এবং মমতার গলা টিপে সরিয়ে দিতে দিতে বলে]। চুপ করে ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকবি। একটি কথা বললে···[জুতো পরে] একদম তোকে --

দীপালী। কমল!

কমল। দূর—দূর···এখানে আর থাকা যাবে না বৌদি। আমি বাতাসীর সঙ্গে চললাম। ওই মেয়েটাকে বিয়ে করবো ঠিক করেছি। হলেই বা ঝুমুর দলের মেয়ে, প্রেম দিয়ে আমাকে মাইরী পাগল করে দিয়েছে। চলি—গুড বাই। [প্রস্থান।

মমতা। তোমার পায়ে তো জুতো রয়েছে বৌমা! তুমিই না হয় জুতো মেরে আমার মা হওয়ার জ্বালা জন্মের মত জুড়িয়ে দাও। [কান্না]

দ্রুত নিতাইয়ের প্রবেশ।

নিতাই। কান্না থামাও—কান্না থামাও—কান্না বন্ধ করে ভাল করে চোখের জল মুছে আকাশের দিকে চেয়ে দেখ।

মমতা। নিতাই ঠাকুরপো!

নিতাই। দেখতে পাচ্ছো? ওই দেখ—ভাল করে দেখ, কি দেখছো? সূর্যগ্রাস—সূর্যগ্রাস—সূর্যকে গ্রাস করছে ভয়ঙ্কর রাহু। যন্ত্রণায় ছটফট করছে সূর্য। নক্ষত্রগুলো ভয়ে পালাচ্ছে, উল্কারা লজ্জায় ঘেন্নায় পৃথিবীর দিকে ঝাঁপ দিচ্ছে—সমগ্র প্রাণিকুল চিৎকার করে বলছে সূর্যগ্রাস! সর্বনাশ—সর্বনাশ সূর্যগ্রাস। হাঃ-হাঃ-হা—

দীপালী। পাগলামী করবার আর জায়গা পেলে না নিতাই মাষ্টার?

নিতাই। পৃথিবীর কত বয়স জানো? বলতে পার পৃথিবীতে প্রথম জন্মানো সেই মানুষটা দেখতে কেমন ছিল? জানো না। শুনবে? শোন—

দীপালী। না। তোমাকে আর দয়া করে জ্ঞান দিতে হবে না।

নিতাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ মিথ্যে হয়ে গেছে। দিন, মাস, বছর, যুগ সব মিথ্যে হয়ে গেছে। মানুষ তার বাইরের খোলসটা বদলে ফেলেছে, কিন্তু ভেতরের জানোয়ারটাকে ঘুম পাড়াতে পারেনি।

মমতা। চল ঠাকুরপো। তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি। অন্ধকার হয়ে আসছে।

নিতাই। না-না, তার জন্যে ভয় করো না। অন্ধকারের মধ্যে দেখ ওই দু'টো প্রদীপ জ্বলছে। দেখতে পাচ্ছো? জানো প্রদীপ দুটো কে-কে? একটা অমল আর একটা রূপালী।

দীপালী। নিতাই মাষ্টার।

নিতাই। আমার দেখা অজস্র মানুষের মধ্যে এখনও ওই দুটো প্রদীপের মত জ্বলছে—

অমলের প্রবেশ।

অমল। আর বোধহয় জ্বলবে না মাষ্টার মশাই!

নিতাই। কেন? ঝড় উঠেছে বুঝি?

অমল। হ্যাঁ মাষ্টার মশাই। দারুণ—দুরন্ত ঝড়। কমল আজ মাকে অপমান করে ঝুমুর দলের মেয়ে বাতাসীকে নিয়ে মাতামাতি করছে। অভয় দা চাকরী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এর পরেও কি আশা করেন এ প্রদীপ জ্বলবে?

নিতাই। সন্দেহ—সংশয়—আশংকা—

মমতা। এ সব কথা তুই কোথায় শুনলি অমল?

অমল। কমল বলছে।

দীপালী। কোথায়?

অমল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

দীপালী। তাকে বাড়ী নিয়ে আসতে পারলে না?

অমল। বাড়ীটা যে তুমি রাস্তার চেয়েও নোংরা করে ফেলেছো দীপালী!

দীপালী। তার মানে?

অমল। মানেটা পরে বলছি, আগে মাষ্টার মশাইকে পৌঁছে দিয়ে আসি। মা! একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি ফিরে এসে—

দীপালী। আমার মাথা কেটে নর্দমায় ফেলে দেবে।

অমল। তোমার মাথা নর্দমায় ফেললে নর্দমাটা আরও নোংরা হয়ে যাবে।

নিতাই। ঝড়···

মমতা। আমার জন্যে তোকে কিছু ভাবতে হবে না অমল। কমল আমার সব ভাবনা মিটিয়ে দিয়ে গেছে। [কান্না]

নিতাই। বৃষ্টি!

দীপালী। কমল কি বলেছে—কি করেছে তার জন্যে কি আমি দায়ী?

অমল। তবে কে দায়ী? বল, কে দায়ী কমলের অধঃপতনের জন্যে? যে কমল মুখ তুলে কথা বলতে পারতো না, তার মুখে কে ফোটালে অশ্লীল বুলি? ফুলের চেয়েও পবিত্র ছিল যার চরিত্র, তার সেই বিমল চরিত্রে কে ছেটালো কামের পঙ্কিল বারি?

দীপালী। আমি!

অমল। শুধু তুমি নয়—তোমরা। তোমার কলেজ ফ্রেণ্ড কৌশিক মজুমদার কমলের মুখে মদ তুলে দিয়েছে। তোমার প্রথম প্রেমিক কুনাল দেখিয়েছে তাকে বাঁকা পিছল পথ। আর তুমি—তুমি নিজে বেশ্যার মত যৌবনের পরশ দিয়ে কমলকে করেছ চরিত্রহীন।

দীপালী। কি বললে! আমি বেশ্যা! এত বড় সাহস তোমার ইডিয়ট। অনঙ্গ হালদারের মেয়েকে তুমি বেশ্যা বলে গাল দাও। —চললাম আমি। তোমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়েই আমি বাবার

কাছে ফিরে চললাম। আর যাবার সময় বলে যাচ্ছি, বেশ্যা আমি নই—বেশ্যা তোমার মা।

মমতা। ভগবান! [বুকে যন্ত্রণা হয়। বুক চেপে ধরে]

অমল। মা! [মাকে ধরে]

দীপালী। যত্ন কর। বেশ্যা মায়ের ছেলে তোমরা। বেশী করে আদর কর।

অমল। শয়তানী!—

দীপালী। শয়তানীর ছেলে শয়তান তুমি। তাই গোপন করে চেয়েছিলে তোমার মায়ের সঙ্গে ওই নিতাই মাষ্টারের গোপন প্রেমের সম্পর্ক।

নিতাই। বজ্রপাত। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

দীপালী। হেসে পাপ ঢাকা দিতে পারবে না শয়তান। আমি আজই গিয়ে সবাইকে ধরে ধরে বলবো—নিতাই মাষ্টার আর মমতার অবৈধ প্রণয়ের পাপের ফসল অমল আর কমল নামে দুটো জানোয়ার।

[প্রস্থান।

অমল। মাষ্টার মশাই! মাষ্টার মশাই! আপনি মাকে একটু দেখুন! আমি এখনি গিয়ে ওই শয়তানীটার গলা টিপে শেষ করে দেব।

মমতা। তার আগে তোর মায়ের মুখে আগুন দেবার জন্য তৈরী হ' বাবা।

অমল। মা!

মমতা। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে—পায়ের তলা থেকে হিমের পরশ গোটা দেহটায় ছড়িয়ে পড়ছে। হৃদপিণ্ডটা বোধহয় বন্ধ হয়ে যাবে।

অমল। মাগো!

মমতা। ওরে অমল! যে মুখে তোকে ওই বিষ খেতে বলেছিলাম, সেই মুখে আজ আগুন দিয়ে তোর মনের বেদনা পুড়িয়ে দিস অমল। তোর সঙ্গে এই আমার শেষ কথা। [ঢলে পড়ে, অমল ধরে ভগ্নকণ্ঠে বলে]

অমল। না। না মা না। তোমাকে আমি কিছুতেই মরতে দেব না মা! কমল গেছে যাক, দীপালী গেছে যাক—তবু তো আমি আছি তোমার কাছে ছায়ার মত ঘিরে। তোমার জন্যে আমি প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে যাব মা। তুমি কোন ভুল করনি—সব ভুল আমার, সব দোষ আমার। যত অন্যায় সব আমার। আমার—আমার।

[মাকে নিয়ে প্রস্থান।

নিতাই। বাঁচাও—বাঁচাও—সূর্য চিৎকার করছে—কিন্তু কেউ কোথাও নেই। রাহুর মুখে সূর্যের মৃতদেহ। পৃথিবী অন্ধকার—প্রদীপ তুটোর একটা তির তির করে কাঁপছে—পঙ্গপালের পাখায় পাখায় ঝড়ের সংকেত। নীল আকাশ কালো হয়ে গেছে। হোমার, গ্যেটে, সেক্সপীয়র, বাল্মিকী, রবীন্দ্রনাথের ছায়ামূর্তিগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ওরা ভাবছে—না-না তোমরা ভেব না। অন্ধকার আসতে এখনো অনেক দেরী—এখনও তুটো প্রদীপ জ্বলছে, এখনও পাওয়া যাচ্ছে আলোর সংকেত। হাঃ-হাঃ-হাঃ [প্রস্থান।

॥ দ্বাদশ দৃশ্য ॥

—: গণেশ বাগদীর বাড়ী :—

কাপড়ের পুঁটলীতে গিঁট দিতে দিতে

ঝুমুরের প্রবেশ ।

ঝুমুর। আলোর নিশানা দিলেই আমি খিড়কীর দুয়োর দিয়ে বেরিয়ে পড়ব। বুড়ো বাপটি অবিশ্যি বেজায় ভাববে·· কিন্তু কতক্ষণ, যেই শুনবে বাদলাও গাঁয়ে নেই···তখন সবাই বুঝে নেবে জোড়া পাখী—

বাদলের প্রবেশ ।

বাদল। উড়ে গেছে! হাঃ-হাঃ-হাঃ···

ঝুমুর। আবার তুই এখানে এয়েছিস? পই পই করে বললাম, কথাবাত্তা পাকা হয়ে থাকলো—জোলের মাঠের শিমুলতলা থেকে আলোর-নিশানা দিলেই আমি বুঝে নেব সব। তবু আমার কথা শুনলি না। তক্কে তক্কে সব ঘুরে বেড়াচ্ছে·· তোকে এখেনে দেখলে আর রক্ষে রাখবে না। যা···পালা···

বাদল। পালাচ্চি—পালাচ্চি। একটা কথা বলতে এলুম।

ঝুমুর। বল কি কথা?

বাদল। শিমুলতলায় যেয়েই আমি টানাকাটি জ্বেলে বিড়ি ধরাবো।

ঝুমুর। আমিও পুঁটলীটা বগলে নিয়ে ডোবার পাড়ে যেয়ে হাজির হবো।

বাদল। এক কুড়ি চৌদ্দ টাকা ঠিঙ্গে আছে···ওতে হবে না?

ঝুমুর। খুব। কলকাতা যেয়েই তো আমরা দুজনেই কাজে লেগে যাব।

বাদল। না।

ঝুমুর। না ক্যানে?

বাদল। তোকে কাজ করতে দোব না।

ঝুমুর। তবে?

বাদল। আমি একাই কাজ করবো। তুই সারাদিন বাঁসা ঘরে বসে থাকবি সনঝেবেলায় আমি কাজ করে ফিরে এলে—

ঝুমুর। তোর গলা জড়িয়ে ধরে সোহাগ করব।

বাদল। শালা নেড়া কবিয়াল ছাতি ফেটে মরে যাবে।

ঝুমুর। মরুগ শালা খচ্চর। আজকেও একটুন আগে এয়েছিল।

বাদল। ক্যানে?

ঝুমুর। ক্যানে আবার···আমাকে দেখতে। ঝুমুর গান শুনতে যাই নাই—তাই জানতে এয়েছিল কেনে যাই নাই?

বাদল। তুই কি বললি?

ঝুমুর। বললাম শরীলটা কেমন বেথা বেথা করছে। এই দেখ, কথায় কথায় অনেকক্ষণ হয়ে গেল···যা-যা বাড়ী চলে যা। না হয় মনসাতলায় যেয়ে খানিক ঝুমুর গান শোন গা।

বাদল। ধেৎ তেরী, ভাল লাগে না।

ঝুমুর। ক্যানে?

বাদল। 'কিসে আর কিসে···ধানে আর তুষে।' কোথায় আমার ঝুমুর আর কোথায় পেতনী ছুঁড়ি বাতাসী আর টিয়া।

ঝুমুর। আমি আর কি এমন সোন্দরী। লোকে বলে শেওড়া-তলার শাঁকচুন্নি।

বাদল। সে শালারা তো আমার চোখ নিয়ে দেখে নাই।

ঝুমুর। বাদল!

বাদল। আমার চোখ দিয়ে তোকে দেখলে দেখতে পেতো—তুই শালা মেয়েমানুষ নয়।

ঝুমুর। তবে কি?

বাদল। জল থৈ-থৈ ভাদর মাসের নদী।

তমালের প্রবেশ।

তমাল। নদীর ধার দিয়ে কৌশিক মজুমদার তোদের পাড়ার দিকে এলো—এখানে আসেনি?

ঝুমুর। না।

তমাল। কোথায় গেল তাহলে? বাদল দেখেছো?

বাদল। কই না তো।

তমাল। আশ্চর্য ব্যাপার! আখের জমির পাশে পাশে এদিকেই তো এলো। গেল কোথায়? যাক—ঝুমুর, সে শয়তানটা আসতে পারে। একটু সাবধানে থাকবে। [দ্রুত প্রস্থান।

ঝুমুর। ক্যানে বলতো?

বাদল। তাকে আজ রাত্রে—আচ্ছা পরে বলব।

ঝুমুর। বেয়াপার কি রে বাদলা?

বাদল। কিছু লয়। সেরেফ ধাপ্পা।

ঝুমুর। মানে?

বাদল। শালা তমালবাবু এখনও তোকে ভুলতে পারে নাই। তাই ছল করে তোকে দেখতে এয়েছিল।

ঝুমুর। তোর মাথা।

বাদল। মাথাই হোক আর মুণ্ডুই হোক, তোকে এখেনে পেলে তো। কাল এতক্ষণ আমরা কোথায় বলদিনি?

ঝুমুর। টেরেনে চেপে যাচ্ছি।

বাদল। ধেৎ।

ঝুমুর। তবে?

বাদল। টেরেন তো কখন দাঁড়িয়ে গেছে। আমরা এতক্ষণ কলকাতায়। হাঃ-হাঃ-হাঃ—   [প্রস্থান।

ঝুমুর। সত্যি। কলকেতায় যেয়ে খুব মজা হবে। কালীঘাটে মায়ের থানে যেয়ে আমাদের বিয়ে হবে। তারপর? হা·-হাঃ-হাঃ··· পুরো, কথাটা ভাবতে আমার বিষম নজ্জা নাগছে।

গণেশের প্রবেশ।

গণেশ। নাগছে কি রে, অনেকক্ষণ হলো নেগে গেছে। শালা নেড়া কবিয়ালও কমতি নয়, বাতাসীর সঙ্গে সমানে পাল্লা দিচ্ছে।

ঝুমুর। তাই বুঝি?

গণেশ। কি রকম হলো? নেড়ার কথা শুনে আজ তোর খুব ফুরতি মনে হচ্ছে, বেয়াপারটা কি? তা হলে ওকে মনে ধরেছে বল?

ঝুমুর যাও।

গণেশ। যাচ্ছি···যাচ্ছি। নেশাটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেয়েছিল, তাই এই বোতলটা নিতে এয়েছিলাম···আর দু' বোতল থাকলো, বুঝলি। কোন শালাকে যেন বিচে দিস নি।

ঝুমুর। বেশ।

গণেশ। তোর ঠিঙে একটা টাকা আছে?

ঝুমুর। ক্যানে?

গণেশ। নটারী খেলতাম।

ঝুমুর। নটারী!

গণেশ। হ্যাঁরে। সেই যে সেই চায়ের কোটোর ভেতর গুটি ভরে এমনি করে চালছে আর চাপা দিচ্ছে···সামনে অপাটির কাগজে ছক কাটা কাটা ঘরে জাহাজ, মাছ, মটুকের ছবি। লোকে তার ওপর পয়সা ফেলছে—আর দান নেগে যাচ্ছে। বলব কি ঝুমুর, চক্ষের নিমিষে দশ লয়া, তিরিশ লয়া পাচ্ছে। দে না একটা টাকা দান ধরে দেখি।

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। আর দেখতে হবে না। হয়ে গেছে। ওরে বাপরে বাপ—

গণেশ। কি হলো। ছুটে এসে কাঁপতে নেগে গেলে ক্যানে?

সিদ্ধেশ্বর। চুপ কর, বেশী জোরে কথা ব'ল না। পুলিশ—

গণেশ। পুলিশ!

সিদ্ধেশ্বর। হ্যাঁ। একেবারে মনসাতলায়।

গণেশ।
ঝুমুর। } মনসাতলায় পুলিশ।

সিদ্ধেশ্বর। হ্যাঁ। একেবারে হাতে হাতে ধরে ফেলেছে। জুয়াড়ী ব্যাটা যেই চার তুই ছক্কা বলে গুটি চেলেছে, অমনি—

ঝুমুর। } অমনি ?
গণেশ। }

সিদ্ধেশ্বর। একেবারে ঘঁ্যাচ।

গণেশ। সব্যনাশ।

সিদ্ধেশ্বর। যে যেদিকে পেরেছে মেরেছে দৌড়। আমি তো কোন রকমে তোমার বাড়ীতে এসে ঢুকে পড়েছি।

গণেশ। ঝুমুর গান ভেঙ্গে গেছে ?

সিদ্ধেশ্বর। পাগল না মাথা খারাপ। ঝুমুর গান ভাঙ্গে—জোর চলছে। এই ঝুমুর !

ঝুমুর। কি ?

সিদ্ধেশ্বর। এক বোতল হবে ?

ঝুমুর। না।

গণেশ। হ্যাঁ-হ্যাঁ হবে। শালা গাঁয়ে যখন পুলিশ ঢুকেছে, তখন চিচিং ফাঁক করে দেয়াই ভাল। ঝুমুর, এক বোতল মাল দিয়ে দে—আর এক বোতল সারকুড়ে পুঁতে থো।—দেখিস যেন কোন শালা জানতে না পারে।

সিদ্ধেশ্বর। কে আবার জানতে পারবে ?

গণেশ। তা বেয়ারা বাবু !

সিদ্ধেশ্বর। বল।

গণেশ। নিতাই মাষ্টার শালা, পাগল হয়ে গেছে শুনলাম। তাহলে গাঁয়ে পুলিশ আনলে কে ?

সিদ্ধেশ্বর। অমলবাবু।

গণেশ। ও শালার মা কেমন আছে ?

সিদ্ধেশ্বর। খাবি খাচ্ছে।

গণেশ। যাক। কুনাল বাবুকে বলবে—ঝুমুরের বিয়েটা হয়ে গেলে হালদার বাবু আমাকে যা হুকুম করবে, আমি তাই করবো। শালা আমার নাম গণেশ বাগদী। এখনও যদি 'এই' করে হাঁক মারি তো শালা ভয়ে দশ বিশ জন লোক পেচ্ছাব করে ফেলবে, হ্যাঁ। [প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। কি হলো! দেরী কচ্ছো কেন? তাড়াতাড়ি মালটা নিয়ে এস।

ঝুমুর। টাকা কিন্তু নগদ দিতে হবে। [প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। কৌশিক বাবুর দোষ নেই। এ মেয়ের জন্যে যে পাগল হয় না, তার মাথায় কিছু নেই। আমারই মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাই। আহা! কি কাটিং, যেন—

মদের বোতল হাতে ঝুমুরের পুনঃ প্রবেশ।

ঝুমুর। এই নাও।

সিদ্ধেশ্বর। পাগল হয়ে যাব?

ঝুমুর। টাকা দাও।

সিদ্ধেশ্বর। টাকা! এই নাও। [টাকা দেয়]

ঝুমুর। যাও। এবার বিদেয় হও।

সিদ্ধেশ্বর। আমি পাগল—

ঝুমুর। কি?

সিদ্ধেশ্বর। পাগল হয়ে যাচ্ছি— [প্রস্থান।

ঝুমুর। শালা পুরুষ জাতটাই হ্যাংলা। সোমত্ত মেয়েমানুষ দেখলেই মনে করে অসগোল্লা।

কৌশিকের প্রবেশ।

কৌশিক। ঠিক বলেছো ঝুমুর।

ঝুমুর। তুমি!

কৌশিক। কেন, আসতে নেই?

ঝুমুর। না। বলা নেই, কওয়া নেই আত দুপুরে একেবারে বাড়ীর ভেতর। যাও—বেরিয়ে যাও বলছি।

কৌশিক যাও বললেই কি যাওয়া যায় ঝুমুর?

ঝুমুর। [স্বগতঃ] তমালদা ঠিক সন্দেহ করেছে।

কৌশিক। কি হলো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন সুন্দরী! ভাবছো এমনি? কভি নেহি। এই নাও টাকা।

ঝুমুর। টাকা নিয়ে কি করবো? মদ আর নেই।

কৌশিক। মদ না থাক তুমি তো আছো।

ঝুমুর। কি বললে শয়তান!

কৌশিক। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ঝুমুর। বেরিয়ে যাও বলছি। নইলে এখনি লোক ডাকবো।

কৌশিক। কোন লাভ হবে না। ঝুমুর গানের আসর জমে উঠেছে কেউ শুনতে পাবে না। এস—

ঝুমুর। না।

কৌশিক। না বলে আজ আর রেহাই পাবে না ছুকরী। তোমাকে আজ আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না।

[সহসা ঝুমুরের হাত ধরে। ঝুমুর ছাড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু কৌশিক তার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে তাকে ধরে নিয়ে যায়]

কমলের প্রবেশ।

কমল। পাহাড়ী চিতি যেমন করে হরিণের বাচ্চাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে। তেমনি করে ধরেছে। কইরে ঝুমরী! এক বোতল

মাল দে। কি হলো, সাড়া শব্দ নেই কেন? ঘরে হুটোপুটি করছে কে? শালা ভূত ফুত নয়তো! বাতাসী মাল খাবে। আজ শালা ভোরবেলায় বাতাসীদের সঙ্গে আমি চলে যাব। কই, আর কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছিনা তো। ঝুমুর তাহলে নিশ্চয় গান শুনতে গেছে। দেখি গণেশ খুড়োকে ধরে নিয়ে আসি। বাতাসী খেতে চেয়েছে, মোদ্দা কথা মাল এক বোতল চাই। [প্রস্থান।

ক্লান্ত কৌশিকের প্রবেশ।

কৌশিক। চেয়েছিলাম, পেয়েছি। অবশ্য জোর করে। তাতে কি হয়েছে? মধু তো খাওয়া হলো। ছুঁড়িটার গায়ে তাকৎ ছিল। কিন্তু কতক্ষণ লড়বে? শেষ পর্যন্ত লুটিয়ে পড়লো। যাক এবার আসি—

লুণ্ঠিত আঁচল, এলোচুল, কাটারী হাতে
ঝুমুরের পুনঃ প্রবেশ।

ঝুমুর। পালিয়ে-যাবে। তাই না জানোয়ার?

কৌশিক। একি!

ঝুমুর। কাটারী। তুই যেমন আমার ইজ্জত লিয়েছিস, আমিও তেমনি করে তোর পেরান লোব কুকুর।

কৌশিক। না···মানে—কথা শোনো—

ঝুমুর। কথা শুনবো? তুই আমার কথা শুনেছিলি? তুই আমার বাধা মেনেছিলি? আমার চোখের জলে তোর পা ভিজে গেছে, তবুও তুই আমার কথা শুনিস নাই। জোর করে গলা টিপে ধরে আমাকে অজ্ঞান করে তুই আমার ইজ্জত খেয়েছিস—

কৌশিক। ঝুমুর।

ঝুমুর। কোথায় পালাবি। কেমন করে পালাবি? সামনে তোর কালনাগিনী দাঁড়িয়ে আছে। এই কাটারি দিয়ে তোর শরীলটা আমি কুচি কুচি করে কাটবো—তুই আমার ইজ্জত নিয়েছিস, আমি তোর পেরাণ লোব।

[ঝুমুর এগিয়ে আসে। কৌশিক ভয়ে পিছোয়। কৌশিকের পকেটে হাত। সহসা কৌশিক মিথ্যা করে বলে]

কৌশিক। আরে! বাদল যে?

[ঝুমুর পিছনে তাকায়। সেই অবকাশে কৌশিক ঝুমুরের কাটারী কেড়ে নেয়। ঝুমুর বলে]

ঝুমুর। ওরে জানোয়ার। চালাকী করে বেঁচে যাবি ভেবেছিস? না। আমি চেঁচাব—লোক ডাকবো। ওগো—কে কোথায় আছো—

[সহসা কৌশিক ঝুমুরের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। বুক চেপে ধরে ঝুমুর আর্তনাদ করে ওঠে। কৌশিক পালিয়ে যায়]

ঝুমুর। আ—মাগো!

দ্রুত তমালের প্রবেশ।

তমাল। ঝুমুর ঝুমুর কৌশিক মজুমদার এখান থেকে—একি! ঝুমুর—

ঝুমুর। সেই জানোয়ার আমার ইজ্জত নিয়ে, বুকে ছুরী বসিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। আঃ—

তমাল সহসা ঝুমুরের বুক থেকে ছুরি টেনে তোলে। রক্তে ঝুমুরের বুক ভেসে যায়। ঝুমুর আর্তনাদ করে ঢলে পড়লে তমাল তাকে ধরে। তমালের

বুকে ঝুমুর হাতে রক্তাক্ত ছুরি।
সে চিৎকার করে]

তমাল। খুন—খুন—কে কোথায় আছো, শিগগীর ছুটে এস, ঝুমুর খুন হয়ে গেছে—

গণেশের প্রবেশ।

গণেশ। ঝুমুর খুন হয়ে গেছে—আমার ঝুমুর খুন হয়ে—ঝুমুর—

নেড়া ও শঙ্করের প্রবেশ।

নেড়া। খুন - ঝুমুর খুন। কোন শয়তান ঝুমুরকে খুন করলে—তুমি—

শঙ্কর। দেখছিস না, ছুরিটা এখনও হাতে রয়েছে।

গণেশ। ঝুমুর—ঝুমুর—[কাঁদে। ঝুমুরের মুখটা দেখে। তাকে যেন জাগাবার চেষ্টা করে।]

পুলিশ অফিসার মিঃ গুপ্তের প্রবেশ।

মিঃ গুপ্ত। ষ্টপ—ষ্টপ—কান্নাকাটি পরে করবে। ব্যাপারটা আমাকে দেখতে দাও।

তমাল। কি দেখবেন দারোগাবাবু? ঝুমুর মারা গেছে।

নেড়া। তুই শালাই তো মেরেছিস।

শঙ্কর। নিশ্চয়।

গণেশ। তোকে আমি খুন—

মিঃ গুপ্ত। সাট্ আপ্। চেঁচামেচি করলে সব কটাকে হাজতে পুরবো। এই! তোমরা ডেডবডিটা দুজনে ধরে বারান্দায় শুইয়ে রেখে এস।

নেড়া। ঠিক আছে হুজুর! শঙ্করা তুই একদিকে ধর।

পাগলা নিতাইয়ের প্রবেশ।

নিতাই। দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমি একবার দেখি।

মিঃ গুপ্ত। পরে দেখবেন। এখন ওদের কাজ করতে দিন। যাও—যা বললাম তাই কর।

[শঙ্কর ও নেড়া ঝুমুরের মৃতদেহ নিয়ে প্রস্থান।

নিতাই। সোনালী ফসলের সম্ভাবনায় ভরা সবুজ একটা মাঠ শেষ করে দিলে। বিষাক্ত দাঁত বসিয়ে সব সবুজ চুষে নিয়ে পঙ্গপাল উড়ে পালিয়েছে।

মিঃ গুপ্ত। না। পালাতে পারেনি।

তমাল। কৌশিক মজুমদার ধরা পড়েছে!

মিঃ গুপ্ত। কৌশিক মজুমদার! কেন সে ধরা পডবে কেন?

তমাল। সেই তো ঝুমুরকে খুন করেছে।

গণেশ। কৌশিকবাবু খুনী!

মিঃ গুপ্ত। না। তোমার মেয়েকে খুন করেছে ওই শয়তান।

তমাল। দারোগাবাবু!

বাদলের প্রবেশ।

বাদল। দারোগাবাবু ঠিক কথা বলেছেন।

তমাল। বাদল!

বাদল। খপরদার, সাধু সাজবার চেষ্টা করবে না ছোটবাবু। তুমি এখন এখানে এয়েছিলে কি জন্যে—আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তবে ঝুমুরকে খুন করবে এটা আমি ভাবতে পারি নাই।

তমাল। বিশ্বাস করুন দারোগা বাবু! ব্যাপারটা একটা ম্যাজিকের মত ঘটে গেছে। ঝুমুর নিজের মুখে বলেছে—তার ইজ্জত নিয়ে কৌশিক মজুমদার—

মিঃ গুপ্ত। সাট্ আপ্! আর একটি কথা নয়। সিপাই—

সিপাইয়ের প্রবেশ।

সিপাই। বলুন স্যার।

মিঃ গুপ্ত। ওই ছোকরাকে এ্যারেষ্ট কর।

[সিপাই তমালকে এ্যারেষ্ট করে, নিতাই হেসে ওঠে]

নিতাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

তমাল। আমার কথা আপনি শুনুন স্যার।

মিঃ গুপ্ত। যা বলবার আদালতে বলবে। আমি যথেষ্ট প্রমাণ সহ তোমাকে এ্যারেষ্ট করেছি। সিপাই, গাড়ীতে নিয়ে চল।

সিপাই। আসুন!

তমাল। কিন্তু—কাকে বলি আসল ঘটনাটা—মাষ্টার মশাই! না কোন লাভ নেই। মাষ্টার মশাই কিছুই বুঝবেন না। উনি আপন মনের কথা বলে চলেছেন। চলুন— [সিপাই সহ প্রস্থান।

নিতাই। লালা—লালা পঙ্গপালের বিষাক্ত লালায় কৃষক আজ বন্দী।

মিঃ গুপ্ত। তোমরা কাল সকালে উঠেই থানায় যাবে। [প্রস্থান।

গণেশ। তা না হয় গেলাম বাবু, কিন্তু আমার মেয়ে ঝুমুর কি কোনদিন আর বাবা বলে ডাকবে? [কান্না]

নিতাই। এই! কাঁদছিস কেন? তোর মেয়ের তো নেড়ার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। হালদার বাবুর কাছে জমিটাতো ফিরে পেলি—

গণেশ। মাষ্টার! [কান্না]

নিতাই। চুপ। কাঁদবি না। ইচ্ছে করে পঙ্গপাল হয়ে গেলি—আজ ফসলের জন্যে কাঁদছিস ? তোর মেয়েকে তমাল খুন করেছে ?

গণেশ। তবে কে করেছে ?

নিতাই। তুই।

গণেশ। আমি !

নিতাই। হ্যাঁ-হ্যাঁ তুমি। তোমার জমির লোভ, টাকার লোভ: মিথ্যে সুখের লোভের ছুরি ঝুমুরকে আজ খুন করেছে।

বাদল। }
গণেশ। } মাষ্টার !

নিতাই। সাবধান ! এক পা এগিয়ে আসবি না। তোদের ছায়া যেন আমার গায়ে না লাগে। তোদের পাখনার হাওয়া যেন আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশে না যায়। তোরা উড়ে যা - ওই দেখ, বিরাট বিশাল প্রকাণ্ড একটা ঝাঁক—ওই ঝাঁকের সঙ্গে মিশে যা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—   [প্রস্থান।

গণেশ। ওকি ! আমার ঝুমুরকে ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে—দাঁড়াও,—আমি আমার মাকে শেষ দেখা দেখে নিই। ঝুমুর, ওরে মা···একবার কথা বল।   [কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

বাদল। কত কথা বললে, আলোর নিশানা পেলেই খিড়কীর দুয়োর দিয়ে বেরিয়ে পড়বে—মিথ্যে হয়ে গেল, শালা বাদলা বাগদীর পেরাণটাই মিথ্যে হয়ে গেল।   [কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

॥ ত্রয়োদশ দৃশ্য ॥

—ঃ হালদার বাড়ী ঃ—

ক্রন্দসী রূপালীর প্রবেশ।

রূপালী। জীবনটাই মিথ্যে হয়ে গেল। নিষ্ঠুর নিয়তির খাম-খেয়ালীতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল জীবনের স্বপ্ন। হৃদয় মন্দিরে যার আসন পাতা ছিল সে এলো না। কিন্তু যে এলো তাকে তো আমি ঘৃণা করিনি। আমার নারী হৃদয়ের সমস্ত উপচার দিয়েই তো আমি সেই দেবতাকে পূজা করেছিলাম···তবু কেন এমন হলো? [কান্না]

অনঙ্গর প্রবেশ।

অনঙ্গ। আবার কাঁদছিস রূপালী?

রূপালী। কান্না ছাড়া আমার যে কোন উপায় নেই কাকা।

অনঙ্গ। বাজে কথা বলবি না। কুনাল কি ছেলে হিসাবে খারাপ? বলতে গেলে মা লক্ষ্মীর বরপুত্র সে। সেই কুনালকে তুই ঘৃণা করে তারই দেবচরিত্র বন্ধু কৌশিককে—

রূপালী। কাকা! ওই কথা উচ্চারণ করতে মুখে আপনার আটকাচ্ছে না? ছোটবেলায় আমার মা, বাবা মারা গেছেন। আপনিই আমাকে লালন-পালন করে মানুষ করেছেন। আপনি যা বলেছেন আমি তাই করেছি···আপনি যা বলেননি আমি তা কখনও করিনি। এর পরেও আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি কাকা?

অনঙ্গ। রূপা!

রূপালী। রূপাকে আপনি কি ভেবেছিলেন জানি না। রূপা কিন্তু

আপনাকে পিতার আসনেই প্রতিষ্ঠা করেছিল। জীবনের অনেকগুলো দিন-রাত্রি আপনার সামনে পেরিয়ে গেছে। বলুন, কখনও দেখেছেন আমার এক বিন্দু বাচালতা? আমার চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা কখনও আপনার চোখে পড়েছে?

অনঙ্গ। তাহলে দীপালীকে আমি মিথ্যাবাদীনি মনে করবো বলতে চাস? তাছাড়া কৌশিক তো কুনাল বাবাজীকে নিজের মুখে সব বলেছে।

রূপালী। মিথ্যা কথা বলেছে।

অনঙ্গ। কৌশিক মিথ্যা কথা বলেছে, দীপালী মিথ্যা কথা বলেছে, আর যত সত্যি কথা বলছিস তুই? তুই জানিস—তোর জন্মেই তমালকে আজ হাজতে পচতে হচ্ছে?

রূপালী। জানতাম না। আপনাদের মুখেই প্রথম শুনলাম।

দীপালীর প্রবেশ।

দীপালী। তা শুনবে বৈকি। কচি খুকিতো…ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানো না।

রূপালী। দিদি!

দীপালী। চুপ কর পোড়ামুখী। পোড়ামুখে এ বাড়ী এলি কোন লজ্জায়? মানুষ চোরকেও প্রশ্রয় দেয়, তবু চরিত্রহীনকে প্রশ্রয় দেয় না তা জানিস? লজ্জা করছে না তোর ওই কালা মুখে দিদি বলে ডাকতে? ছিঃ-ছিঃ—

অনঙ্গ। হালদার বাড়ীর মান-সম্ভ্রম সব ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিস কলঙ্কিনী। তোর মুখ দেখা পাপ। ছায়া মাড়ালে গঙ্গায় চান করতে হয়।

রূপালী। কাকা!

অনঙ্গ। খবর্দার আমাকে কাকা বলে ডাকবি না। অনঙ্গ হালদার তোর মত একটা দুশ্চরিত্রা মেয়ের কেউ নয়। তুই আমার বংশের কলঙ্ক···কুনাল বাবাজী যে এখনও তোকে বাড়ী থেকে বার করে দেয়নি কেন, তা আমি বুঝতে পারছি না।

দীপালী। দেয়নি। তবে দেবে।

রূপালী। বাকী শুধু ওইটুকুই আছে। যাতে ও কাজটা তাড়াতাড়ি মিটে যায় তোমরা সেই ব্যবস্থাই কর।

অনঙ্গ। কি! বংশের মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে তুই গলাবাজী করছিস? তোর জন্যেই অমল আমার দীপামাকে মানিয়ে নিতে পারলো না···সেই দুঃখে কমল বাড়ী ছেড়ে পালাল। মমতা ঠাকরুণ মলো, তোকে আমি কি বলবো···তুই যদি আমার ভাইঝি না হয়ে নিজের মেয়ে হতিস—তাহলে আমি তোর গলা টিপে জন্মের মত চুপ করিয়ে দিতাম। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ— [প্রস্থান।

রূপালী। দিদি! তোর কাছে আমি কি অপরাধ করেছি, যার জন্যে তুই আমার মাথায় এত বড় মিথ্যা কলঙ্ক চাপিয়ে দিলি?

দীপালী। দীপালী কারও কাছে কৈফিয়ৎ দেয় না?

রূপালী। কৈফিয়ৎ আমি চাইনি দিদি! আমিতো তোর ছোট বোন। এক মায়ের পেটে না জন্মালেও ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে খেলেছি—হেসেছি। আঠারো বছর ধরে তিল তিল করে একসঙ্গে বড় হয়েছি—আমার কি তোর ওপর কোন দাবী নেই? তোর কি এক কণা স্নেহ নেই আমার ওপর? ভাগ্য দেবতার নিষ্ঠুর খেলায় তোর স্বপ্ন যদি আমার রাতের আকাশে নক্ষত্র হয়ে ওঠে—সে দোষ কি আমার?

দীপালী। নীতিকথা শোনাচ্ছিস মনে হচ্ছে?

রূপালী। না দিদি না। নীতিকথা শোনাবার মত শিক্ষা আমার কোথায়। আমি শুধু তোর কাছে জানতে চাই—কুনালের সঙ্গে তোর বিয়ে না হওয়ার জন্যে কি আমি দায়ী ?

দীপালী। জানি না।

রূপালী। কেন জানিস না ? প্রচণ্ড এক দুর্ঘটনার ফলে তোর আমার দুজনের জীবনের আশা আকাঙ্খার বাঁধ ধ্বসে গেছে—তার জন্যে আমাকে মিথ্যে অপরাধী করে স্বামীর কাছে, সমাজের কাছে ছোট করার জন্যে কেন তুই মিথ্যে কলঙ্ক আমার মাথায় চাপিয়ে দিলি ? কেন—কেন ?

দীপালী বেশ করেছি। আমি যাকে পাইনি—তাকে নিয়ে আর কেউ বুক ভরাবে এ আমার অসহ্য।

রূপালী। দিদি !

দীপালী। আমি যাকে চেয়েছিলাম তাকে পেয়ে অন্য কেউ ধন্য হবে এ আমি প্রাণ থাকতে সহ্য করতে পারবো না।

রূপালী। তাই তুই মিথ্যা করে আমার জীবন পথে কাঁটা ছিটিয়ে দিয়েছিস ?

দীপালী। রূপালী !

রূপালী। তুই যা পাসনি আমার জীবনে তাই এসেছে বলে আমার চোখে তুই শ্রাবণের ধারা এনে দিতে চাস ?

দীপালী। সিওর।

রূপালী। না।

দীপালী। না মানে !

রূপালী। তোকে এই জীঘাংসা প্রবৃত্তি আমি চরিতার্থ করতে দেব না।

দীপালী। কি দিয়ে রুখবি ? চোখের জল দিয়ে ?

রূপালী। না।

দীপালী। কুনালকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ?

রূপালী। না।

দীপালী। তবে ?

রূপালী। আমি ভিক্ষে চেয়ে নেব।

দীপালী। রূপালী !

রূপালী। তোর পায়ে পড়ছি দিদি ! আমি জানি তুই কতখানি হারিয়েছিস। তবু আমি তোর পায়ে ধরে ভিক্ষে চাইছি—আমার জীবনের সবকিছু স্থখের বিনিময়ে তুই আমার স্বামীকে শুধু ভিক্ষে দে।

[রূপালী দীপালীর পায়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলে, দীপালী তাকে লাথি মেরে বলে]

দীপালী। দূর হ' শয়তানী। আমার সামনে থেকে দূর হ'।

রূপালী। দিদি !

দীপালী। না। আমি তোর দিদি নয়—শত্রু। আমার কুনালকে যদি তুই জোর করে কেড়ে নিতে চাস, তাহলে তোকে আমি বিষ খাইয়ে মারবো।

কুনালের প্রবেশ।

কুনাল। মেরে মুখ ভেঙ্গে দাও দীপা। ওই কলঙ্কিত মুখ দেখলে আমার ঘেন্নায় থুথু ফেলতে ইচ্ছে করে।

রূপালী। তাতো করবেই নিষ্কলঙ্ক মহাপুরুষ।

কুনাল। কি বললে ?

রূপালী। যা করছো তাই বলছি।

দীপালী। রূপা!

রূপালী। তুই আজ পরস্ত্রী নয়? তোকে তোর স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বসে প্রেমের খেলা খেললে বুঝি মহাপুরুষের কোন অপরাধ হয় না?

কুনাল। চরিত্রহীনা মেয়ের মুখে ওই কথা সাজে না।

রূপালী। নিশ্চয় সাজে। কারণ আমি চরিত্রহীনা নই।

দীপালী। সতী সাবিত্রী।

রূপালী। সতী সাবিত্রী না হলেও—সততায় আমার কোন গ্লানি নেই—মিথ্যা নেই। তুই তোর পাপের পিপাসা মেটাতে আমাকে চরিত্রহীনা বললেই আমি হীন চরিত্র নই। আমি ফুলের মতই পবিত্র।

দীপালী। সেই জন্যেই তো ভালবাসার ফুল দিয়ে কৌশিককে পূজো করতে গিয়েছিলিস।

রূপালী। ভুল—ভীষণ ভুল।

কুনাল। }
দীপালী। } ভুল!

রূপালী। বিস্ময়কর ভুল। সে ভুল হলো—রূপালীকে তোমরা দীপালীর মন দিয়ে মাপতে চাইছো। সোনাকে তোমরা মনে করেছ লোহা·· কাঞ্চনকে মনে করেছ মূল্যহীন একমুঠো কাঁচ। [প্রস্থান।

কুনাল। ওকে নিয়ে কি করি বলতো দীপালী?

দীপালী। কেন, শো-কেশে সাজিয়ে রাখবে।

কুনাল। দীপা!

দীপালী। বাঃ, হলেই বা চরিত্রহীনা। থৈ-থৈ যৌবন · দেহের ভাঁজে ভাঁজে কামনার নিমন্ত্রণ ··ওর মোহ কি ত্যাগ করা যায়?

কুনাল। তুমি রাগ করেছ দীপু ?

দীপালী। রাগ করবো কেন ? আমি কি তোমাকে ভালবাসি? আমি কি প্রেমের টানে স্বামীকে ছেড়ে আসতে পেরেছি ?

কুনাল। রানি !

দীপালী। কি বললে ?

কুনাল। রানী। আমার হৃদয় রাজ্যের রানী।

[সহসা দীপালীকে বক্ষলগ্ন করে। দীপালী
কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে।]

দীপালী। তোমার জন্যে আমি সব ছেড়েছি প্রিয়তম।

কুনাল। জানি প্রিয়া।

দীপালী। জানো ?

কুনাল। নিশ্চয়। আমি জানি বিবাহিতা হয়েও তুমি কুমারী। সেই জন্যেই তো আমিও বিবাহিত হয়েও কৌমার্য পালন করছি।

দীপালী। কুনাল !

কুনাল। তুমি আমার জন্যে সব ছেড়েছ বলেই তো আমি তোমার জন্য সব ছাড়বো।

দীপালী। পারবে ?

কুনাল। পারিনি ? পারিনি আমি তমালের মায়া ত্যাগ করতে ? পারিনি চোখের সামনে একটা ফুটন্ত গোলাপকে দেখেও অবহেলা করতে ?

দীপালী। তাহলে চল আমরা কলকাতা চলে যাই।

কুনাল হ্যাঁ, কলকাতা তো যাবই। ওখানে গিয়েই আমরা নতুন করে জীবন আরম্ভ করবো।

দীপালী। সত্যি ?

কুনাল। সত্যি দীপা। কিন্তু তোমার বাবা কি আমাদের মিলন মেনে নেবেন ?

দীপালী। বাবাকে অন্য কথা বলেছি।

কুনাল। কি বলেছ ?

দীপালী। বলেছি, আবার আমি কলকাতা গিয়ে পড়াশুনা করবো।

কুনাল। আমিও বলেছি, কলকাতার ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে—আমি কলকাতায় ফিরে যাব।

দীপালী। ব্যস। তাহলে তো সব ঝামেলা মিটেই গেল। রূপাকে আর বাড়ী থেকে তাড়িয়ে কাজ নেই। তোমার শূন্য মন্দির ও শুধু আগলে বসে থাক।

কুনাল। কিন্তু—

দীপালী। কিন্তু ?

কুনাল। একটু অসুবিধা আছে।

দীপালী। কি ?

কাচা পরে অমলের প্রবেশ। দীপা ও কুনাল থমকে যায়। অমল বলে।

অমল। আসতে পারি ?

কুনাল। তুই কি বলছিস অমু! তুই আসবি···তাও আবার জিজ্ঞাসা করছিস ? এইমাত্র তোর কথাই দীপাকে বলছিলাম। বলছিলাম···তোমার এ ভাবে রাগ করে থাকা ঠিক হচ্ছে না দীপা। শাশুড়ীর মৃত্যুর পরেও তোমার যাওয়া উচিৎ ছিল।

অমল। কাল আমাদের অশৌচান্ত। তাই—

অনঙ্গের প্রবেশ।

অনঙ্গ। দীপালীকে নিতে এসেছ ?

অমল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অনঙ্গ। দীপালী যাবে না।

অমল। যাবে না!

অনঙ্গ। না।

কুনাল। কাকাবাবু!

অনঙ্গ। তুমি তো সবই শুনেছ কুনাল। যে অভদ্র যুবক তার স্ত্রীকে অপমান করে কথা বলে, সে কোন সাহসে আবার শ্বশুরবাড়ী আসে তুমিই বল? নিতাই মাষ্টারের কথা শুনে যে আমার সঙ্গে অমানুষের মত ব্যবহার করেছে, সে কোন মুখে আবার আমার কাছে এসে দাঁড়ায়?

কুনাল। শুনুন কাকাবাবু!

অনঙ্গ। তোমার বন্ধুর সঙ্গে আমি কথা বলতে ঘৃণা বোধ করছি কুনাল। তুমি ওকে বলে দাও, দীপালী তার অশৌচান্তের যা করণীয় সব এখানেই করবে। শ্বশুরবাড়ী যাবে না।

অমল। কথাটা কুনালকে আর বলতে হবে না। আমি শুনেছি এবং বুঝেছি। তবু আজ আমি মাতৃদায়গ্রস্থ। আপনি আমার পরমাত্মীয়, আপনার কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—দীপালীকে আমার বাড়ী অশৌচ-পালনের জন্য পাঠিয়ে দেবেন এবং আগামী-কাল আমার মায়ের শ্রাদ্ধ। আপনি গিয়ে সেই শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত থেকে আমাকে মাতৃদায় থেকে উদ্ধার করবেন।

অনঙ্গ। বেরিয়ে যাও।

অমল। তার মানে!

দীপালী। শিক্ষাদরদী মহাপুরুষ! বেরিয়ে যাও, কথাটার মানে বুঝতে পারলে না?

কুনাল। দীপা! তুমি চুপ কর। প্লীজ—কাকাবাবু—

অনঙ্গ। না। কারও কোন কথা আমি শুনবো না। যে অভদ্র ছোটলোক নির্লজ্জ ভাবে তার স্ত্রীকে বেশ্যা বলে অপমান করে, সেই জানোয়ারের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

অমল। কথাগুলো হিসাব করে বলবেন।

অনঙ্গ। একটা লোফার স্কাউণ্ড্রেলের সঙ্গে আবার হিসাব করে কথা কি বলবো?

অমল। প্রয়োজন নেই কথা বলার। অনুগ্রহ করে কথা না বললেই আমি খুশী হব। আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি। আপনার কর্তব্য ইচ্ছা হয় পালন করবেন—না ইচ্ছা হয় পালন করবেন না।

অনঙ্গ। কি! এত বড় সাহস তোমার?

অমল। ভদ্রলোক মুখে যা বলেন কাজে তা পালন করেন না কেন?

দীপালী। হোয়াট!

অমল। তোমার বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি আমার স্ত্রী— আমি চাই এই মূহূর্তে তুমি আমার সঙ্গে চলে আসবে।

অনঙ্গ। না।

অমল। কথা আমি আমার স্ত্রীকে বলেছি।

অনঙ্গ। তোমার স্ত্রী হবার আগে ও আমার মেয়ে। মেয়ের হয়ে আমিই বলে দিচ্ছি—ও তোমার বাড়ী যাবে না।

অমল। আপনি কি ভদ্রতার, সভ্যতার শেষ সীমাটুকুও ছাড়াতে চান?

অনঙ্গ। কি বললে রাস্কেল!

[সহসা অনঙ্গ অমলের গালে চড় মারে। অমল যেন পাথর হয়ে যায়। দীপা ও কুনাল হাসে।]

কুনাল।
দীপালী } হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অনঙ্গ। এর পরেও যদি তুমি এখান থেকে বেরিয়ে না যাও, তাহলে দ্বারোয়ানকে দিয়ে তোমার পিঠে চাবুক মেরে তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেব রাস্কেল কোথাকার। [প্রস্থান।

অমল। আমি স্বপ্ন দেখছি না তো! আমার গালে চড় মারলে—রাস্কেল বললে!

দীপালী। রাস্কেলের বাংলা মানেটা খুব খারাপ নয়। কিন্তু চড়টা—

অমল। হ্যাব প্লীজ টু ইট টু মাচ—

কুনাল। অমল!

অমল। কিন্তু এমন হবার তো কথা ছিল না। এমন ভাবে আমার শিক্ষার সর্তভার ফুলগুলো ঝরে পড়বার কোন আশঙ্কা ছিল না! আমি তো এসেছিলাম মায়ের শ্রাদ্ধ বাসরে যাবার নিমন্ত্রণ করতে, আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

দীপালী। স্ত্রী! কে তোমার স্ত্রী! আমি? সামান্য কটা মন্ত্র পড়ে ঘরে নিয়ে গিয়েছিলে বলে আমি তোমার স্ত্রী হয়ে গেলাম?

অমল। দীপালী!

কুনাল। ভুল করেছিলি অমল। এই বিংশ শতাব্দীতে স্ত্রীর ওপর—

দীপালী। আই এ্যাম নট টু পুট আপ উইথ—আমি মেনে নেব না। কতকগুলো বস্তা পচা মন্ত্র বললেই বিয়ে হয়ে যায় এ আমি বিশ্বাস করি না।

অমল। স্টপ—স্টপ দীপালী। ও কথা বলো না। তাহলে যে পৃথিবীটা দুলে উঠবে। বাতাস স্তব্ধ হয়ে যাবে। সভ্যতার বিবর্তন নতুন পথ না পেয়ে রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়বে।

কুনাল অমল!

অমল। এখন যে স্ত্রীকে নিয়ে স্বামীরা স্বপ্ন দেখে কুনাল! এখনও যে স্বামীর মঙ্গল কামনা করে স্ত্রীরা দেব দেউলে প্রদীপ জ্বালায়। ওকথা শোনার পর তারা কি আর আগের মত স্বপ্ন দেখবে? তেমনি করে প্রদীপ জ্বালাবে?

দীপালী। হি ইজ ক্র্যাক্‌ড্ অব হিজ হেড কুনাল। ডোণ্ট লুজ আওয়ার টাইম। আমাদের সময় নেই। কুনাল এস—

অমল। কোথায়?

দীপালী। আমার ঘরে।

অমল। দীপা!

দীপালী। আজ রাত্রে কুনাল আমার ঘরে থাকবে।

অমল। না।

দীপালী। হ্যাঁ। কুনালের জীবনে দীপালী তার প্রেমের প্রদীপ জ্বেলে ভালবাসার দেওয়ালী উৎসব পালন করবে। এস প্রিয়তম। চল। [উভয়ে হাত ধরে]

অমল। না—না—না—

কুনাল। } হাঃ-হাঃ-হাঃ— [প্রস্থান
দীপালী। }

অমল। একি! এমন কালো—নিকষ কালো একটা কিসের স্রোত যেন সাপের মত এঁকে বেঁকে আমার হৃদপিণ্ডের দিকে এগিয়ে আসছে। বুকটা যেন সাহারার মত জ্বালা করে উঠছে—অমল ব্যানার্জী, তোমার শিক্ষা, তোমার বিশ্বাস, তোমার আদর্শ তোমাকে কি দিল? মাথাটা যেন একটা পাহাড় মনে হচ্ছে - বিশ্বাসের বিন্দুটা ছায়া ছায়া হয়ে অবিশ্বাস অশিক্ষার বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। অমল! হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট এ্যাট দিস মোমেণ্ট? টু ডু—অর টু ডাই? মরতে না মারতে?

[প্রায় মাতালের মত টলতে টলতে প্রস্থান।

॥ চতুর্দশ দৃশ্য ॥

—: গলিপথ :—

কাঁদতে কাঁদতে রূপালীর প্রবেশ।

রূপালী। মরবো—মরবো—মরা ছাড়া আমার কোন উপায় নেই। স্বামী ডুবে আছে দিদির প্রেমে। লম্পট কৌশিক মজুমদার আজও আমাকে জোর করে—না-না—আমি মরবো তবু সেই জানোয়ারের পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবো না।

কৌশিকের প্রবেশ। হাতে ব্রিফকেশ।

কৌশিক। 'পারিব না ও কথাটি বলিও না আর। কেন পারিবে না তাহা ভাব শতবার।'

রূপালী। সহস্র বার ভাবতে বললেও আমার সেই একই উত্তর।

কৌশিক। কেন? কেন তুমি সেই একই উত্তর দেবে রূপা? তোমার চোখের সামনে কুনাল দীপাকে নিয়ে প্রেম করছে—

রূপালী। করুক।

কৌশিক। বিয়ের পর থেকে সেকি তোমাকে একদিনের জন্যও স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছে?

রূপালী। না দিক।

কৌশিক। তোমার শিক্ষা সততার সে কোন দামই দেয়নি।

রূপালী। চাই না আমি দাম।

কৌশিক। চাও—চাও রূপা। মনে মনে নিশ্চয়ই তুমি চাও। মেয়ে হিসাবে পুরুষের কাছে তোমার অনেক কিছু চাওয়ার আছে।

রূপালী। কৌশিক বাবু!

কৌশিক। যৌবন তোমার দেহের কিনারা ছাপিয়ে পড়ছে। স্ত্রী হিসাবে স্বামীর কাছে তোমার অনেক কিছু পাওয়ার ছিল—

রূপালী। থামুন। আপনি এখান থেকে চলে যান।

কৌশিক। এখান থেকে চলে যাব বলেই তো তোমার ঘরে গিয়েছিলাম—তোমার সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখলাম, তুমি ঘরে নেই। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলাম, আকাশে সুন্দর চাঁদ উঠছে। সহসা চোখে পড়লো টেবিলের ওপরে রাখা তোমার এই চিঠি। লিখেছ 'আমার আত্মহত্যার জন্য কেউ দায়ী নয়।'

রূপালী। ও চিঠি আপনি নিয়েছেন কেন?

কৌশিক। কাজে লাগাব।

রূপালী। তার মানে?

কৌশিক। রাস্তায় আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। তোমাকে

এখনি গাড়ীতে করে কলকাতা নিয়ে যাব। ভোরে ফিরে এসে—মানে তোমাকে আমার হোটেলে রেখে আমি একা ফিরে এসে তোমার স্বামীকে এই চিঠি দেখিয়ে প্রমাণ করব, যে তুমি আত্মহত্যা করেছ।

রূপালী। এতবড় শয়তান তুমি জানোয়ার?

কৌশিক। রূপা!

রূপালী। তমালকে জেলে পাঠিয়েছ। তুমি ঝুমুরের সর্বনাশ করে তাকে মেরে তমালের হাতে পরিয়ে দিয়েছ পুলিশের হ্যাণ্ড কাপ—তাতেও তোমার সাধ মেটে নি?

কৌশিক। না, সাধ মিটতে আমার এখন অনেক দেরী। তোমাকে বুকে চেপে ধরে যেদিন তোমার যৌবন মধু আমি পান করতে পারবো, সেই দিনই মিটবে আমার সাধ। এস—

রূপালী। না।

কৌশিক। কেউ জানতে পারবে না যে তুমি আমার সঙ্গে কলকাতা চলে গেছ। কথা দিচ্ছি সকলকে জানিয়ে দেব আত্মহত্যা করেছ।

রূপালী। না।

কৌশিক। গোঁয়ার্তুমি করো না রূপা। জীবনের সবেমাত্র শুরু। যৌবন বর্ষার জল পেয়ে প্রথম ফুটেছে প্রথম কদম ফুল—এই ঝরে যাওয়ার কথা কেন ভাববে তুমি?

রূপালী। চুপ কর।

কৌশিক। ভেবে দেখ এবং বিশ্বাস কর, তোমাকে আমি রানী করে রাখবো।

রূপালী। আমি কিন্তু চিৎকার করে লোক ডাকবো।

কৌশিক। গভীর নিশুতি রাত। সবাই ঘুমুচ্ছে। তাছাড়া তাতে তোমার কলঙ্কই বাড়বে। আর কিছু হবে না।

রূপালী। কলঙ্কের কালি মুছে ফেলতে আমি আত্মহত্যা করবো।

কৌশিক। রূপা!

রূপালী। পথ ছাড়ো শয়তান। আমি ওই দীঘির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবনের জ্বালা জুড়াব।

কৌশিক। না।

রূপালী। না মানে!

কৌশিক। মরতে তোমাকে দেব না। গাড়ী রেডি আছে; তোমাকে আমি কলকাতা নিয়ে যাবই। এস—

[সহসা রূপালীর হাত ধরে। রূপালী তার হাতে কামড়ে দেয়। তখন ধরে শাড়ী। রূপালীর সব চেষ্টা ব্যর্থ করে গাড়ীতে তুলতে যায়]

পাগল অবস্থায় অমলের প্রবেশ।

অমল। কৌশিক মজুমদার!

কৌশিক। কে! ও তুমি! রূপালীর প্রথম প্রেমিক। তুমি এসেছ বাঘের মুখ থেকে শিকার কেড়ে নিতে?

অমল। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

কৌশিক। তোর হাসি আমি চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দিচ্ছি জানোয়ার।

[পকেটে হাত দিয়া বলে]

কৌশিক। হাউ ষ্ট্রেঞ্জ! আমার চেম্বার···আমার চেম্বার··ব্রাণ্ডার —চেম্বারটা ব্যাগে···ব্যাগটা গাড়ীতে···

অমল। গাড়ীটা আছে রাস্তায়…তোমার মরণের রাস্তা আমার হাতে।

[অমল পাগলের মত কৌশিকের দিকে এগিয়ে যায়।
কৌশিক ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলে]

কৌশিক। না। তোর হাতে আমার মরণ নেই…আমার হাতে আছে তোর মরণ তবে আজ নয়—আর একদিন। আজ আমি কলকাতা যাচ্ছি, শীঘ্র ফিরবো…ফিরে ঝুমুরের মত তোকেও আমি ফিনিস্ করে দেব। মনে রাখিস শয়তান, আমার নাম কৌশিক মজুমদার। হাঃ-হাঃ-হাঃ— [প্রস্থান।

অমল। তুইও মনে রাখিস জানোয়ার, অমল আর সে মানুষ নেই।

রূপালী। অমল দা!

অমল। হাঃ-হাঃ-হাঃ, মানুষ অমল আজ অমানুষ। দু'চোখে আমার আদিম হিংস্রতা…জীবনের বত্রিশটা বছর আমি দু'পায়ে মাড়িয়ে নরকের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি।

রূপালী। কি বলছো তুমি অমলদা?

অমল। হিসাব দিচ্ছি। জীবনভর যে ভুল করেছি, আজ সেই ভুলের হিসেব দিচ্ছি রূপা।

রূপালী। ভুলের হিসাব দিচ্ছো?

অমল। ইজ দ্যাট রং? দিলে কি অন্যায় হবে? শুধু আমার ভুলের হিসাব দিতে আসিনি…তোমারও ভুলের হিসাব বোঝাতে এসেছি। বল রূপা! তুমি কি সারাজীবন পরাজিতের ভূমিকা অভিনয় করবে?

রূপালী। অভিনয়!

অমল। নয়? শিক্ষা, সত্য, সততার গণ্ডির মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে রেখে সারা জীবনে কি পেলাম বলতে পারো?

রূপালী। অমলদা!

অমল। কর্তব্য পালন করে পেয়েছি জুতো, ভদ্রতা রক্ষা করতে গিয়ে পেয়েছি লাথি···সত্যতার দীপ জ্বালাতে গিয়ে লাভ হয়েছে একাকিত্ব।

রূপালী। একাকিত্ব?

অমল। একা···একা···আজ তুমি আমি দু'জনেই একা। অথচ আমরা বাদে সকলেই তাদের জীবনকে ভোগ করছে রূপালী। আমার স্ত্রী আজ তোমার স্বামীর সঙ্গে এক-ঘরে রাত কাটাচ্ছে। শিক্ষার আলো দিয়ে তাকে শুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি। [চিৎকার করে] আমার শিক্ষা আমার মাকে খুন করেছে, আমার সহনশীলতা আমার ভাইকে ঘর ছাড়িয়েছে। এর পরেও আমি পথ বদলাব না?

রূপালী। পথ বদলাবে?

অমল। হ্যাঁ। আমি শুধু একা নয়। তুমিও—

রূপালী। আমিও—

অমল। পথ বদলাবে।

রূপালী। না।

অমল। হ্যাঁ। কৌশিকের সব কথা আমি শুনেছি। আমি জানি তুমি আত্মহত্যা করবার জন্য বাড়ী থেকে বেরিয়েছ।

রূপালী। আমি আত্মহত্যা করবো।

অমল। না।

রূপালী। না মানে?

অমল। তুমি জীবনকে নতুন করে গড়বে। তোমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে আমার জীবন।

রূপালী। না—না—না—

নিতাই মাষ্টারের প্রবেশ।

নিতাই। নেভেনি···একটা প্রদীপ এখনও নেভেনি। একটা প্রদীপের শিখা ঝড়ের তাণ্ডবে নিভু-নিভু···কিন্তু একটা প্রদীপ এখনও উজ্জ্বল। একটা কৃষক এখনও পঙ্গপালের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে।

রূপালী। তুমি কি কথা বলছো অমলদা!

অমল। সত্যি কথা বলছি।

রূপালী। তুমি না শিক্ষিত?

অমল। শিক্ষা আমি ভুলে গেছি।

রূপালী। আদর্শ পালন না তোমার জীবনের ব্রত?

অমল। কিন্তু আমি যে এখন মৃত মানুষ।

নিতাই। পঙ্গপাল তার বিষাক্ত দাঁত বসিয়েছে একটা কৃষকের মনের শস্যক্ষেত্রে···কিন্তু আর এক কৃষক, সেকি লড়াই করতে পারবে? তার মনেও কি দুর্বলতার মেঘ জমে ওঠেনি?

রূপালী। আমাকে তুমি ক্ষমা কর অমলদা!

অমল। রূপা!

রূপালী। আমার পক্ষে পথ বদলানো সম্ভব নয় অমলদা!

অমল। বোধহয় আমার পক্ষেও নয় রূপালী!

রূপালী। অমলদা!

অমল। শিক্ষার মন্দিরে মন্দিরে আবার ভরে যাচ্ছে মনের শূন্য ময়দান।

রূপালী। আমারও।

অমল। রূপালী!

রূপালী। সোনালী স্বপ্নে তোমার আমার শূন্য মন আবার ভরে যাক অমলদা। আমার অবচেতন মনের দুর্বলতাকে ক্ষমা করে তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর।

[রূপালী অমলকে প্রণাম করতে আসে। অমলের হাত ওপরে, সে বলে]

অমল। জীবনের রাত্রি পেরিয়ে সূর্য খুলেছে তার আলোর দুয়ার···

[রূপালী প্রণাম করে। অমলের হাত তখনও ওপরে।]

সহসা কৌশিক এসে দু'জনকে গুলি করে।

কৌশিক। হাঃ-হাঃ-হাঃ—প্রতিশোধ···শিকার কেড়ে নেবার প্রতিশোধ। [প্রস্থানোদ্যত]

সহসা পুলিশ অফিসার মিঃ গুপ্ত এসে
গম্ভীর কণ্ঠে বলে।

মিঃ গুপ্ত। হ্যাণ্ডস আপ! এক পা নড়লে গুলি করতে বাধ্য হব সিপাই—

সিপাইয়ের প্রবেশ।

মিঃ গুপ্ত। ওই জানোয়ারটাকে এ্যারেষ্ট কর।

[সিপাই কৌশিককে এ্যারেষ্ট করে। কৌশিক বলে]

কৌশিক। আফশোষ। আর একটা গুলি থাকলে···আমাকে এ্যারেষ্ট করতে পারতেন না মিঃ গুপ্ত। [সিপাই সহ প্রস্থান

মিঃ গুপ্ত। নিয়ে যাও শয়তানটাকে! ঝুমুরকে মার্ডার করার প্রমাণ দেখাতে না পারলেও আজকের মার্ডার আমার সামনে… তোমার ক্যাপিটেল পানিসমেণ্ট কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু দুটো ফুলের মত জীবন অকালে শেষ হয়ে গেল মাষ্টারমশাই।

নিতাই। না। শেষ হয়নি। শুরু।

মিঃ গুপ্ত। শুরু!

নিতাই। হ্যাঁ। দুটি জীবন দিয়ে জীবনের শুরু হলো মিঃ গুপ্ত। ওরা মরেনি। ওরা যে আমার সোনার ভারতের সুজলা সুফলা শস্য-ক্ষেত্র ওদের জীবনের বীজ ওরা বপন করে গেল সমাজের মাটিতে। ওই দুটি বিশুদ্ধ জীবনের বীজ থেকেই জন্ম নেবে কোটি কোটি নতুন জীবন। তারাই তো রক্ষা করবে গ্যেটে, হোমার, বশিষ্ঠ, বাল্মিকীর মানবতার শস্যক্ষেত্র। তারাই তো ন্যায়, নীতি আর সত্যের আগুনে পুড়িয়ে মারবে—লোভ লালসা আর অশিক্ষার পঙ্গপাল।

[নিতাই মাষ্টার ও মিঃ গুপ্ত যেন পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে যায়]

॥ সমাপ্ত

শ্রীসত্যব্রত মুখার্জী প্রণীত

শহীদ লহ সেলাম

বাংলার সুলতান কাশেম আলীর সঙ্গে পাঠান নবাব বাখর খাঁর সংঘাত। শাহাজাদা কাদেরের দেশপ্রেম, পর্তুগীজ আলেকজান্ডার অত্যাচার। প্রতিটি দৃশ্য আপনাকে করবে হতবাক! অভিনয় করুন।

মূল্য—পাঁচ টাকা

পালা সম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমার দে রচিত

পতিঘাতিনী সতী

চেতুয়া বরদার রাজা শোভা সিংহের কন্যা এবং বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথ সিংহের মহিষী চন্দ্রপ্রভার নাম শুধু বিষ্ণুপুরেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেই নিত্য স্মরণীয়। রাজা রঘুনাথ সিংহ যখন মুসলমানী লাল বাঈয়ের নৃত্য গীতে আত্মহারা হয়ে তার নির্দেশেই শাসন দণ্ড চালাচ্ছিলেন, তখন লালবাঈ বিষ্ণুপুরের সব হিন্দুদের ধর্মচ্যুত করার প্রয়োজন করছিল। সেই মুহূর্তে রাণী চন্দ্রপ্রভা দেশ ও দশের কল্যাণে প্রিয়তম স্বামীকে হত্যা করে প্রজাদের ধর্ম রক্ষা করলেন। লালবাঈকে দীঘির জলে ডুবিয়ে মারা হল। বৃহত্তম কল্যাণের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে রাণী সমগ্র ভারতে **"পতি ঘাতিনী সতী"** বলে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন

অভিনয় করুন ও পড়ুন। মূল্য—পাঁচ টাকা